খাজানার আইন

অর্থাৎ

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক

১৮৮৫ সালের ৮ আইন।

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যা[illegible]

সরল ব্যাখ্যা ও টীকা সমেত।

কলিকাতা।

শ্রীবিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক

বঙ্গবাসী ষ্টীম-প্রেসে মুদ্রিত এবং

৩৪।১ নং কলুটোলা, বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

সন ১২৯২ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

খাজানার আইন

অর্থাৎ

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক

১৮৮৫ সালের ৮ আইন।

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত

সরল ব্যাখ্যা ও টীকা সমেত।

কলিকাতা।

শ্রীবিহারীলাল সরকার কর্তৃক

বঙ্গবাসী ষ্টীম-প্রেসে মুদ্রিত এবং

৩৪।১ নং কলুটোলা, বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

ভূমিকা।

—০:০—

খাজানার আইন জানা প্রায় সকলেরই দরকার, কিন্তু রচনার দোষে আইনের মর্ম্ম বোধ করা দুষ্কর। অনায়াসে যাহাতে আইনের মর্ম্মবোধ হইতে পারে, তজ্জন্য আমার এই চেষ্টা।

মূল আইন বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। যে ধারাগুলি দুর্ব্বোধ, প্রত্যেক ধারার নীচে সোজা চলিত কথায় তাহার ব্যাখ্যা দিয়াছি। যেখানে দুই একটী বাক্য বুঝাইয়া দিলেই মর্ম্মগ্রহ হইতে পারে, সেখানে মূল আইনের ধারার ভিতরেই তাহার ব্যাখ্যা দিয়াছি। মূলে শব্দের দোষ, এবং বাক্য বিন্যাসের দোষও ক্বচিৎ সংশোধিত হইয়াছে, ফলতঃ তাহাতে মূলপাঠের বিশেষ ব্যতিক্রম হয় নাই।

ধারার নীচে কিম্বা ধারার ভিতরে আমি যে ব্যাখ্যা বা টীকা দিয়াছি, তাহা [ ] এই রূপ চিহ্নের মধ্যে আছে।

প্রজার দাখিলার ফারম্ বুঝিতে অনেকেরই গোল হইয়াছে। ঐ ফারম্ যেমন করিয়া পূরণ করিতে হইবে এবং যেখানে যাহা লিখিতে হইবে তাহাও দেখাইয়া দিয়াছি। আমার উপদেশ ফারমের ভিতর [ ] এইরূপ চিহ্নের মধ্যে দেওয়া আছে।

আমি যে সকল ব্যাখ্যা ও টীকা দিয়াছি. তাহা ছাড়া আর কিছু যদি দেওয়া আবশ্যক হয়, এবং ক্রমে যে সকল নজীর হইবে, তাহা দিলে যদি ভাল হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক কেহ আমাকে জানা-ইলে আমি কৃতার্থ হইব, এবং ভবিষ্যতে তাহা সংযোগ করিয়া দিব। ইতি।

বৰ্দ্ধমান
পৌষ, ১২৯২ সাল।

শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক

১৮৮৫ সালের ৮ আইন।

নির্ঘণ্ট।

---

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

---

২ অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণীবিষয়ক বিধি।

---

৩ অধ্যায়।

মধ্যস্বত্বাধিকারীদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

৪ অধ্যায়।

মোকররী হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫ অধ্যায়।

দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

সাধারণ।

৬ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

---

৭ অধ্যায়।

কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

---

৮ অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

---

৯ অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

ধারা।

ইমারত করিবার ও অন্য কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণের কথা।

কোর্ফা বিলি করিবার কথা।

ইস্তফা ও পরিত্যাগ করিবার কথা।

প্রজাস্বত্ব বিভাগের কথা।

উচ্ছেদের কথা।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

---

১০ অধ্যায়।

স্বত্বের লিখন ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

---

১১ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

---

১২ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

১৩ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

---

১৪ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রীমত বিক্রয়ের বিধি।

ধারা।

১৫৯। দায় অসিদ্ধকরণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।

১৬০। সংরক্ষিত স্বার্থের কথা।

১৬১। "দায়" ও "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" শব্দের অর্থ।

১৬২। মধ্যস্বত্বের বা যোতের নীলাম হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।

১৬৩। ক্রোকের আদেশ ও নীলামের ঘোষণাপত্র একই সময়ে বাহির করিতে হইবার কথা।

১৬৪। রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা।

১৬৫। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

১৬৬। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

১৬৭। পূর্ব্ব কয়েক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৬৮। দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত যোত পূর্ব্ব কয়েক ধারামতে মধ্যস্বত্ব বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

১৬৯। বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবে, ত[illegible] বিধির কথা।

১৭০। খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলে কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই মধ্যস্বত্ব বা যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবার কথা।

১৭১। নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোন কোন স্থলে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোতের বন্ধকী ঋণ হইবার কথা।

১৭২। অধস্তন প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

ধারা।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক

১৮৮৫ সালের ৮ আইন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন মহিমাবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব ১৮৮৫ সালের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে অনুমোদন করায়, তাহা সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দারা প্রচারিত হইল।

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কয়েকটী আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করণার্থ আইন।

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কয়েকটী আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

— —

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। (১) এই আইন "বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

সংক্ষেপ নাম।

যে সময়াবধি প্রচলিত হইবে।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণরজেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থ যে তারিখ ধার্য্য করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে। অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে।

[ইংরেজী ১৮৮৫ সালের ১লা নবেম্বর মোতাবেক সন ১২৯২ সালের ১৭ ই কার্ত্তিক হইতে এই আইন জারি হইয়াছে।]

যে যে স্থানে প্রচলিত হইবে।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা-খণ্ড ছাড়া এবং তফসীলে লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তফসীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দ্দিষ্ট তফসীলে লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বা তাহার কোন অংশে বর্ত্তাইতে পারিবেন।

[আইন জারি হওয়াতেই সমস্ত বাঙ্গালা মুলুকে চলিত হইয়াছে। কেবল কলিকাতা সহরে, উড়িষ্যা প্রদেশে, জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং প্রদেশে, চট্টগ্রামের পাহাড় অঞ্চলে, সাঁওতাল পরগণায়, ছুটিয়া নাগপুর প্রদেশে এবং আঙ্গুল ও বাঁকি মহালে এ আইন

চলিবে না। তবে, বাঙ্গালার লাট সাহেব উড়িষ্যা প্রদেশে এ আইন জারি করিতে পারিবেন।]

২ ধারা। (১) যে যে দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তে, সেই সেই দেশে ইহার প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইন-গুলি রহিত হইল।

যে যে আইন রহিত হইবে তাহার কথা।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা-খণ্ডে বা তাহার কোন অংশে বর্ত্তান যায়, তৎকালে ঐ সকল আইনের মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে বা অংশে প্রবল থাকে, অথবা, এই আইনের কিয়দংশ মাত্র বর্ত্তান গেলে, তন্মধ্যে যে যে আইন ঐ অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে বা অংশে রহিত হইবে।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, কোন আইনে বা দলীলে সেই আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা এই আইনের বা তদ্বিষয়ক এই আইনের অংশবিশেষের উল্লেখ জ্ঞান করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব প্রভৃতি পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

৩ ধারা। বিষয় বিবেচনায়, বা পূর্ব্বাপর কথায় ভাবান্তর বোধ না হইলে, এই আইনে,

অর্থ করণের কথা।

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব মালগুজারী ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যে যে

।

সাধারণ রেজিষ্টর প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই সেই রেজিষ্টরের কোন রেজিষ্টরে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, "মহাল" শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের খাস মহাল ও কোন রেজিষ্টরে লেখা হয় নাই, এরূপ লাখেরাজ ভূমিও ধরা যাইবে।

[কালেক্টরীতে খেরাজ কি রাজস্ব ধার্য্য থাকুক কিম্বা নাই থাকুক, কালেক্টরীর তৌজিভুক্ত কি ৭ আইনের রেজেষ্টরিভুক্ত এক এক নম্বরে এক একটী "মহাল" বুঝিতে হইবে।]

(২) ন্যাসস্বরূপ বা আপনার উপকারার্থ যে ব্যক্তি কোন মহালের বা মহালের অংশের মালিক হন, "ভূস্বামী বা জমিদার" শব্দে সেই ব্যক্তি বুঝাইবে।

["মালিক," "ভূস্বামী" কিম্বা "জমীদার" বলিলে মহালের অধিকারীকে বুঝাইবে, তা ষোল আনা রকমের অধিকারীই হউন, কি তাহা অপেক্ষা কমই হউন যাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, তিনি মালিক, আর যিনি সেবাইৎ, কি ম্যানেজার কি ট্রষ্টী সূত্রে অধিকারী; তাঁহাকেও "মালিক" "ভূস্বামী" বা "জমীদার" বলা যায়।]

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাঁহাকে ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজনা দিতে দায়ী থাকে, কিম্বা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দিতে দায়ী থাকিত, "প্রজা" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

[খাজনা দিয়া কি খাজনার বদলে অন্য কোনও চুক্তি করিয়া যে ব্যক্তি জমী করে, তাহাকে "প্রজা" বলে।]

(৪) যে ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, "ভূম্যধিকারী" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টকেও ধরা যাইবে।

[সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহার অধীনে ভূমি রাখা যায়, সেই ব্যক্তিই "ভূম্যধিকারী"। যেমন, পত্তনিদারের "ভূম্যধিকারী" জমীদার; সেই পত্তনি তালুকের যাহারা প্রজা, আসল জমীদার তাহাদের "ভূম্যধিকারী" নহেন। তেমনি কোরফা প্রজার ভূম্যধিকারী "সা প্রজা"। এইরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধটা থাকা চাই, তবেই ভূম্যধিকারী বলা যায়। যেখানে গবর্ণমেণ্ট বা সরকার বাহাদুরের সঙ্গে ঐরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, সে স্থলে তিনিও "ভূম্যধিকারী।"]

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা দখল নিমিত্ত আপন ভূম্যাধিকারীকে নগদ টাকা বা শস্যযোগে প্রজার যাহা কিছু আইনমতে দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, "খাজনা" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

কোন টাকা প্রচলিত কোন আইনক্রমে খাজনার ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিলে, এই আইনের ৫৩ অবধি ৬৮ পর্য্যন্ত ধারায়, ৭২ অবধি ৭৫ পর্য্যন্ত ধারায়, ১২ অধ্যায়ে ও তৃতীয় তফসীলে "খাজনা" শব্দে ঐ টাকাও বুঝাইবে।

[এই আইনের ৫৩ অবধি ৬৮ ধারা পর্য্যন্ত খাজনা আদায়, খাজনার দাখিলা ও হিসাব, খাজনা আমানৎ এবং বাকী খাজনা সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম আছে; এবং এই আইনের ৭২ ধারা হইতে ৭৫ ধারা পর্য্যন্ত ভূম্যধিকারী বদল প্রভৃতি হইলে খাজনার দায়িত্ব ও বে-আইনী আবোয়াব সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম আছে; এই আইনের ১২ অধ্যায়ে ফসল আটক সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম আছে; এবং এই আইনের ৩ তফশীলে তামাদী সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম আছে—সেই সমস্ত নিয়ম, পথকর প্রভৃতি যে যে বিষয়ের টাকা খাজনার মত আদায় করা যায়, তাহার প্রতিও খাটিবে। অর্থাৎ পথকর প্রভৃতির টাকাও খাজানার তুল্য গণ্য হইয়া ঐ ঐ নিয়ম খাটিবে।]

(৬) খাজনা সম্বন্ধে "দেওয়া," "দিতে" ও "দেওন" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, "অর্পণ করা," "অর্পণ করিতে" ও "অর্পণ করণ" ইত্যাদি বুঝাইবে।

[যেখানে নগদান খাজনা দিতে হয়, সেই খানে "দেওয়া" বলিতে হইবে, আর যেখানে নগদের বদলে ফসল দিতে হয়, সেই খানে "অর্পণ" বলিতে হইবে।]

(৭) "মধ্যস্বত্ব" শব্দে মধ্যস্বত্বাধিকারীর বা অধীন মধ্যস্বত্বাধিকারীর স্বার্থ বুঝাইবে।

[মালিকের নীচে এবং রাইয়তের উপরে যে সকল স্বত্ব থাকে, যেমন পত্তনি, দরপত্তনি, গাঁতি, ইজারা প্রভৃতি,—সমস্তই "মধ্যস্বত্ব"। "মালিকের" অর্থ বলা হইয়াছে; "রাইয়তের" অর্থ ৫ ধারার ২ প্রকরণে বলা যাইবে।]

(৮) যে মধ্যস্বত্বের উত্তরাধিকার হইতে পারে ও অবধারিত সময়ের জন্য যাহার ভোগ হয় না, "কায়েমি মধ্যস্বত্ব" শব্দে সেই মধ্যস্বত্ব বুঝাইবে।

[বে-মেয়াদি এবং পুত্রপৌত্রাদিক্রমে দখলের যোগ্য যে মধ্যস্বত্ব, তাহাই "কায়েমী মধ্যস্বত্ব"।]

(৯) কোন রায়ত স্বতন্ত্র প্রজাস্বত্বের বিষয়ীভূত যে বা যে যে ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, "যোত" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

[রাইয়তি স্বত্বের যত জমী এক জমাভুক্ত থাকে, তাহাকে একটা "যোত" বলা যায়।]

(১০) "গ্রাম" শব্দে রাজস্বসংক্রান্ত জরীপের গ্রামের মানচিত্রে একই বাহ্যসীমার মধ্যে যে স্থান ধরা যায়, সেই স্থান বুঝাইবে, এবং ঐরূপ মানচিত্র প্রস্তুত না হইয়া থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্বার্থ-

বিশিষ্ট সকল ব্যক্তিকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তদ্রূপ নোটিস দিয়া স্থানীয় তদন্ত হইলে পর এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন কার্য্যকারক যে স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থান বুঝাইবে।

[সরবে-নক্‌সার এক এক সীমাবন্দীর ভিতর যে রকবা থাকে, "গ্রাম" বলিলে তাহারই এক একটী বুঝায়। যেখানে সরবে-নক্‌সা হয় নাই, সেখানে সরকার বাহাদুর আইন মতে যে সীমাবন্দী করিয়া দেন, তাহার অন্তর্ভুক্ত রকবাই "গ্রাম"।]

(১১) "কৃষি বৎসর" বলিলে, যেখানে বাঙ্গালা সন চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফসলী বা আমলী সন চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে কৃষিকার্য্যার্থ অন্য কোন সন চলিত থাকে, সেখানে সেই সন বুঝাইবে।

(১২) ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বলিতে তাহা বুঝাইবে।

(১৩) "উত্তরাধিকার" শব্দে অকৃতচরমপত্র ও চরমপত্রানুযায়ী অর্থাৎ উইল বিনা ও উইলমত উভয় প্রকার উত্তরাধিকারই বুঝাইবে।

[দায়ভাগের ব্যবস্থামতে যাহা পাওয়া যায়, তাহা "উত্তরাধিকার"। উইলক্রমে যাহা পাওয়া যায়, তাহাও "উত্তরাধিকার"।]

(১৪) কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না

পারাতে কোন চিহ্ন দিলে "স্বাক্ষরিত" শব্দে "ঐ চিহ্ন দেওয়া", বুঝাইবে। এই শব্দে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নামের "মোহরাঙ্কিত"ও বুঝাইবে।

(১৫) "নির্দ্দিষ্ট" শব্দে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া সময়ে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বুঝাইবে।

(১৬) "কালেক্টর সাহেব" শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এই আইনমত কালেক্টর সাহেবের কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন কার্য্যকারক বুঝাইবে।

(১৭) এই আইনের কোন বিধানে 'রাজস্ব কর্ম্মচারী" শব্দ থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিধানমত রাজস্ব কর্ম্মচারীর কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্মচারীকে নামোল্লেখে বা পদোপলক্ষে নিযুক্ত করেন, উক্ত শব্দে সেই কর্ম্মচারী বুঝাইবে।

(১৮) "রেজিষ্টরী করা" শব্দে দলিল রেজিষ্টরী করিবার যে কোন আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে, সেই আইনমতে রেজিষ্টরী করা বুঝাইবে।

---

২ অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

৪ ধারা। এই আইনের কার্য্যপক্ষে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর প্রজা থাকিবে যথা,—

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক কথা।

(১) মধ্যস্বত্বাধিকারী; অধীন মধ্যস্বত্বাধিকারীরা ইহার অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোর্ফা রায়ত, অর্থাৎ যে প্রজারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে রায়তের নিম্নে ভূমি ভোগ করে; আর নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর রায়ত যথা,—

(ক) যে রায়তেরা মোকররী হারে ভূমি ভোগ করে। যাহারা চির কালের নিমিত্ত মোকররী খাজানা কিম্বা চিরকালের নিমিত্ত মোকররী হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, এই কথায় তাহাদিগকে বুঝাইবে।

(খ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত, অর্থাৎ যে রায়তদের ভোগকৃত ভূমিতে দখলীস্বত্ব আছে।

(গ) দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত, অর্থাৎ যে রায়তদের ঐরূপ দখলীস্বত্ব নাই।

["প্রজা" তিন রকমের হয়। এক রকমকে বলে "মধ্যস্বত্বাধিকারী"। মধ্যস্বত্বাধিকারীর পেটাও যে সকল "অধীন মধ্যস্বত্বাধিকারী" তাহারাও "মধ্যস্বত্বাধিকারী" বলিয়া গণ্য। দ্বিতীয় রকমকে বলে "রাইয়ৎ"। আর, তৃতীয় রকমকে বলে, "কোরফাদার" বা "পেটাও রাইয়ৎ।" যাহারা রাইয়তের অধীনে ভোগ করে, তাহারা কোরফাদার, আর কোরফাদারের অধীনে ভোগ করিলেও কোরফাদার বলে।

রাইয়ৎ আবার তিন রকম। এক রকমকে বলে, "মোকররী রাইয়ৎ," অর্থাৎ যাহার খাজানার কমি বেশী হইতে পারে না, কিম্বা যাহার খাজনার ক... বেশী হইলেও জমির হার নিরিকের কমি বেশি হইতে পারে না। দ্বিতীয় রকম—যে রাইয়তের "দখলি স্বত্ব' আছে। আর তৃতীয় রকম—যে রাইয়তের "দখলী স্বত্ব" নাই। দখলীস্বত্ব কি, এবং দখলী স্বত্বের ফলাফলই বা কি, তাহা এই আইনের ৫ অধ্যায়ে লেখা আছে। দখলীস্বত্ব না থাকিলে যে ফলাফল হয়, তাহা ৬ অধ্যায়ে লেখা আছে।]

"মধ্যস্বত্বাধিকারী" ও "রায়ত" শব্দের অর্থ।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার বা প্রজা বসাইয়া ভূমি আবাদ করাইবার উদ্দেশে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ভূস্বামীর স্থানে বা অন্য কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীর স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছেন, "মধ্যস্বত্বাধিকারী" বলিতে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে এবং যাঁহারা ঐরূপ স্বত্ব পাইয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা, বা বেতনভোগী চাকর দ্বারা কিম্বা অংশীদের সাহায্যে ভূমির চাষ করিবার নিমিত্ত ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, "রায়ত" শব্দে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যে ব্যক্তিরা ঐরূপ স্বত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীরাও ঐ শব্দে বাচ্য হইবেন।

ব্যাখ্যা।—যদি ভূমির কোন প্রজার উহা আবাদ করাইবার স্বত্ব থাকে, তবে তিনি উৎপন্ন সংগ্রহ করিবার বা গবাদি চরাইবার নিমিত্ত উহার ব্যবহার

করিলেও চাষ করিবার নিমিত্ত উহা ভোগ করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন ভূস্বামীর বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ না করিলে, তাহাকে রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোন প্রজা মধ্যস্বত্বাধিকারী কি রায়ত, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দেশাচারের প্রতি; এবং

(খ) যে অভিপ্রায়ে প্রজাস্বত্ব প্রথমে গৃহীত হইয়াছিল, তৎপ্রতি।

(৫) কোন প্রজার ভোগকৃত ভূমি নিয়মিত মাপের ১০০ বিঘার অধিক হইলে, যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না দেওয়া যায়, তাবৎ ঐ প্রজা মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া অনুমান হইবে।

[যে ব্যক্তি চাষী প্রজা, তাহাকে "রাইয়ৎ" বলে। কিন্তু চাষী হইলেও "কোরফাদারকে" রাইয়ৎ বলা যায় না। যে ব্যক্তি প্রজা বিলির দ্বারা ভোগ করিবার জন্য জমী লয়, তাহাকে "মধ্যস্বত্বাধিকারী" বলে।

কোন এক জন প্রজা "মধ্যস্বত্বাধিকারী' না "রাইয়ৎ,' এই কথা লইয়া যদি বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আদালত দেখিবেন যে, যে স্থানে এই বিরোধ ঘটে, সেখানকার দেশাচার মতে সে প্রজাকে কি বলিয়া থাকে। এবং মূলে যখন সেই স্বত্ব সৃষ্টি হয়, তখন চাষ করিবার মতলবে, না কি প্রজা বিলি ক মতলবে সেই জমার পত্তন হইয়াছিল, তাহাও আদালত দেখিবে

ফলে, প্রজার দখলি ভূমি মাপে ১০০ বিঘা অপেক্ষা হইলে, সে প্রজাকে "মধ্যস্বত্বাধিকারী' বলিয়াই ধরি'

হইবে।) এরূপ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বলিবে যে, না এ প্রজা "মধ্যস্বত্বাধি-কারী" নহে, এ ব্যক্তি "রাইয়ৎ," সে কথা প্রমাণ করিবার ভার তাহারই উপর পড়িবে।]

---

৩ অধ্যায়।

মধ্যস্বত্বাধিকারীদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে মধ্যস্বত্ব ভোগ হইয়া আসিতেছে, কোন কোন স্থলে মাত্র তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার কথা।

৬ ধারা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে মধ্যস্বত্ব ভোগ হইয়া আসিতেছে, নিম্নলিখিতরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ঐ তালুক ভোগ করা যায়, তিনি দেশাচারক্রমে, কিম্বা যে যে নিয়মের অধীনে ঐ মধ্যস্বত্ব ভোগ হয়, তদনুসারে তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিতে স্বত্ববান, অথবা

(খ) ঐ মধ্যস্বত্বাধিকারী মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ হ্রাস হওয়া ভিন্ন অন্য কারণে আপনার খাজানা কমাইয়া লইয়া দাবীকৃত বর্দ্ধিত খাজানা দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং ভূমি হইতে ঐ খাজানা তোলা যাইতে পারে।

[চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমল হইতে যে সকল "মধ্যস্বত্ব' আছে, তাহার জমা বৃদ্ধি হইবে না। তবে, দেশাচারমতে যদি বৃদ্ধি করা চলে, তাহা হইলে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। আর, বৃদ্ধির শর্ত্তে যদি চুক্তি থাকে, তাহা হইলেও বৃদ্ধি হইতে পারিবে। রকবা কমে

নাই, অথচ জমা জলন বলিয়া কিম্বা অচল বলিয়া কিম্বা এইরূপ কোন কারণে "মধ্যস্বত্বাধিকারী" যদি কখন কমি লইয়া থাকে, এবং এক্ষণ বৃদ্ধি করিলে জমায় তাহা সহ্য হইতে পারে. এমন দেখা যায়, তাহা হইলেও জমা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।)

মধ্যস্বত্বের খাজনা বৃদ্ধির সীমার কথা।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সেই স্থলে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া [অর্থাৎ উভয় পক্ষে যে চুক্তি থাকে তাহার অন্যথা না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া] ঐ খাজানা নিকটস্থ তদ্রূপ মধ্যস্বত্ব যাঁহারা ভোগ করেন, তাঁহারা দেশাচারানুগত যে হারে খাজানা দেন, সেই হার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(২) যে স্থলে তদ্রূপ দেশাচারানুগত হার নাই, সেই স্থলে উক্তরূপ চুক্তি মানিয়া, আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য জ্ঞান করেন, সেই সীমা পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(৩) যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, ইহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত মধ্য স্বত্বাধিকারীর মোট যত খাজানা পাওনা হয়, তাহা হইতে খাজানা আদায় করিবার খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাকে তাহার শতকরা দশ ভাগের কম লভ্য দিবেন না, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(ক) যে অবস্থায় মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি হয়; যথা, মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত ভূমি কিম্বা তাহার অধিকাংশ মধ্য-

স্বত্বাধিকারীর কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীদের দ্বারা বা খরচে প্রথম আবাদ করা হইয়াছিল কি না ; মধ্যস্বত্ব সৃষ্টির সময়ে কোন সেলামী বা পণ দেওয়া হইয়াছিল কি না ; এবং জমি হাসিল করাইবার নিমিত্ত বিশেষরূপ অল্প খাজানায় প্রথমতঃ মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করা হইয়াছিল কি না ; ও

(খ) মধ্যস্বত্বাধিকারী বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন কি না।

(৪) উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারী আপন মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপনি দখল করিলে, অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ খাজানাযুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ সামান্য খাজানায় দিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিসাব করিয়া পূর্ব্বোক্ত মোট খাজানার মধ্যে ধরিতে হইবে।

খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৮ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে, একেবারে খাজানা বৃদ্ধি করিলে কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, খাজানা বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে করা যাইবে, অর্থাৎ যে খাজানা বৃদ্ধির অনুমতি হয়, যাবৎ তাহার ঊর্দ্ধ সীমায় উপস্থিত হওয়া না যায়, পাঁচ বৎসরের অনধিক কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমে ক্রমে বৎসর বৎসর খাজানা বৃদ্ধি হইবে।

৯ ধারা। কোন মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাজানা আদালত দ্বারা কিম্বা চুক্তি ক্রমে বৃদ্ধি করা গেলে, যে তারিখে ঐরূপ বৃদ্ধি করা যায়, আদালত সেই তারিখের পর পনেরো বৎসর মধ্যে ঐ খাজানা আর বৃদ্ধি করিবেন না।

খাজনা একবার বর্দ্ধিত হইলে পনের বৎসর পরিবর্ত্তিত হইতে না পারিবার কথা।

মধ্যস্বত্বের অন্যান্য অনুষঙ্গের কথা।

১০ ধারা। কোন কায়েমি মধ্যস্বত্বাধিকারী ও তদীয় ভূম্যধিকারী এই উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি থাকে, তাহার শর্ত্তক্রমে যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইরূপ হেতু ভিন্ন উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীকে ভূম্যধিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।

কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারীকে উচ্ছেদ করিতে না পারিবার কথা।

কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পর চুক্তি করা গেলে, উক্ত নিয়ম এই আইনের বিধানের সহিত সঙ্গত হওয়া চাই।

১১ ধারা। প্রত্যেক কায়েমি মধ্যস্বত্ব এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল বা চরমপত্র ক্রমে দান করা যাইতে পারে, সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল বা চরমপত্রক্রমে দান করা যাইতে পারিবে।

কায়েমি মধ্যস্বত্বের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারের কথা।

১২ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা, কিম্বা পত্তনী বা অন্য মধ্যস্বত্ব সংক্রান্ত আইনমত সরাসরী নীলামদ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, বিক্রয় দান বা বন্ধকক্রমে কোন কায়েমি মধ্যস্বত্বের হস্তান্তর করিতে হইলে, তাহা কেবল রেজিষ্টরী করা নিদর্শন পত্র দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

ইচ্ছাপূর্ব্বক কায়েমি মধ্যস্বত্ব হস্তান্তর করিবার কথা।

[রেজিষ্টরী দলীল ভিন্ন "কায়েমি মধ্যস্বত্ব" অর্থাৎ পত্তনি প্রভৃতি বিক্রয়, দান, বা বন্ধক দেওয়া চলিবে না।]

(২) দলীল রেজিষ্টরী করিবার যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, সেই আইনমতে যে কোন ফী দিতে হয়, তদতিরিক্ত রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষকে নির্দ্দিষ্ট টাকা পরিমিত পরওয়ানার ফী ও অতঃপর ভূম্যধিকারীর ফী বলিয়া অভিহিত নিম্নলিখিত ফী দেওয়া না গেলে, যে নিদর্শনপত্র দ্বারা বিক্রয়, দান বা বন্ধকক্রমে কায়েমি মধ্যস্বত্ব হস্তান্তর করা যায় বা করিবার অভিপ্রায় থাকে, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ সেই নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবেন না।

[ঐ রূপ দলীল রেজিষ্টরী করিবার সময় দলীল রেজিষ্টরীর ফী ছাড়া ভূম্যধিকারীর উপর পরওয়ানা জারি করিবার জন্য যে তলবানা সরকার হইতে ধার্য্য হইবে, তাহা এবং ভূম্যধিকারীর শেরেস্তায় নাম খারিজ দাখিলের জন্য ভূম্যধিকারীর ফীও সেই সঙ্গে রেজিষ্টরী আফিসে দাখিল করিতে হইবে, নহিলে দলীল রেজিষ্টরী হইবে না। ভূম্যধিকারীর ফী যে পরিমাণে দাখিল করিতে হইবে, তাহা নিম্নে (ক) ও (খ) প্রকরণে লেখা আছে।]

(ক) উক্ত মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে,

উক্ত মধ্যস্বত্বের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা ফী দিতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ ফী এক টাকার কম কিম্বা একশত টাকার অধিক হইবে না।*

(খ) উক্ত মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে দুই টাকা ফী দিতে হইবে।

[যে মধ্যস্বত্বের খাজানা ধার্য্য নাই, অর্থাৎ চাকরাণ কি ঐ রূপ কোন স্বত্ব দেওয়া আছে, তাহার হস্তান্তর কালে ভূম্যধিকারীর ফী মোক্তা দুই টাকা দিতে হইবে]

(৩) ঐরূপ কোন নিদর্শনপত্রের রেজিষ্টরী করণ সম্পন্ন হইলে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ কালেক্টর সাহেবের নিকট ভূম্যধিকারীর ফী ও নির্দ্দিষ্ট পাঠে হস্তান্তর ও রেজিষ্টরী করণের নোটিস পাঠাইবেন; এবং কালেক্টর সাহেব নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীকে ঐ ফী দেওয়াইবেন ও তাঁহার উপর ঐ নোটিস জারী করাইবেন।

খাজনার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কায়েমি মধ্যস্বত্বের হস্তান্তর হইবার কথা।

১৩ ধারা। (১) কোন কায়েমি মধ্যস্বত্ব উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রী ভিন্ন অন্য ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১২ ধারামতে নীলাম দৃঢ় [অর্থাৎ সিদ্ধ] করিবার পূর্ব্বে ক্রেতার প্রতি এই আদেশ করিবেন যে, তিনি পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট ভূম্যধিকারীর ফী, এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারি করণার্থ আর যে ফী নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম মূঢ় করা গেলে আদালত কালেক্টর সাহেবের নিকট ভূম্যধিকারীর ফী ও নির্দ্দিষ্ট পাঠে নীলামের নোটিস পাঠাইবেন; এবং কালেক্টর সাহেব নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীকে ঐ ফী দেওয়াইবেন ও তাঁহার উপর ঐ নোটিস জারী করাইবেন।

খাজানার ডিক্রিজারী ক্রমে নীলামদ্বারা কায়েমি মধ্যস্বত্বের হস্তান্তর হইবার কথা।

১৪ ধারা। কোন কায়েমি মধ্যস্বত্ব উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, আদালত কালেক্টর সাহেবের নিকট নির্দ্দিষ্ট পাঠে নীলামের নোটিস পাঠাইবেন।

কায়েমি মধ্যস্বত্বের উত্তরাধিকারের কথা।

১৫ ধারা। কায়েমি মধ্যস্বত্বের উত্তরাধিকার ঘটিলে, উত্তরাধিকারী ব্যক্তি উত্তরাধিকারের নোটিস নির্দ্দিষ্ট পাঠে কালেক্টর সাহেবকে দিবেন এবং কালেক্টর সাহেবের নিকট ভূম্যধিকারীর উপর নোটিস জারী করাইবার নির্দ্দিষ্ট ফী ও ১২ ধারার নির্দ্দিষ্ট ভূম্যধিকারীর ফী দিবেন; আর কালেক্টর সাহেব নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীকে ভূম্যধিকারীর ফী দেওয়াইবেন ও তাঁহার উপর নোটিস জারী করাইবেন।

উত্তরাধিকারের নোটিস না দেওয়া গেলে খাজানা আদায় করিতে না পারিবার কথা।

১৬ ধারা। যাবৎ কালেক্টর সাহেব পূর্ব্বধারার উল্লিখিত নোটিস ও ফী না পান, তাবৎ যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারক্রমে কোন কায়েমি মধ্যস্বত্বের স্বত্ববান্ হন্, তিনি মধ্যস্বত্বের অধিকারী স্বরূপ

তাঁহার যে খাজনা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সেই খাজনা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৭ ধারা। ৮৮ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে পূর্ব্ব-বর্ত্তী কএক ধারা কোন কায়েমি মধ্যস্বত্বের কোন অংশের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে খাটিবে।

কায়েমি মধ্যস্বত্বের অংশের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারের কথা।

[মধ্যস্বত্বের ষোল আনা হস্তান্তর করিতে হইলে অথবা মধ্য স্বত্বের ষোল আনা উত্তরাধিকারসূত্রে কোন ব্যক্তির হস্তগত হইলে ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬ ধারার বিধান যেমন খাটিবে, ষোল আনা অপেক্ষা কম কোন অংশের হস্তান্তর সম্বন্ধেও ঐ সকল ধারার বিধান তেমনই খাটিবে। কিন্তু ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতি যেখানে নাই, সেখানে আংশিক হস্তান্তর গ্রাহ্য হইবে না, ইহাই ৮৮ ধারার বিধান।]

---

৪ অধ্যায়।

মোকররী হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১৮ ধারা। চিরকালের নিমিত্ত মোকররী খাজানা বা মোকররী হারে খাজানা দিয়া যে রায়ত ভূমি ভোগ করে

মোকররী হারে ভূমি ভোগ করিবার অনুষঙ্গের কথা।

(ক) কোন কায়েমি মধ্যস্বত্বাধিকারীর যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হয়, তাহারও আপন যোতে হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত্তক্রমে এই আইনসঙ্গত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, সে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, এই হেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবেন না।

[এই আইনের ৩ অধ্যায়ে মধ্যস্বত্ব হস্তান্তর, কি উত্তরাধিকার, কি উচ্ছেদ সম্বন্ধে যে সকল বিধান করা হইয়াছে, মোকররী রাইয়তের যোত হস্তান্তর, উত্তরাধিকার এবং উচ্ছেদ সম্বন্ধেও সেই সমস্ত বিধান খাটিবে।]

---

৫ অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

সাধারণ।

বর্ত্তমান দখলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা।

১৯ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে আইনের বলে কিম্বা দেশাচারক্রমে কিম্বা প্রকারান্তরে কোন ভূমিতে যে রায়তের দখলীস্বত্ব থাকে, এই আইন প্রচলিত হইলে সেই রায়তের উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব থাকিবে।

[এই আইন জারির সময়ে যে সকল রাইয়তের দখলী স্বত্ব ছিল, এ আইনমতেও তাহাদের দখলীস্বত্ব হইল।]

"স্থিতিবান্ রায়ত" শব্দের অর্থ।

২০ ধারা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের সম্পূর্ণ বা অধিকাংশরূপে পূর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের

অন্তর্গত জমী রায়তস্বরূপ পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের স্থিতিবান্ রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ঐ গ্রামে ক্রমাগত ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কোন জমী দুই বা ততোধিক অংশীদার রায়তী যোতস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে যতকাল রায়তস্বরূপ জমী ভোগ করে, তত কাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের স্থিতিবান্ রায়ত থাকিবে।

[পাট্টা করিয়াই হউক আর বিনা পাট্টাতেই হউক, যদি কোন ব্যক্তি কিম্বা তাহার ওয়ারিশ রাইয়তি স্বত্বে কোন এক গ্রামে বার বৎসর জমী দখল করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি এবং তাহার উত্তরাধিকারীকে "স্থিতিবান রাইয়ৎ" বলা যাইবে। এক বৎসর এক খণ্ড জমী, অন্য বৎসর অন্য এক খণ্ড জমী, এইরূপ ফেরফার করিয়া বার বৎসর দখল হইলেও ঐ ফল। স্থিতিবান রাইয়তের যত সরিক থাকে, সেই প্রত্যেক সরিকও স্থিতিবান রাইয়ৎ বলিয়া

গণ্য। ক্রমাগত দখল যত কাল থাকিবে, তত কাল পর্য্যন্ত এবং অতি-রিক্ত আরও এক বৎসর পর্য্যন্ত স্থিতিবান্ রাইয়ৎ বলিয়া গণ্য হইবে।]

(৬) যদি কোন রায়ত ৮৭ ধারামতে পুনরায় ভূমি দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও স্থিতিবান্ রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৭) যদি এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে [অর্থাৎ আদালত ঘটিত কার্য্যে] ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে, কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে সকল ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে, সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ ক্রমাগত বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে।

[কোন ব্যক্তি রাইয়তি স্বত্বে দখলীকার আছে—ইহা যদি আদালতে সাব্যস্থ হয়, তাহা হইলে ক্রমাগত বার বৎসর কাল সে ব্যক্তি দখলীকার আছে, ইহা ধরিয়া লইতে হইবে। তবে সেই রাইয়ৎ যদি স্বীকার করে যে, আমার বার বৎসর দখল নাই, কিম্বা প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্থ হয় যে, তাহার বার বৎসর দখল হয় নাই, তাহা হইলে ঐ অনুমান ধ্বংস হইবে, নচেৎ নহে।]

স্থিতিবান্ রায়তদের দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার কথা।

২১ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি পূর্ব্ব ধারার অর্থমত কোন গ্রামের স্থিতিবান্ রায়ত হয়, সেই ব্যক্তি উক্ত গ্রামে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি পূর্ব্ব ধারার অর্থমত কোন গ্রামের স্থিতিবান্ রায়ত হইয়া ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের অন্তর্গত কোন জমী রায়ত-স্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে কোন আদালত যে কোন ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন, এই প্রকরণের কোন কথায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

ভূম্যধিকারী দখলী-স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তা-হার ফলের কথা।

২২ ধারা। (১) দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত কোন যোতের নিজ ভূম্যধিকারী, ভূস্বামী বা কায়েমি মধ্যস্বত্বাধিকারী হইলে, এবং যোতে ভূম্যধিকারীর ও রায়তের যে সমুদয় স্বার্থ থাকে, তাহা হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার-ক্রমে বা প্রকারান্তরে একই ব্যক্তিতে মিলিত হইলে, দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবেক; কিন্তু এই প্রকরণের কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

[মালিক কিম্বা কায়েমি মধ্য-স্বত্বাধিকারীর খাশ আমলে সেই মালিক কিম্বা কায়েমি মধ্য-স্বত্বাধিকারী যদি ওয়ারিশ সূত্রে কি হস্তান্তরের দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে দখলী স্বত্বের কোন যোত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সে যোতের দখলী স্বত্ব লোপ হইবে। অর্থাৎ খাশ পতিতের তুল্য হইবে। অন্য কোন ব্যক্তির সে যোতে যদি কিছু স্বত্ব থাকে, তাহা হইলে সে স্বত্বের বিঘ্ন অবশ্যই হইবে না।]

(২) ভূমিতে যে কোন ব্যক্তির ভূস্বামী বা মধ্য-স্বত্বাধিকারীস্বরূপ এজমালী স্বার্থ থাকে তাঁহাকে উক্ত ভূমির দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেলে, উক্ত দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে; কিন্তু এই প্রকরণের কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির সত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

[হস্তান্তরসূত্রে সরিক জমীদার বা সরিক-তালুকদারের হস্তগত হইলেও যোতের দখলীস্বত্ব লোপ হইবে। বোধ হয় যে ওয়ারিশ-সূত্রে কি অন্য প্রকারে হস্তগত হইলে সরিক জমীদারের দখলীস্বত্ব থাকিবে।]

(৩) কোন ব্যক্তি খাজানার ইজারদারস্বরূপ কোন ভূমি ভোগ করিলে, ঐরূপ ভোগ করিবার কালে আপন ইজারার অন্তর্গত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে না।

ব্যাখ্যা।—ভূমিতে কোন ব্যক্তির দখলীস্বত্ব থাকিলে পরে ঐ ভূমিতে ভূস্বামী বা কায়েমি মধ্য-স্বত্বাধিকারী স্বরূপ তাঁহার এজমালী স্বত্ব জন্মিলে, কিম্বা পরে তিনি ঐ ভূমি ইজারা লইয়া ভোগ করিলে, তাঁহার ঐ দখলী স্বত্ব বিলুপ্ত হয় না।

দখলীস্বত্বের অনুষঙ্গের কথা।

২৩ ধারা। কোন ভূমি সম্বন্ধে কোন রায়তের দখলী-স্বত্ব থাকিলে; যাহাতে বিশেষ-রূপে ভূমির মূল্যের হানি না হয়, কিম্বা যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী না হয়, এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন; কিন্তু দেশাচারের বিরুদ্ধে বৃক্ষ কাটিতে পারিবেন না।

ভূমির ব্যবহার সম্বন্ধে রায়তদের স্বত্বের কথা।

[দখলী স্বত্বের রাইয়ৎ জমীতে এমন কিছু করিতে পারে না, যাহাতে জমীর দর কি কদর কমিয়া যায়। চাষের জমীকে চাষের জমী, পুষ্করিণীকে পুষ্করিণী, এইরূপ যে ভূমি যে কার্য্যের উপযোগী; সেই কাজের উপযোগী রাখিয়াই দখল করিতে হইবে। যে অভিপ্রায়ে ভূমি বিলি হইয়াছে, সে অভিপ্রায় যাহাতে ব্যর্থ হয়, রাইয়ৎ এমন কোন কাজ করিতে পারিবে না।]

২৪ ধারা। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়ত আপনার যোতের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য হারে খাজানা দিবেন।

রায়তের খাজনা দিবার দায়ের কথা।

২৫ ধারা। (ক) যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী হয়, এরূপে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপন যোতের অন্তর্গত ভূমি ব্যবহার করিয়াছেন,

বিশেষ হেতু বিনা উচ্ছেদ না হইতে পারিবার কথা।

অথবা (খ) তিনি এই আইনের বিধানুসঙ্গতরূপ এরূপ এক নিয়মভঙ্গ করিয়াছেন, যাহা ভঙ্গ হইলে, তদীয় ভূম্যধিকারীর সহিত তাঁহার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত্তানুসারে তাঁহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে;

এই হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার যে ডিক্রী হয়, সেই ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে সেই রায়তের যোত হইতে তাঁহার ভূম্যধিকারী তাঁহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

[দখলীস্বত্বের রাইয়ৎ আপন যোতের অন্তর্গত কোন ভূমি যোত বিলির অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কোন রকমে ব্যবহার করিয়া যদি অনুপযোগী করিয়া দেয়, তাহা হইলে সে রাইয়ৎকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে। অথবা আইনসঙ্গত কোন একটা চুক্তি ভঙ্গ করিলে উচ্ছেদ হইবে, এইরূপ শর্ত্ত যদি থাকে, আর রাইয়ৎ সেই চুক্তি ভঙ্গ

করে, তাহা হইলেও উচ্ছেদ হইতে পারে। কিন্তু ঐ হেতু দর্শাইয়া ডিক্রী হাশীল করিয়া সেই ডিক্রীজারিতে তাহাকে উচ্ছেদ করিতে হইবে। বিনা ডিক্রীজারিতে উচ্ছেদ হইবে না। যে প্রণালীতে উচ্ছেদ করিতে হইবে, তাহা ১৫৫ ধারায় আছে।]

মৃত্যু হইলে দখলীস্বত্ব বর্ত্তিবার কথা।

২৬ ধারা। কোন রায়ত তাঁহার দখলীস্বত্ব সম্বন্ধে উইল না করিয়া মরিলে, বিপরীত ভাবে দেশাচারের নিয়মাধীনে অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় উহার উত্তরাধিকার ঘটিবে; কিন্তু তিনি যে দায়ভাগ ব্যবস্থার অধীন সেই ব্যবস্থামতে যে কোন স্থলে তাঁহার অন্য সম্পত্তি রাজার প্রতি বর্ত্তে, সেই স্থলে তাঁহার দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

[দায়ভাগের নিয়মমতে যে ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, রাইয়তের দখলীস্বত্বেরও উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তি হইবে। তবে উইল ক্রমে কি দেশাচারমতে যদি সেই দখলী-স্বত্ব অন্য ব্যক্তির প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে সেই অন্য ব্যক্তিই পাইবে। ফলে না-ওয়ারিশ রাইয়তের দখলীস্বত্ব লোপ হইবে। অন্য সম্পত্তি যেমন সরকার বাহাদুরে যায়, তেমন করিয়া দখলীস্বত্ব যাইবে না অর্থাৎ ভূম্যধিকারীর খাশ হইবে।]

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা।

২৭ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলী-স্বত্ব বিশিষ্ট কোন রায়তের যৎকালে যে খাজানা দিতে হয়, তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান হইবে।

[রাইয়তের চলিত খাজানাই যোতের উপযুক্ত এবং ন্যায্য খাজানা

বলিয়া ধরা যাইবে। যিনি বলিবেন, এ খাজানা অনুপযুক্ত কিম্বা অন্যায্য তাঁহারই উপর প্রমাণের ভার পড়িবে।]

২৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত নগদানু খাজানা দিলে, তাহার খাজানা এই আইনের বিধানমতে না হইলে, প্রকারান্তরে বৃদ্ধি করা যাইবে না।

নগদানু খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে নিয়মের কথা।

[দুই রকমে খাজানা দিবার নিয়ম আছে,—কোথাও টাকা কোথাও বা ফসল। যেমন, পাঁচ বিঘা জমীর খাজানা পাঁচ টাকা, ইহাকে "নগদানু খাজানা" বলে। আর যেমন পাঁচ বিঘা জমীর খাজানা দশ মণ ধান, ইহাকে "ভাওলা খাজানা" বলে। যে দখলীস্বত্বের রাইয়ৎ নগদানু-খাজানা দেয়, তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে, এই আইনমতেই করিতে হইবে। আইনের বিপরীত কোন প্রকারে খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।]

২৯ ধারা। কোন দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তের যে নগদানু খাজানা দিতে হয়, তাহা চুক্তি-ক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে ;—

চুক্তিক্রমে বৃদ্ধি করিবার কথা।

(ক) চুক্তিপত্র লিখিয়া রেজিষ্টরী করিতে হইবে।

(খ) খাজানা এরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে না [অর্থাৎ বৃদ্ধি হইতে পারিবে না] যে, তাহা রায়তের পূর্ব্ব দেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অধিক হয়।

(গ) চুক্তিপত্রে যে খাজানা ধার্য্য হয়, তাহা চুক্তি-পত্রের তারিখ অবধি পনের বৎসর কালের মধ্যে বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না।

কিন্তু

(১) যে কালের নিমিত্ত খাজানার দাওয়া হয়,

সেই কালের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রমাগত অন্যূন তিন বৎসর কাল যে হারে প্রকৃতপক্ষে খাজানা দেওয়া গিয়া থাকে [অর্থাৎ আদায় হইয়া আসিয়াছে], (ক) প্রকরণের কোন কথায় সেই হারে খাজানা আদায় করিতে ভূম্যধিকারীর কোন বাধা হইবে না।

[এই ধারার (ক) প্রকরণে নিয়ম হইয়াছে যে, রেজিষ্টরী দলীল ভিন্ন দখলীস্বত্ব রাইয়তের খাজানা বৃদ্ধি হইবে না, কিন্তু ক্রমাগত তিন বৎসর কি বেশী, যদি বৃদ্ধি-করা খাজানা প্রকৃত পক্ষে আদায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর দলীলের ওজর থাকিবে না, বিনা দলীলেই সেই বেশী খাজানার নালিশ এবং ডিক্রী হইতে পারিবে।]

(২) ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক বা তাঁহার খরচে যোত সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করা গিয়াছে বা যাইবে, ও যাহার উপকার পাইতে রায়তের প্রকারান্তরে অধিকার নাই, সেই উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে রায়ত যে চুক্তিক্রমে বর্দ্ধিত খাজানা দিতে আপনাকে আবদ্ধ করে, (খ) প্রকরণের কোন কথা সেই চুক্তিসম্বন্ধে খাটিবে না; কিন্তু ঐ উৎকর্ষসাধন করা গেলেই এবং উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে রায়তের ত্রুটি ধরা যাইতে না পারিলে, যতকাল ঐ সাধিত উৎকর্ষ থাকে ও যোত সম্বন্ধে বস্তুতঃ অনুমানমত ফল উৎপন্ন করে, কেবল ততকালই উক্ত চুক্তিক্রমেই অবধারিত বর্দ্ধিত খাজানা দেয় হইবে।

[এই আইনের ৭৬ ধারা হইতে ৮৩ ধারা পর্য্যন্ত যোতের উৎকর্ষ অর্থাৎ উন্নতি করার সম্বন্ধে কতকগুলি বিধান আছে। ভূম্যধিকারী সেই বিধান মতে উৎকর্ষ সাধন করিয়া দেওয়াতে কিম্বা উৎকর্ষ সাধন করিয়া দিবার অঙ্গীকার করাতে প্রজা যদি খাজানা বৃদ্ধি দিবার চুক্তি করে, তাহা হইলে সে চুক্তির প্রতি এই ধারার (খ) প্রকরণ খাটিবে

না, অর্থাৎ টাকায় দুই আনা অপেক্ষা বেশি খাজানা দিবার চুক্তিও হইতে পারিবে। স্থলে সেই উৎকর্ষ এমন ভাবের উৎকর্ষ হওয়া চাই যে, ভূম্যধিকারী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রজাকে তাহার ফলভোগ করিতে না দিলে, প্রজা সে ফল লাভের দাবি করিতে না পারে। কিন্তু সেই উৎকর্ষ সাধন যদি ভূম্যধিকারী করিয়া দেন্ তবেই সেই বেশি খাজানা আদায় হইতে পারিবে। আর, প্রজার বিনা ক্রটীতে সেই উৎকর্ষ এবং উৎকর্ষের ফল লাভ বন্ধ হইলেই, সেই বেশি খাজানাও বন্ধ হইয়া আবার সেই সাবেক খাজানায় দাঁড়াইবে।]

(৩) ভূম্যধিকারীর সুবিধা নিমিত্ত বিশেষ কোন ফসলের চাষ করে বলিয়া বিশেষ কম খাজানার হারে রায়ত আপনার ভূমি ভোগ করিলে, ঐ ফসল চাষ করিবার দায় হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশে যে খাজানা ঐ রায়ত ন্যায্য ও উপযুক্ত জ্ঞান করে, (খ) প্রকরণের কোন কথায় তাহার সেই খাজানা দিবার চুক্তি করিবার বাধা হইবে না।

৩০ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত নগদান্ খাজানা দিয়া যে যোত ভোগ করে, সেই যোতের ভূম্যধিকারী এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যথা—

মোকদ্দমার দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার কথা।

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা সেই গ্রামের সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজনা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত

তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয় ও তাহার তত কম হারে ভোগ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই।

(খ) বর্ত্তমান খাজানা চলিত থাকিবার সময়ে প্রধান উৎপাদ্য খাদ্য-শস্যের স্থানীয় গড় দর বৃদ্ধি হইয়াছে।

[কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ খাদ্য-শস্য "প্রধান-উৎপাদ্য-খাদ্য-শস্য" বলিয়া ধরা যাইবে, তাহার বিধান এবং সেই খাদ্য-শস্যের [illegible]তা দরের বিধান এই আইনের ৩৯ ধারায় পাওয়া যাইবে।]

(গ) বর্ত্তমান খাজানা চলিত থাকিবার সময়ে ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি স্রোতের গতিতে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে নদী হইতে ভূমিতে জলসেচন করা অসাধ্য থাকিলে, নদীর গতি পরিবর্ত্তন দ্বারা যদি নদী হইতে জলসেচন করা সাধ্য হয়, তবে "স্রোতের গতি" শব্দে নদীর ঐ গতি পরিবর্ত্তনও বুঝাইবে।

প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিধি।

৩১ ধারা। প্রচলিত হারের কম হারে খাজানা দেওয়া হয়, এই হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে, (ক) প্রচলিত হার নিরূপণ করিবার সময়ে আদালত, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যূন তিনবৎসর কাল সাধারণতঃ যে হারে খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং

রায়ত যে হারে খাজানা দেয় ও আদালত যে প্রচলিত হার নির্ণয় করেন, এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ না থাকিলে খাজনা বৃদ্ধি করিবার ডিক্রী দিবেন না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনায় স্থানীয় তদন্ত ব্যতিরেকে খাজনার প্রচলিত হার সন্তোষজনকরূপে জানা যাইতে না পারে, তবে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩৯২ ধারামতে তদর্থে বিধি করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে রাজস্বকর্ম্মচারীকে ক্ষমতা দেন, তদ্দারা উক্ত আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত লওয়া হয়, আদালত এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৯২ ধারাতে এবং ঐ আইনের ২৫ অধ্যায়ে আমাদের দ্বারা সরেজমীন্ তদন্তের বিধান আছে।]

(গ) কোন রায়তের যে হারে খাজানা দিতে হইবে, এই ধারামতে তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে যদি ইহার প্রমাণ না হয়, যে হার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচারক্রমে জাতি বিচার করা হয়, তবে তাহার জাতি বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন প্রকারের রায়-তেরা অনুকূল হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশাচার অনুসারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

[রাইয়তের জাতি ধরিয়া যদি কোনও স্থানে খাজানার হার কম কি বেশি হইবার দেশাচার থাকা প্রমাণ হয়, তাহা হইলে জাতি বুঝিয়াই নিরিক ধার্য্য করিতে হইবে। নহিলে, নিরিক ধার্য্য করিবার

সময়ে প্রজা কোন্ জাতি, তাহা দেখিতে হইবে না। কোথাও যদি এমন দেশাচার থাকে যে, কোন প্রকার রাইয়তেরা সুলভ হারেই খাজানা দিয়া থাকে, তাহা হইলে সে দেশাচার মান্য করিয়াই নিরিক ধার্য্য করিতে হইবে।]

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিবার সময়ে ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধনহেতু যত টাকা খাজানা বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনাধীনে লইতে হইবে না।

দর বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিধি।

৩২ ধারা। দর বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানাবৃদ্ধির দাওয়া হইলে

(ক) আদালত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের গড় দর, অন্য যে দশ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও সাধ্য বোধ হয়, সেই দশ বৎসরের গড় দরের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) তুলনার নিমিত্ত পূর্ব্বের যে দশ বৎসর লওয়া হয়, সেই দশ বৎসরের গড় দরের সহিত শেষ দশ বৎসরের গড় দরের যে অনুপাত থাকে, [অর্থাৎ হার হারি হয়] সাবেক খাজনার সহিত বর্দ্ধিত খাজনার সেই অনুপাত থাকিবে। কিন্তু এই অনুপাতের হিসাব করিতে হইলে, শেষ সময়ের গড় দর যে পরিমাণে পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের গড় দর অপেক্ষা অধিক হয়, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ বাদ দিতে হইবে।

(গ) আদালতের মতে (ক) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট দশ বৎসর কাল গ্রহণকরা সাধ্য না হইলে,

আদালত আপন বিবেচনা মতে তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন অল্পতর সময় ধরিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষ সাধন হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধিবিষয়ক বিধি।

৩৩ ধারা। (১) ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া [যে স্থলে] খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া হয় [সে স্থলে]

(ক) এই আইন অনুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করা গিয়া না থাকিলে, আদালত খাজানা বৃদ্ধি দিবেন না।

[এই আইনের ৮০ ধারায় উৎকর্ষ রেজিষ্টরীর বিধান পাওয়া যাইবে।]

(খ) যে পরিমাণে খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

১। উক্ত উৎকর্ষসাধনদ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

২। উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

৩। ঐ উৎকর্ষসাধন কার্য্যে লাগাইতে হইলে [অর্থাৎ ঐ উৎকর্ষের ফল লাভ করিতে হইলে] চাষ করিতে কত খরচ পড়ে, এবং

৪। উক্ত ভূমির বর্ত্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে [অর্থাৎ কত বেশি খাজানা সহ্য হইতে পারে।]

(২) প্রজা বা তাঁহার স্বার্থগত উত্তরাধিকারী প্রার্থনা করিলে, ও উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক ফল না ফলিলে বা ফলা বন্ধ হইলে, এই ধারামত ডিক্রি পুনর্ব্বিবেচনা সাপেক্ষ থাকিবে।

৩৪ ধারা। স্রোতের গতিতে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি [হইয়াছে এই] হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,

স্রোতের গতিজনিত উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিধি।

(ক) যে বৃদ্ধি কিয়ৎ কালীন বা নৈমিত্তিক মাত্র, আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না [অর্থাৎ তেমন উৎপন্নের বৃদ্ধিকে বৃদ্ধি বলিয়া গণ্যই করিবেন না।]

(খ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারেন, কিন্তু তাহা এরূপে বৃদ্ধি করিবেন না, যাহাতে ভূমির উৎপন্নের নিট বৃদ্ধির মূল্যের অর্দ্ধেকের অধিক ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয়।

৩৫ ধারা। পূর্ব্ব কএক ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হয়, আদালত কোন মোকদ্দমায় এরূপ খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না।

মোকদ্দমাক্রমে খাজানা বৃদ্ধি উপযুক্ত ও ন্যায্য-রূপ হইবার কথা।

৩৬ ধারা। যে আদালত খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে, পূর্ণ পরিমাণে অবিলম্বে [অর্থাৎ একেবারে সঙ্গে সঙ্গে] ডিক্রী প্রবল করিলে রায়তের কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে করা যাইবে, অর্থাৎ, যতদূর

ক্রমে ক্রমে খাজানা বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

খাজানা বৃদ্ধি করিবার ডিক্রী হয়, বৎসর বৎসর ক্রমে ক্রমে খাজানা বৃদ্ধি করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসরে ততদূর বৃদ্ধি করা যাইবে।

ক্রমাগত খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।

৩৭ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এই হেতু ধরিয়া, কিম্বা, দর বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া কোন্ যোতের খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী পনের বৎসরের মধ্যে ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২রা তারিখের পর চুক্তিক্রমে ঐ যোতের খাজানা বৃদ্ধি করা গিয়া থাকে, কিম্বা যদি উক্ত পনের বৎসরের মধ্যে ৪০ ধারা মতে খাজানা নগদান্ করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিম্বা এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে পূর্ব্বোক্ত কোন হেতু বা তত্তুল্য কোন হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিবার, কিম্বা দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) এই ধারার কোন কথাক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৩ ধারার বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে না।

[দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৭৩ ধারার বিধান মতে বাদী আদালতের অনুমতিক্রমে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন।]

খাজানা কমাইবার কথা।

৩৮ ধারা। (১) নগদান্ খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত নিম্নলিখিত হেতু ধরিয়া আপনার খাজানা কমাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং যোতের জমী কম হইয়া গেলে, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের স্থল ছাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না, অর্থাৎ,

খাজানা কমাইবার কথা।

(ক) যোতের জমী রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা অন্য আকস্মিক বা ক্রমজাত বিশেষ কারণে স্থায়িরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিম্বা

(খ) বর্ত্তমান খাজানা চলিত থাকিবার সময়ে প্রধান উৎপাদ্য খাদ্য শস্যের স্থানীয় গড় দর, কিয়ৎকালীন কারণ বিনা, কমিয়া গিয়াছে।

[যে দখলীস্বত্বের রাইয়ৎ নগদান্ খাজানা দেয়, তাহার জমী মাপে কম হইলে ৫২ ধারা মতে খাজানা কমির নালিশ করিতে পারে। তা ছাড়া আরও দুই কারণে কমি পাইবার নালিশ করিতে পারে; এক কারণ, —রাইয়তের বিনাদোষে জমী যদি বালি-চাপা, কি অন্য আকস্মিক ঘটনায়, কিম্বা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট কারণে ক্রমে ক্রমে চিরকালের জন্য খারাপ হইয়া যায়। আর এক কারণ এই যে—চলিত খাজানার আমলে প্রধান-উৎপাদ্য-খাদ্য-শস্যের গড়পড়তা দর সে রাইয়তের দেশে কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু হঠাৎ কোন কারণে একবার দর কমিয়া গেলেই হইবে না; চিরকাল কম দর থাকিয়া যাইবে, এমন কারণ হওয়া চাই। এই তিন রকমে যদি খাজানা কমি হইল ত হইল, অন্য কোন প্রকারে খাজানা কমির নালিশ চলিবে না।]

(২) এই ধারামতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা

গেলে, আদালত এতদূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, ততদূর খাজানা কমাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

দরের তালিকার কথা।

প্রধান উৎপাদ্য খাদ্য শস্যের দরের তালিকার কথা।

৩৯ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে যে স্থান নির্দ্দেশ করেন, সেই সেই স্থানে যে যে প্রধান খাদ্য শস্য জন্মে, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব মাসে মাসে বা অল্পতর সময়ান্তরে সেই সেই শস্যের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত তাহা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ পাইলে, ঐ গবর্ণমেণ্ট, অতীত যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল সম্বন্ধে কোন স্থানের ঐরূপ দরের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং ঐরূপে যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোন দরের তালিকা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার এক মাস পূর্ব্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত এক মাসের মধ্যে ঐ তালিকার বিরুদ্ধে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া কোন আপত্তি দিলে, তিনি তাহা ঐ তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৪) উক্ত দরের তালিকা রেবিনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ; এবং ঐ তালিকা প্রকাশ করিবার পর তাহাতে কোন স্পষ্ট ভুল দেখা গেলে, কালেক্টর সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে নিয়মিত কালান্তরে [অর্থাৎ সময়ে সময়ে] যে সকল তালিকা প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসরের প্রচলিত গড় দরের তালিকা সঙ্কলন করাইয়া রাজকীয় গেজেটে বৎসর বৎসর প্রকাশ করাইবেন।

(৬) দর বৃদ্ধি বা কম হইয়াছে এই হেতু ধরিয়া খাজানা বাড়াইবার বা কমাইবার এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠানে, আদালত এই ধারামতে প্রকাশিত তালিকার প্রতি দৃষ্টি করিবেন, এবং এই অনুমান করিবেন যে এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর কোন বৎসরের নিমিত্ত যে যে তালিকা প্রস্তুত করা যায়, তাহার লিখিত দর, ঠিক নয় [এরূপ] প্রমাণ করা না গেলে [অর্থাৎ প্রমাণ না হইলে] যাবৎ প্রমাণ করা না যায় তাবৎ ঠিক বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) কোন স্থানে কি কি শস্য প্রধান উৎপাদ্য খাদ্য শস্য বলিয়া গণ্য হইবে ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত এবং এই ধারামতে যাঁহারা দরের তালিকা প্রস্তুত করেন সেই কর্ম্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে বিধি প্রণয়ন করিবেন।

খাজানা নগদান্ করিবার কথা।

৪০ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোন যোতের নিমিত্ত শস্যরূপে, কিম্বা শস্যের কিয়দংশের আনুমানিক মূল্য ধরিয়া, কিম্বা শস্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন হারে, অথবা কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ এক প্রণালীতে ও কিয়ৎপরিমাণে অন্য প্রণালীতে খাজনা দিলে, রায়ত বা তদীয় ভূম্যধিকারী ঐ খাজানা নগদান্ খাজানায় পরিবর্ত্তিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

শস্যরূপে দেয় খাজানা নগদান্ করিবার কথা।

(২) এই প্রার্থনা কালেক্টর সাহেবের বা মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যায়মতে যে কোন কর্ম্মচারী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাঁহার নিকট, কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্ম্মচারীর নিকট করা যাইতে পারিবে।

(৩) ঐ প্রার্থনাপত্র পাইলে যত টাকা নগদান্ খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্ম্মচারী ইহা নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, রায়ত শস্যরূপে বা পূর্ব্বোক্তরূপ অন্য প্রকারে আপনার খাজানা না দিয়া ঐরূপ নির্ণীত টাকা দিবেন।

(৪) উহা নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্ম্মচারী এই এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(ক) দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে নগদান্ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি,

(খ) পূর্ব্ব দশবৎসরে অথবা অল্পতর অন্য যে সময় সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে, সেই সময়ের মধ্যে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি ; ও

(গ) শস্যরূপে খাজানা দিবার প্রণালী থাকিতে জলসেচন সম্বন্ধে ভূম্যধিকারীর যে খরচ পড়ে ও খাজানা নগদান্ করায় ঐ খরচ চালাইবার যে বন্দোবস্ত করা হয়, তৎপ্রতি।

(৫) ঐ আজ্ঞা লিখিয়া করিতে হইবে, এবং উহা যে যে হেতুধরিয়া করা যায়, ও যে সময়াবধি উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে ; এবং সামান্যতঃ রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যানুষ্ঠানে যে আজ্ঞা হয় তাহার উপর যে প্রকারে আপীল হইতে পারে ঐ আজ্ঞার উপরও সেই প্রকারে আপীল হইতে পারিবে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী মোকদ্দমার সমুদয় অবস্থা বিবেচনায় ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করা যুক্তিসিদ্ধ কি না ইহা ভাবিয়া দেখিয়া উহা মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিবেন। নামঞ্জুর করিলে নামঞ্জুর করিবার হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

[যেখানে ভাওলী খাজানা প্রচলিত আছে, সেই খানেই এই ধারার বিধান সকল খাটে। ভাওলী খাজানা যদি নগদান্ করিয়া লইতে চাহে, তাহা হইলে রাইয়তকে এই ধারামতে কাজ করিতে হইবে।]

---

৬ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪১ ধারা। যে রায়তদের দখলীস্বত্ব না থাকে, ও দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত বলিয়া এই আইনে যাহাদের উল্লেখ আছে, এই অধ্যায় তাহাদের সম্বন্ধে খাটিবে।

এই অধ্যায় খাটিবার কথা।

৪২ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাহাকে দখল দিবার সময়ে তাহার সহিত ভূম্যধিকারীর যে খাজানার নিয়ম [অর্থাৎ বন্দোবস্ত বা চুক্তি] হয়, তাহার সেই খাজানা দিতে হইবে।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের প্রথমস্থলীয় খাজানার কথা।

৪৩ ধারা। রেজিষ্টরী করা নিয়ম পত্র কিম্বা ৪৬ ধারামত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

খাজানাবৃদ্ধির নিয়মের কথা।

কিন্তু যে কালের নিমিত্ত খাজানা দাওয়া করা যায়, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রমাগত অন্যূন তিন বৎসর কাল প্রকৃতপক্ষে যে হারে খাজানা দেওয়া হইয়াছে, এই ধারার কোন কথাক্রমেই ভূম্যধিকারীর সেই হারে খাজানা আদায় করিবার বাধা হইবে না।

৪৪ ধারা। এই আইনের বিধান প্রবল থাকিয়া, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে, [অর্থাৎ তদ্ভিন্ন

যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তাহার কথা।

অন্য কোন প্রকারে উচ্ছেদ করা যাইবে না]

অর্থাৎ,—

(ক) সে বাকী খাজনা দেয় নাই, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রায়ত ভূমি এরূপে ব্যবহার করিয়াছে, যাহাতে উহা প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় কার্য্যের অনুপযোগী হয়; অথবা সে এই আইনসঙ্গত এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিলে তাহার ও তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিষ্টরী করা পাট্টাক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ৪৬ ধারামতে ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজানা ধার্য্য হইয়াছে, উক্ত রায়ত সেই খাজানা দিবার নিয়ম [অর্থাৎ বন্দোবস্ত বা চুক্তি] করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা ঐ খাজানা দিয়া যে মিয়াদ পর্য্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববান্, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

[যে প্রণালীতে উচ্ছেদ করিতে হইবে, তাহা ১৫৫ ধারায় আছে।]

পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

৪৫ ধারা। মিয়াদ অতীত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে, পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোক-

দ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ছয় মাসের পরও উপস্থিত করা যাইবে না।

[রেজিষ্টরী করা মেয়াদী-পাট্টার মেয়াদ গত হইবার ছয় মাস পূর্ব্বে নোটিশ না দিলে, এবং মেয়াদ গতে ছয় মাস মধ্যে নালিশ রুজু না করিলে, ৪৪ ধারার (গ) প্রকরণ মতে যে উচ্ছেদের মোকদ্দমা হইতে পারে তাহা চলিবে না।]

খাজানা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

৪৬ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী বর্দ্ধিত খাজানা দিবার নিয়মপত্র [অর্থাৎ ভূম্যধিকারী যে বেশি খাজানার কবুলতি চাহেন, তাহা] রায়তের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ব তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র [অর্থাৎ কবুলতি] সম্পাদন করিতে অস্বীকার না করিলে, খাজানা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

[দখলীস্বত্বশূন্য রাইয়ৎ বৃদ্ধি খাজানা দিতে অস্বীকার, এই হেতু ধরিয়া ভূম্যধিকারী যদি তাঁহাকে উচ্ছেদ করিতে চাহেন, তাহা হইলে উচ্ছেদের মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর এই দুই কথা প্রমাণ করিতে হইবে যে (১) ভূম্যধিকারী যে বৃদ্ধি খাজানা চাহেন, তাহার কবুলতির খসড়া রাইয়ৎকে দেওয়া হইয়াছিল, এবং (২) মোকদ্দমা রুজু হইবার পূর্ব্বে তিন মাসের মধ্যে রাইয়ৎ সেই কবুলতি দিতে অস্বীকার হইয়াছে। এই দুই কথা নহিলে মোকদ্দমা অচল হইবে।]

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রায়তের উপর জারী করিবার নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে আদালত বা কার্য্যকারককে

নিযুক্ত করেন, সে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্য্যকারক অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ রায়তের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা ঐরূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র বলবৎ হইবে।

(৪) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়ম পত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে উহা ঐরূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্য্যকারক উহা উক্তরূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রায়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্য্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন

করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ যোতের যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐরূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর কাল ঐ খাজানা দিয়া আপন যোত দখল করিয়া থাকিতে স্বত্ববান্ থাকিবে, কিন্তু উক্ত কাল গত হইলে, যদি সে [যদি সেই পাঁচ বৎসর পরেও] দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে পূর্ব্ব ধারার লিখিত নিয়মানুসারে তাহাকে [সেই সময় গতে] উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐরূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিবেন।

(৯) যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত ঐ গ্রামস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত রায়তেরা সাধারণতঃ যে খাজানা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, যে কৃষিবৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি [অর্থাৎ পর বৎসর হইতে] উহা ফলবৎ হইবে।

দখল দেওয়া শব্দের অর্থ।

৪৭ ধারা। কোন রায়তের দখলে ভূমি থাকিলে, ও ঐ দখল চলিবার নিমিত্ত পাট্টা লিখিয়া দেওয়া গেলে, যদিও

তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাট্টায় এই মর্ম্মের কথা লেখা থাকে, তথাপি এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে ঐ পাট্টাক্রমে তাহাকে দখল দেওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

[এই আইনের ৪২ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাইয়ৎকে দখল দিবার সময়ে ভূম্যধিকারী ইচ্ছামত খাজানা বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন। এই ৪৭ ধারাতে বিধান হইল যে, পূর্ব্ব হইতে যদি রাইয়তের দখলে জমী থাকে, তাহা হইলে সেই দখল কায়েম রাখিয়া যদি আবার নূতন পাট্টা দেওয়া হয়, এবং "দখল দেওয়া গেল" এই শব্দ যদি সেই পাট্টাতে লিখিয়া দেওয়া হয়, তথাপি সেই দখলকে নূতন দখল বিবেচনা করিয়া ইচ্ছামত খাজানা ধার্য্য করা কিম্বা উচ্ছেদের যে সকল বিধান এই অধ্যায়ে আছে, সেই বিধানের বিপরীতে উচ্ছেদ করাও চলিবে না।]

---

৭ অধ্যায়।

কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

কোর্ফা রায়তের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।

৪৮ ধারা। নগদান্ খাজানা দিয়া যে কোন কোর্ফা রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূম্যধিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্ফা রায়তের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার, অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

কোর্ফা রায়তদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

৪৯ ধারা। (ক) লিখিত কোন পাট্টার মিয়াদ শেষ না হইলে, (খ) কোন কোর্ফা রায়ত লিখিত পাট্টাক্রমে না হইয়া প্রকারান্তরে [অর্থাৎ বিনা পাট্টায়] ভূমি ভোগ করিলে, তাহার উপর উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত তদীয় ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক যে বৎসরে নোটিস জারী করা হয়, সেই বৎসরের পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের শেষ না হইলে,

তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

---

৮ অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

খাজানা মোকররী থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।

৫০ ধারা। (১) কোন মধ্যস্বত্বাধিকারী বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই, এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে [অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একই খাজানায় কিম্বা একই হারে] ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্ত-

গত, ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এই হেতু ভিন্ন [অন্য কোন হেতুতে] ঐ খাজানা বা খাজানার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

(২) কোন মধ্যস্বত্বাধিকারী বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা যাহা বিশ বৎসর পরিবর্ত্তিত হয় নাই, এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমত কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ইহার প্রমাণ হইলে, যাবৎ বিপরীত [প্রমাণ] দর্শান না যায়, [তাবৎ] এইরূপ অনুমান হইবে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি ঐ খাজানায় বা খাজানার হারে তাঁহারা উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে কিম্বা আইন অনুসারে এইরূপ আদেশ থাকে যে, স্থান বিশেষে মোকররী খাজানায় বা খাজানার হারে প্রজাস্বত্ব বা কোন শ্রেণীর প্রজাস্বত্ব থাকিলে তাহা তৎস্বরূপ (অর্থাৎ মোকররি বলিয়া) উক্ত আইনের দ্বারা কিম্বা উক্ত আইনানুসারে নির্দ্দিষ্ট (কোন) তারিখে বা তৎপূর্ব্বে রেজিস্টরী করিতে হইবে, তবে ঐ স্থানে কোন প্রজাস্বত্ব বা, স্থলবিশেষে, উক্ত শ্রেণীর প্রজাস্বত্ব তদ্রূপে রেজিস্টরী করা না হইয়া থাকিলে তৎসম্বন্ধে ঐ তারিখের পর পূর্ব্বোক্ত অনুমান খাটিবে না।

(৩) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক্ করা গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত মিশাইয়া এক

যোত করা গেলে, রায়তের ভোগকৃত ভূমি সম্বন্ধে এই ধারার কার্য্য হইবার কোন বিঘ্ন হইবে না।

[যোতের জমি কতক বাহির করিয়া দিয়া কিম্বা নূতন জমি যোতভুক্ত করিয়া, যোতের ভাঙ্গা-গড়া হইলেও ৫০ ধারার বিধান খাটিবে। অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে খাজানার কিম্বা খাজানার হারের বেশি কমি না হইয়া থাকিলে খাজানা কিম্বা হার বৃদ্ধি হইবে না। এবং ২০ বৎসর এক খাজানা কি এক হার চলিয়া আসিলে ধরিয়া লওয়া যাইবে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতেই ঐ খাজানা কি ঐ হার বরাবর চলিয়া আসিতেছে। তবে যোতের জমি মাপে কমি বেশি হইলে অবশ্য খাজানারও কমি বেশি হইতে পারিবে।]

(৪) কয়েক বৎসর মিয়াদে কোন মধ্যস্বত্ব ভোগ করা গেলে, কিম্বা ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে তাহা শেষ হইতে পারিলে, এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না।

[মেয়াদি কি শর্ত্তি মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে এই ধারা খাটিবে না।]

খাজানার পরিমাণ ও যোতভোগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।

৫১ ধারা। কোন প্রজার খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে কিম্বা কোন কৃষিবৎসরে সে যে যে নিয়মে ভূমি ভোগ করে, তৎ-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে [অর্থাৎ তর্ক উঠিলে] অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষিবৎসরে যে খাজানা দিয়া যে যে নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শান না গেলে, সেই খাজানা দিয়া সেই সেই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিবে, এইরূপ অনুমান হইবে।

ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার পরিবর্ত্তনের কথা।

৫২ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রজা

(ক) পূর্ব্বে যে পরিমাণ ভূমির জন্য খাজানা দিয়াছেন, মাপ করিয়া তদধিক যত ভূমি থাকা প্রমাণ হয়, তত ভূমির জন্য তাঁহার অতিরিক্ত খাজানা দিতে হইবে; কিন্তু যদি প্রমাণ হয় যে, মধ্যস্বত্বের কি যোতের অন্তর্গত জমিতে যোজিত ঐ অধিক ভূমি ঐ মধ্যস্বত্বের কি যোতের অন্তর্গত পূর্ব্বে থাকিয়া [অর্থাৎ [পূর্ব্বে ছিল, তাহার পর] শিকস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে নষ্ট হইয়াছিল ও তাহাতে [অর্থাৎ শিকস্তিতে জমী কমিয়া গেলেও] খাজানা কমান যায় নাই, তবে এই বিধি খাটিবে না, এবং

ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইলে খাজানায় পরিবর্ত্তনের কথা।

(খ) পূর্ব্বে যে পরিমাণ ভূমির জন্য খাজানা দিয়াছেন, মাপ করিয়া তাঁহার মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ তদপেক্ষা যত কম প্রমাণ হয়, তত ভূমির জন্য তাঁহার খাজানা কমাইতে স্বত্ববান হইবেন। কিন্তু যদি প্রমাণ হয় যে, নষ্ট ভূমি পয়স্তী ক্রমে বা প্রকারান্তরে তাঁহারা মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত জমীতে যোজিত হইয়াছিল, এবং ঐরূপ যোগ হওয়াতেও খাজানা বৃদ্ধি করা যায় নাই, তবে এই বিধি খাটিবে না।

(২) কি পরিমাণ ভূমির জন্য পূর্ব্বে খাজানা দেওয়া হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, মোকদ্দমার কোন পক্ষ যদি এরূপ প্রার্থনা করেন, তবে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,—

(ক) প্রজাস্বত্বের মূল ও নিয়ম, যথা ঐ খাজানা মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত সমগ্র ভূমির নির্দ্দিষ্ট মোট খাজানা ছিল কি না [অর্থাৎ সেই প্রজাস্বত্ব পত্তনের সময়ে কি প্রকার অবস্থায় এবং কি নিয়মে পত্তন হইয়াছিল ; যেমন, যত জমীই থাকুক না কেন, মোটের উপর এই মোক্তা খাজানা ধার্য্য হইয়াছিল কি না।]

(খ) প্রজার মোট খাজানার বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কি প্রকারান্তরে [অর্থাৎ মোটের উপর খাজানা বাড়াইয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে] ভূম্যধিকারীর জ্ঞাতসারে ও অনুমতি সহকারে ঐ প্রজাকে অতিরিক্ত ভূমি ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছে কি না ;

(গ) খাজানা বা ভূমির পরিমাণ সম্বন্ধে বিবাদ না হইয়া কত কাল ঐ প্রজাস্বত্ব চলিতেছে ; ও

(ঘ) মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে যে মাপকাটী ব্যবহৃত হয় বা যাহার ঐ স্থানে ব্যবহার থাকে, তাহার তুলনায় প্রজাস্বত্ব সৃষ্টি হইবার সময়ে যে মাপকাটী ব্যবহৃত হইত বা যাহা ঐ স্থানে ব্যবহার ছিল, তাহার দৈর্ঘ্য।

[সাবেক কি মাপ ছিল এবং এথনই বা কি মাপ, এবং সাবেকের মাপ কাটিতে আর এখনকার মাপ কাটীতে কত ফেরফার, তাহার তুলনা করিয়া জমির বেশি কমি হওয়া না হওয়া স্থির করিতে হইবে।]

(৩) খাজানায় যে টাকা যোগ করিতে হইবে, [অর্থাৎ জমী বেশী হওয়ার দরুণ কত টাকা বৃদ্ধি হইবে] তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই

প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই শ্রেণীর প্রজাদের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি, এবং মধ্যস্বত্বাধিকারীর বেলা তিনি আপনার মধ্যস্বত্বের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান্, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অনুপযুক্ত কি অন্যায্য হয়, কোন স্থলে এমন খাজানা ধার্য্য করিবেন না ।

(৪) মধ্যস্বত্বের বা যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের [অর্থাৎ লভ্যের] যত হ্রাস ঘটে, তাহা পূর্ব্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যত অংশ হয়, খাজানায় যে টাকা কমাইতে হইবে, তাহাও পূর্ব্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে ; কিম্বা নষ্ট [হওয়া] ভূমির বার্ষিক মূল্যের সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরিমাণ [ভূমির] হ্রাস হয়, তাহা মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমির পূর্ব্ব পরিমাণের যে অংশ, খাজানায় যে টাকা কমি দিতে হইবে, তাহাও পূর্ব্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে ।

[আগেকার তুলনায় যে পরিমাণে মোট বার্ষিক লভ্য কম হইবে, সেই হারহারিতে খাজানাও কম হইবে । কিম্বা, যে স্থলে আগেকার মোট লভ্যের সন্তোষজনক প্রমাণ না পাওয়া যায়, সে স্থলে যে পরিমাণ জমী মাপে কম হইবে, সেই হারহারিতে খাজানাও কম হইবে ।]

খাজানা দিবার কথা

খাজানার কিস্তির কথা ।

৫৩ ধারা । কোন প্রজার দেয় নগদান্ খাজনা, নিয়মপত্র কিম্বা প্রচলিত প্রথা প্রবল মানিয়া, সমান চারি কিস্তিতে

দিতে হইবে। কৃষিবৎসরের প্রত্যেক তিন মাসের শেষ দিনে এক এক কিস্তির টাকা দেয় হইবে।

[দলীলের দ্বারা কিম্বা প্রচলিত প্রথা মতে যেখানে যত কিস্তিতে খাজানা আদায়ের নিয়ম আছে, সেখানে তত কিস্তিতেই খাজানা আদায় হইবে। আর যেখানে কিস্তি সম্বন্ধে দলীলও নাই, প্রচলিত প্রথাও কিছু নাই, সে স্থলে সমান চারি কিস্তিতেই খাজানা আদায় হইবে। যেখানে যে রকম সন প্রচলিত থাকে, সেখানে সেই সনের সুরু হইতে তিন তিন মাস অন্তরে, শেষ তারিখে কিস্তির ডিউ হইবে।]

৫৪ ধারা। (১) প্রত্যেক খাজানার কিস্তি যে তারিখে দেয় হয়, সেই তারিখের সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক প্রজা ঐ কিস্তির টাকা দিবেন।

খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।

(২) এই আইনমতে যে যে স্থলে প্রজা আপন খাজানা আমানত করিতে পারে, সেই সেই স্থলে ছাড়া ভূম্যাধিকারীর গ্রাম্য কাছারীতে কিম্বা তদর্থে ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওঁয়া যাইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ বা বিশেষ কোন স্থানের নিমিত্ত প্রজাকে পোষ্টাল মনিঅর্ডারক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া সময়ে সময়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্ব্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৫ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন; এবং তদনুসারে ঐ টাকা জমা হইবে।

টাকা যেরূপ জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।

(২) প্রজা ঐরূপ কোন নির্দ্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা করিয়া লইতে পারিবেন।

দাখিলা ও হিসাবের কথা।

৫৬ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে [অর্থাৎ খাজানার বাবতে] টাকা দিলে, যত টাকা দেন, উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত তত টাকার লিখিত-দাখিলা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাৎ পাইতে তাঁহার স্বত্ব আছে।

ভূম্যধিকারীকে টাকা দিলে, প্রজার দাখিলা পাইবার স্বত্বের কথা।

(২) ভূম্যধিকারী উক্ত দাখিলার মুড়ি (চেক) প্রস্তুত করিবেন এবং রাখিবেন।

(৩) এই আইনের ২য় তফসীলে দাখিলার যে পাঠ দেওয়া গেল, সেই পাঠে যে বিশেষ কথা [অর্থাৎ যে সকল বিবরণ] লিখিত থাকে, তন্মধ্যে ভূম্যধিকারী টাকা দিবার সময়ে যাহা যাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন, দাখিলায় ও তাহার [চেক] মুড়িতে সেই সেই বিশেষ কথা [অর্থাৎ বিবরণ] লেখা থাকিবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত পরিবর্ত্তিত পাঠ নির্দ্দেশ বা অনুমোদন করিতে পারিবেন।

(৪) যে প্রত্যেক দাখিলায় সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত দর্শান না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্য্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার পুরা ফারখতী বলিয়া অনুমান হইবে।

[দাখিলার ফারমে যে সকল বিবরণ দিবার বিধান আছে, তাহার যথাসম্ভব সার কথাগুলি যদি কোন দাখিলায় না থাকে, তাহা হইলে আদালত অনুমান করিবেন যে, দাখিলার তারিখ পর্য্যন্ত সমস্ত খাজানার দেনা পাওনা পরিশোধ হইয়া ফারখতি হইয়াছে। ভূম্যধিকারী যদি খাজানা বাকী থাকা বলেন, তবে বাকীর প্রমাণের ভার তাঁহার উপর পড়িবে।]

বৎসরের শেষে প্রজার ফারখতী বা হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারের কথা।

৫৭ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রজার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বীকার করিলে, ঐ বৎসর অবসান হইবার তিন মাসের মধ্যে ঐ প্রজা বিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ঐ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত পাওনা সমুদয় খাজনার ফারখতী স্বরূপ দাখিলা পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) ভূম্যধিকারী ঐ কথা স্বীকার না করিলে,

প্রজা চারি আনা ফী দিলে, ঐ বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে, এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের পাঠে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে যে যে বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসম্বলিত হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাতেও ঐরূপ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

দাখিলা ও হিসাবের বিবরণ পত্র না দিলে এবং মুড়ি না রাখিলে দণ্ডের ও জরিমানার কথা।

৫৮ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী যুক্তিসিদ্ধ কারণ ব্যতিরেকে তাঁহাকে ৫৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা সম্বলিত দাখিলা দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত যাহা উচিত বোধ করেন, সেইরূপ দণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। [অর্থাৎ দ্বিগুণ টাকার দাবিতে প্রজা নালিশ করিতে পারিবে।]

(২) যদি ভূম্যধিকারী যুক্তিসিদ্ধ কারণ ব্যতিরেকে প্রজার দাওয়ামতে ৫৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন বৎসরের হারথতাস্বরূপ দাখিলা, কিম্বা, প্রজা ঐরূপ দাখিলা

পাইবার অধিকারী না হইলে, হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের দাখিলা বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজা ভূম্যধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত দণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজা পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী যুক্তিসিদ্ধ কারণ ব্যতিরেকে উক্ত কোন ধারার আদেশমত দাখিলার বা বিবরণপত্রের [অর্থাৎ প্রজার হিসাবের] মুড়ি বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাঁহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

দাখিলার ও হিসাবের পাঠ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তুত করাইবার কথা।

৫৯ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক ধারামতে ব্যবহারের উপযোগী মুড়িসুদ্ধ দাখিলার ও হিসাবের বিবরণপত্রের পাঠ প্রস্তুত করাইয়া ভূম্যধিকারীদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ মহকুমার কাছারীতে রাখাইবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উচিত বোধ করেন, তদনুসারে ক্রমান্বয়ে বা প্রকারান্তরে পত্রাঙ্ক দেওয়া পত্রের বহী বাঁধিয়া ঐ সকল পাঠ বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

রেজিষ্টরী করা ভূম্যধিকারী, কার্য্যাধ্যক্ষ, বা বন্ধকগ্রহীতা দাখিলা দিলে তাহার ফলের কথা।

৬০ ধারা। কোন মহালের মালিক, কার্য্যাধ্যক্ষ, বা বন্ধকগ্রহীতার নিকট খাজানা দেনা হইলে, যে ব্যক্তির নাম উক্ত মহালের মালিক কার্য্যাধ্যক্ষ বা বন্ধকগ্রহীতা বলিয়া ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের [৭] আইনমতে রেজিষ্টরী করা যায়, সেই ব্যক্তির কিম্বা তদর্থে তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের প্রদত্ত দাখিলা, খাজানার প্রচুর ফারখতী হইবে; এবং যে ব্যক্তির নাম ঐরূপে রেজিষ্টরী করা থাকে, তিনি দাওয়া করিলে তদুত্তরে খাজানা দিবার দায়ী ব্যক্তি এইরূপ প্রতিবাদ করিতে পারিবে না যে, খাজানা তৃতীয় কোন ব্যক্তির প্রাপ্য [অর্থাৎ ৭ আইন মতে যাহার নাম রেজিষ্টরি আছে, তিনিই খাজনা পাইবার অধিকারী। অপর কেহ মালিক আছে বলিয়া প্রজা আপত্তি করিতে পারিবে না।]

কিন্তু রেজিষ্টরী করা ভূম্যধিকারী, কার্য্যাধ্যক্ষ বা বন্ধকগ্রহীতার বিরুদ্ধে ঐরূপ তৃতীয় কোন ব্যক্তির যে কোন প্রতিকারের উপায় থাকে, এই ধারার কোন কথায় তাহার বিঘ্ন হইবে না।

খাজানা আমানত করিবার কথা।

আদালতে খাজানা আমানত করিবার দরখাস্তের কথা।

৬১ ধারা। (১) নিম্নলিখিত কোন স্থলে অর্থাৎ,

(ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব [যাচ্ঞা] করেন এবং ভূম্যধিকারী

তাহা লইতে বা তজ্জন্য দাখিলা দিতে অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকার দায়ী প্রজা পূর্ব্বে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাতে বা দাখিলা না দেওয়াতে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে, তাঁহার খাজানা যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি তাহা লইতে ও তন্নিমিত্ত দাখিলা দিতে ইচ্ছুক হইবেন না [অর্থাৎ যেখানে পূর্ব্বে কোন বার যাচ্ঞা করাতে খাজানা লওয়া হয় নাই, কিম্বা দাখিলা দেওয়া হয় নাই, অতএব এবারেও ভূম্যধিকারী খাজানাও লইবেন না, দাখিলাও দিবেন না; প্রজার এই-রূপ বিশ্বাস হয়]

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সহাংশীদিগকে সংসৃষ্টভাবে [অর্থাৎ সরিকান্‌কে এজমালীতে] দিতে হয়, এবং প্রজা তন্নিমিত্ত সহাংশীদের সংসৃষ্ট দাখিলা পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি তাঁহাদের [অর্থাৎ সকল সরি-কের] পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন্ ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার স্বত্বা-ধিকারী, এ বিষয়ে প্রজার প্রকৃত সন্দেহ থাকে; সেই স্থলে

প্রজার মধ্যস্বত্বের বা যোতের খাজানার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদা-লতে তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা আমানত করি-বার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত প্রজা লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে [আমানতের] দরখাস্ত হইতেছে, ঐ দরখাস্তে তাহার বর্ণনা থাকিবে এবং

(ক) ও (খ) স্থলে যে ব্যক্তির নামে আমানতী টাকা জমা করিয়া লইতে হইবে, তাঁহার নাম,

(গ) স্থলে যে সহাংশীদের নিকট খাজানা দেনা হয়, কিম্বা প্রজা তন্মধ্যে যত জনের নাম নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তাহাদের নাম, এবং

(ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেস খাজানা দেওয়া হইয়াছে তাহার নাম, ও এক্ষণে যে ব্যক্তি বা যে সকল ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের নাম দিতে হইবে।

তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন ও দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫২ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে সত্যপাঠ লিখিবেন, অথবা মোকদ্দমার বৃত্তান্ত তিনি স্বয়ং না জানিলে, যিনি জানেন, এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও সত্যপাঠ লিখিবেন; এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে বিধিক্রমে যে ফী দিবার আজ্ঞা করেন, সেই ফী তৎসঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

যে খাজানা অন্তরানত করা যায়, আদালত তাহার রসীদ দিলে ঐ রসীদ উপযুক্ত কারখতী বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৬২ ধারা। (১) যে আদালতের নিকট পূর্ব্ব ধারামতে দরখাস্ত করা যায়, যদি সেই আদালতের বোধ হয় যে, দরখাস্তকারী উক্ত ধারামতে খাজানা আমানত করিবার অধিকারী, তবে খাজানা লইয়া তন্নিমিত্ত আদালতের মোহরযুক্ত রসীদ দিবেন।

(২) এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায়, তাহা প্রজার দেয় যে খাজানা পূর্ব্বোক্তরূপে আমানত করা যায়, তৎসম্বন্ধে ফারখতীর ন্যায় কার্য্যকর হইবে।

পূর্ব্ব ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাঁহার নামে আমানতী টাকা জমা করিয়া লইতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে খাজানা যাঁহাদের পাওনা হয় সেই সহাংশীরা, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে তাহা পাইবার স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি, উক্ত খাজানা গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে [ফারখতীর স্বরূপ] হইত সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসীদ কার্য্যকর হইবে।

৬৩ ধারা। (১) যে আদালত আমানত লন, সেই আদালত তাহা প্রাপ্ত হইবার নোটিস আপন কাছারীর কোন সুপ্রকাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া দিবেন। ঐ নোটিসে সমুদয় প্রয়োজনীয় বৃত্তান্তের বর্ণনা থাকিবে।

আমানত পাইবার নোটিসের কথা।

(২) পূর্ব্বোক্তমতে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যায়, সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে পরবর্ত্তী ধারামতে আমানতের টাকা কাহাকেও দেওয়া না গেলে, আদালত অবিলম্বে

৬১ ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণের স্থল হইলে, যে ব্যক্তির নামে আমানতী টাকা জমা করিয়া লইতে

হইবে বলিয়া দরখাস্তে লেখা থাকে, সেই ব্যক্তির উপর বিনা খরচায় আমানত পাইবার নোটিস জারী করাইবেন ;

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে, আমানত পাইবার নোটিস ভূম্যধিকারীর গ্রাম্য কাছারীতে, কিম্বা যোত যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামের কোন সুপ্রকাশ স্থানে লটকাইয়া দেওয়াইবেন ; ও

(ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে, যে যে ব্যক্তির ঐ আমানতী টাকা পাইবার দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত আদালত বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা খরচায় ঐরূপ নোটিস জারী করাইবেন।

আমানতী টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।

৬৪ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত আদালতের বিবেচনায় আমানতের টাকা পাইবার অধিকারী বলিয়া বোধ হয় আদালত তাহাকে ঐ টাকা দিতে পারিবেন, অথবা উচিত বোধ করিলে যে ব্যক্তির ঐরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, পোষ্টাল মনিঅর্ডার করিয়া ঐ টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে আমানত করা যায় সেই তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বে এই ধারামতে কোন টাকা [ভূম্যধিকারী বলিয়া কোন ব্যক্তিকে]

দেওয়া না গেলে, যদি আমানতকারী প্রার্থনা করেন ও যে আদালতের নিকট খাজানা আমানত করা যায়, সেই আদালতের দত্ত রসীদ ফিরাইয়া দেন, তবে দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবের আজ্ঞা [অর্থাৎ দিবার নিষেধ কিম্বা অপর কোন ব্যক্তিকে দিবার হুকুম] না থাকিলে, আমানতী টাকা আমানত-কারীকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব্ব কএক ধারামতে আমানত গ্রহণকারী কোন আদালত যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে ভারত-বর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের বিরুদ্ধে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে না ; কিন্তু এই ধারামতে ঐরূপ কোন আমানতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায়, ঐ টাকা পাইবার স্বত্বাধিকারী কোন ব্যক্তির, তাঁহার স্থানে ঐ টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন কথাক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

৬৫ ধারা। প্রজা, কায়েমি মধ্যস্বত্বাধিকারী, মোকররী হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত হইলে তাঁহাকে বাকী খাজানার উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে না ; কিন্তু তাঁহার মধ্যস্বত্ব বা যোত উহার খাজানার ডিক্রী জারী-

কায়েমি মধ্যস্বত্ব, মোকররী হারের যোত বা দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত যোত হইলে, বাকী খাজানার নিমিত্ত নী-লাম হইতে পারিবার কথা।

ক্রমে নীলাম হইতে পারিবে, ও ঐ খাজানা উহার প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

[কায়েমি মধ্যস্বত্ব অর্থাৎ তালুকের এবং মোকররি রাইয়তের জোতের খাজানা বাকী পড়িলে উচ্ছেদ হইবে না, কিন্তু খাজানার দায় সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়া ঐ তালুক কি জোত নীলাম হইবে।]

অন্যান্য স্থলে বাকী খাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদ করিবার কথা।

৬৬ ধারা। (১) যে প্রজা কায়েমি মধ্যস্বত্বাধিকারী, মোকররী হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত, বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত নহে, তাহার স্থানে যেখানে বাঙ্গালা সন চলিত থাকে সেখানে ঐ সনের শেষে, কিম্বা যেখানে ফসলী বা আমলী সন চলিত থাকে সেখানে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে, বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূম্যধিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন, এবং কোন চুক্তির শর্ত্তক্রমে উক্ত প্রজাকে বাকী খাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদ করিতে স্বত্ববান্ হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) বাকী খাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদের মোকদ্দমায় বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে, তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও তদুপরি সুদ পাওয়া হইলে ঐ সুদের টাকা লিখিত থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্ধ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনর্ব্বার খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচা আদালতে দেওয়া গেলে জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন [অর্থাৎ টাকা দাখিলের জন্য বেশি সময়ও দিতে পারিবেন।]

বাকী খাজনার সুদের কথা।

৬৭। কিস্তির টাকা কৃষিবৎসরের যে তিন মাসে পাওনা হয় সেই তিন মাসের অবসানাবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্য্যন্ত সামান্যতঃ বৎসর শতকরা বার টাকা হারে বাকী খাজানার উপর সুদ চলিবে।

[কোয়ার্টরের শেষ দিন হইতে নালিশ রুজুর তারিখ পর্য্যন্ত শতকরা মাসিক এক টাকা হারে বাকী খাজানার সুদ চলিবে। সুদের সুদ চলিবে না।

এই আইনের ৫৩।১৭৮ ও ১৮৩ ধারা মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে যেখানে পূর্ব্বাবধি সুদ সম্বন্ধে অন্যবিধ চুক্তি বা প্রচলিত প্রথা আছে, সেখানে সুদের এই বিধান খাটিবে না।]

চুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা খাজানা না দেওয়াগেলে কিম্বা অন্যায়রূপে প্রতিবাদীর নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৬৮ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে প্রতিবাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ ব্যতিরেকে তাহার দেয় খাজানা দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়াছে, তবে খাজানা ও খরচা বলিয়া যত টাকা ডিক্রী হয়, তদতিরিক্ত আদালত যত টাকা খাজানার ডিক্রী হয় তাহার শতকরা ২৫৲ টাকার অনধিক যত ক্ষতিপূরণ

উপযুক্ত বোধ করেন বাদীর তত ক্ষতিপূরণের টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা হইলে সুদের ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, তবে বাদী যে মোট টাকার দাওয়া করে তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ফসলী বা ভাওলী খাজানার কথা।

৬৯ ধারা। (১) যে স্থলে উৎপন্ন যাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়,

ফসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞার কথা।

(ক) সেই স্থলে যাচাই বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত সময়ে যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা স্বয়ং বা কর্ম্মকারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করেন,

(খ) কিম্বা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বা মূল্য বা বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়, তবে কলেক্টর সাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং কলেক্টর সাহেব খরচ বলিয়া যত টাকা দিবার আজ্ঞা করেন উক্ত পক্ষ সেই টাকা আমানত করিলে, ঐ ফসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্মচারীকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতে ঐরূপ আজ্ঞা করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব এরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করিলে, যাবৎ যাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ ফসল স্থানান্তর করা, আজ্ঞাদ্বারা নিষেধ করিতে পারিবেন।

৭০ ধারা। (১) কালেক্টর সাহেব পূর্ব্ব ধারামতে কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিলে আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্ম্মচারীর প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, তিনি অন্য কোন ব্যক্তিদিগকে আসেসরস্বরূপ আপনার সহিত লন এবং আসেসর লওয়া গেলে উক্ত আসেসরদের সংখ্যা, যোগ্যতা ও নির্ব্বাচনপ্রণালী সম্বন্ধে এবং যাচাই বা বিভাগ করণকালে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে আদেশ দিতে পারিবেন, এবং উক্ত কর্ম্মচারী সেই আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন।

কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবার পূর্ব্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে তাহার নোটিস ভূম্যধিকারীকে ও প্রজাকে দিবেন; কিন্তু ভূম্যধিকারী বা প্রজা নিজে বা কর্ম্মকারক দ্বারা উপস্থিত না হইলে, তিনি একতরফা কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৩) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে আপন কার্য্যানুষ্ঠানের রিপোর্ট কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

(৪) কালেক্টর সাহেব উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উভয় পক্ষকে তাহাদের কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন তদন্ত আবশ্যক বোধ করিলে সেই তদন্তের পর উক্ত রিপোর্টের উপর যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিবেন।

(৫) কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তরূপ নিয়মের সাপেক্ষ থাকিয়া, তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ভূম্যধিকারী বা প্রজা দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিলে, ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(৬) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই অর্থাৎ দানাবন্দী করিলে দানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র উক্ত কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে দাখিল করিয়া রাখা যাইবে।

৭১ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল যাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

ফসলের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, যাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত

ফসল খামারে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে ; কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে তিনি ফসলের কোন অংশ খামার হইতে স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৩) উভয় স্থলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষিকার্য্যের নিয়মিত কালে ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শস্য-সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, ফসল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারীর পরিবর্ত্তন হইলে কিম্বা মধ্যস্বত্ব বা যোত হস্তান্তর করা গেলে পর খাজানার দায়ের কথা।

হস্তান্তরের নোটিস না পাইয়া পূর্ব্ব ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দেওয়া যায়, তজ্জন্য ভূম্যধিকারীর স্বার্থগ্রহীতার নিকট প্রজার দায়ী না হইবার কথা।

৭২ ধারা। (১) কোন প্রজার ভূম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তান্তর করা গেলে হস্তান্তর করিবার পর যে খাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূম্যধিকারীকে দেওয়া গেলে, যদি হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতা ঐ প্রজাকে হস্তান্তর হইবার নোটিস ঐ খাজানা দিবার পূর্ব্বে না দিয়া থাকেন, তবে ঐ প্রজা উক্ত খাজানার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার নিকট দায়ী হইবে না।

(২) যে ভূম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাঁহাকে একাধিক প্রজা খাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিস প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কার্য্যপক্ষে উপযুক্ত নোটিস হইবে।

[মূল ইংরেজী আইনের সঙ্গে এই ধারার (২) প্রকরণের তর্জ্জমা ঐক্য হয় নাই। অনুবাদকের ভুল হইয়াছে। এই প্রকরণের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে - যে খানে একটীমাত্র প্রজা নহে, বেশী প্রজা থাকে, সেখানে হস্তান্তরগৃহীতা অর্থাৎ খরিদ বা অন্য প্রকার হস্তান্তর সূত্রে যিনি ভূম্যধিকারী হইয়াছেন, তিনি জনে জনে প্রত্যেক প্রজাকে সেই হস্তান্তরের নোটিশ না দিয়া নির্দ্দিষ্ট মতে (অর্থাৎ সরকারী গেজেটে যে রকম নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইবে, সেই নিয়মে) সাধারণ নোটিশ প্রচার করিলেই হস্তান্তরের প্রচুর নোটিশ হইবে।]

দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত যোত হস্তান্তর হইবার পর খাজানার নিমিত্ত দায়ের কথা।

৭৩ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ভূম্যধিকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে আপনার যোত হস্তান্তর করিলে, ঐরূপ হস্তান্তর হইবার নোটিস নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীকে না দিলে, যাবৎ [ঐ নোটিস] না দেওয়া যায়, তাবৎ হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে তজ্জন্য হস্তান্তর কর্ত্তা ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা সংসৃষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে (অর্থাৎ উভয়েই তুল্যরূপে) ভূম্যধিকারীর নিকট দায়ী থাকিবেন।

আইনবিরুদ্ধ আবওয়াব প্রভৃতির কথা।

আবওয়াব প্রভৃতি আইনবিরুদ্ধ হইবার কথা।

৭৪ ধারা। প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত আবওয়াব, মাথট কিম্বা তদ্রূপ অন্য নাম দিয়া প্রজাদের উপর যে কোন কর

ধার্য্য করা যায়, তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং ঐরূপ কর দিবার সমুদয় শর্ত্ত ও নিয়ম অসিদ্ধ হইবে।

দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রজার স্থানে ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া লইলে দণ্ডের কথা।

৭৫ ধারা। প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না হইলে, আইনমতে যে খাজানা দেয়, তদতিরিক্ত প্রজার স্থানে কোন টাকা বা তাহার ভূমির উৎপন্নের কোন অংশ ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া গ্রহণ করিলে, উক্ত প্রজা ঐরূপ গ্রহণ করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে ঐরূপ গৃহীত টাকার বা উৎপন্নের মূল্যের অতিরিক্ত, দুই শত টাকার অনধিক আদালত দণ্ডস্বরূপ যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত টাকা, কিম্বা যাহা ঐরূপে অন্যায় করিয়া লওয়া যায়, তাহার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণ দুই শত টাকার অধিক হইলে, সেই পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক টাকা ভূম্যধিকারীর নিকট পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

---

৯ অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষসাধনের কথা।

"উৎকর্ষসাধন" শব্দের অর্থ।

৭৬ ধারা। (১) এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন রায়তের যোতের সম্বন্ধে "উৎকর্ষসাধন" শব্দ ব্যবহৃত হইলে, যে কোন কার্য্য দ্বারা যোতের মূল্য বৃদ্ধি হয়, যাহা উক্ত

স্রোতের উপযোগী ও উহা যে উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যসম্মত, এবং যাহা যোতের উপর করা না গেলেও সাক্ষাৎসম্বন্ধে উহার উপকারার্থ করা যায় কিম্বা করিবার পর সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ যোতের উপকারজনক করা যায়, সেই কার্য্য বুঝাইবে

[রাইয়তের যোতেই হউক কিম্বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই য়োতের উপকার করিবার জন্য অন্য স্থানেই হউক, সেই যোতের উপযুক্ত এবং যে অভিপ্রায়ে যৌত বিলি হইয়াছে সেই অভিপ্রায়সঙ্গত যে কোন কার্য্যের দ্বারা যোতের মূল্য বৃদ্ধি হয়, সেই কার্য্যকে "উৎকর্ষ সাধন" বলে।]

(২) বিপরীত দর্শান না গেলে, নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী উৎকর্ষসাধন বলিয়া অনুমান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত কিম্বা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত মনুষ্যের ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জল সঞ্চয়, [জল] যোগান বা [জল] বিতরণ করণার্থ কূপ ও পুষ্করিণী ও জলপ্রণালী প্রভৃতি খনন ;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্য্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যে অকর্ষিত পতিত ভূমি আবাদ করা যাইতে পারে, তাহার জল নিঃসারণ কিম্বা নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ কিম্বা জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করণ, কিম্বা জলজনিত ক্ষয় বা অন্য হানি নিবারণ ;

[আবাদি কিম্বা আবাদযোগ্য পতিত জমির জল বাহির করা, নদী কি অন্য জলা হইতে উদ্ধার করা, বানে রক্ষা করা, জলে খাইয়া না যায় কিম্বা ক্ষতি না করে এরূপ উপায় করা।]

(ঘ) কৃষিকার্য্যার্থ ভূমি হাসিল বা পরিষ্কার করণ কিম্বা তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন ;

(ঙ) পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্য নূতন করিয়া করা, বা পুনর্ব্বার করা, অথবা তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা ;

(চ) আবশ্যক বাহিরের ঘর [অর্থাৎ দরকারি ঘর দুয়ার ইত্যাদি] সমেত রায়ত ও তদীয় পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নির্ম্মাণ ।

(৩) কিন্তু রায়ত কোন যোতে যে কার্য্য করেন, তদ্দ্বারা স্বীয় ভূম্যধিকারীর সম্পত্তির মূল্য বিশেষরূপে কম হইয়া পড়িলে, ঐ কার্য্য এই আইনের অভিপ্রায়-মত উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না ।

মোকররী হারের ও দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন রায়ত আপনার যোত মোকররী হারে ভোগ করিলে বা যোতে তাহার দখলীস্বত্ব থাকিলে, রায়ত বা ভূম্যধিকারী নিজে উৎ-কর্ষসাধন করিতে সম্মত আছেন, এই হেতু বিনা রায়ত বা ভূম্যধিকারীস্বরূপ উক্ত যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধা দিতে পারিবেন না ।

[মোকররী রাইয়ৎ কি দখলীস্বত্বের রাইয়ৎ যদি নিজে উৎকর্ষ-সাধন করিতে রাজি হয়, তাহা হইলেই ভূম্যধিকারীকে সে উৎকর্ষ সাধনে বাধা দিতে পারিবে, নচেৎ পারিবে না। সেইরূপ, ভূম্যধি-কারীও যদি নিজে রাজি হন, তবেই রাইয়ৎকে উৎকর্ষসাধনে বাধা দিতে পারিবেন, নচেৎ পারিবেন না ।]

(২) যদি রায়ত ও ভূম্যধিকারী উভয়েই একই উৎকর্ষসাধন করিতে চাহেন, তবে উক্ত ভূম্যধিকারীর অধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্দ্বারা স্পৃষ্ট না হইলে, রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্রস্বত্ব থাকিবে।

[যে উৎকর্ষসাধনে একটী মাত্র যোতের উপকার হয়, ভূম্যধিকারী এবং রাইয়ৎ উভয়েই তাহা করিতে চাহিলে অগ্রে রাইয়তেরই তাহা করিবার অধিকার থাকিবে।]

উৎকর্ষসাধন প্রভৃতি করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেব বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৭৮ ধারা। রায়ত ও তাহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে— (ক) উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব-সম্বন্ধে,

কিম্বা (খ) কোন বিশেষ কার্য্য উৎকর্ষসাধন কি না, এতৎসম্বন্ধে বিবাদ উত্থিত হইলে, কালেক্টর সাহেব যে কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

দখলীস্বত্বশূন্য যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৭৯ ধারা। (১) দখলিস্বত্বশূন্য কোন রায়ত আপন যোতের জলসেচনার্থ কূপ ও তদনুষঙ্গিক বিষয় প্রস্তুত, রক্ষা ও মেরামত করিতে পারিবেন ও আপনার ও স্বীয় পরিবারের নিমিত্ত আবশ্যক বাহিরের ঘর সমেত উপযুক্ত বাসগৃহ প্রস্তুত করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্ত মতে কিম্বা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে না হইলে আপনার যোতসম্বন্ধে স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনু-

মতি না লইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন না।

(২) স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনুমতির প্রয়োজন না থাকিলে, যে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন যোত সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিতেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন করাইতে চাহিলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ করিয়া তাঁহাকে অনুরোধ পত্র দিতে বা দেওয়াইতে পারিবেন, এবং ভূম্যধিকারী ঐ অনুরোধ পালন করিতে অক্ষম হইলে বা উপেক্ষা করিলে, নিজে ঐ উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

৮০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী আইনমতে যে উৎকর্ষসাধন করেন, কিম্বা যাহা আইনমতে তাঁহার খরচে করা যায়, কিম্বা যাহা করিতে তিনি প্রজাকে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজিষ্টরী করাইতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করিবার কথা।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে বিধিক্রমে যেরূপ আদেশ করেন, প্রার্থনাপত্র সেইরূপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও তাহাতে সেইরূপ সন্ধান [অর্থাৎ বৃত্তান্ত] থাকিবে, ও সেই প্রকারে স্থানীয় তদন্তের দ্বারা বা অন্য উপায়ে তাহার সত্যতা নির্ণয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্ম্মচারী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হন, তিনি,

(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে উৎকর্ষ-সাধন হইলে, এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি,

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষ-সাধন হইলে, উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি,

১২ মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা।

৮১ ধারা। (১) কোন যোতের ভূম্যধিকারী বা প্রজা তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি তিনি এরূপ বিবেচনা না করেন যে, ঐ প্রার্থনা করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা এরূপ দেখা না যায় যে, ঐ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীনে রহিয়াছে, তবে উক্ত কর্ম্মচারী উভয় পক্ষকে সময়ের ও স্থানের নোটিস দিয়া সেই [নোটিসের লিখিত] সময়ে ও স্থানে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা গেলে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কিম্বা তাহাদের অধীন দাওয়াদার ব্যক্তিদের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য হয়, তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

৮২ ধারা। (১) যে কোন রায়তকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সেই রায়ত বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারী এই আইন অনুসারে যে সকল উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য পূর্ব্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হইয়া থাকিলে, উক্ত রায়ত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

(২) কোন আদালত কোন রায়তকে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিলে, যদি এই ধারামতে উক্ত রায়তকে উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দেয় হয়, তবে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা নিরূপণ করিবেন, এবং রায়তের ঐ টাকা পাইবার নিয়মাধীনে [অর্থাৎ শর্ত্তযুক্তে] উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিবেন।

(৩) যে স্থলে কোন বিশেষ সুবিধা পাইবেন বলিয়া রায়ত বিনা ক্ষতিপূরণে উৎকর্ষসাধন করিতে বাধ্য হইবার চুক্তি করিয়া বা পাট্টা লইয়া তদনুসারে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই স্থলে এই ধারামতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার দাওয়া করা যাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২রা তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা করিতে হইবে, সেই ক্ষতিপূর-

ণের পরিমাণ নির্ণয়ার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যত জন আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, তত জন আসেসর সঙ্গে লইবার নিমিত্ত আদালতের প্রতি আজ্ঞা করিয়া এবং আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্ব্বাচন প্রণালী স্থির করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার কথা।

৮৩ ধারা। (১) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত পূর্ব্বধারামতে যে ক্ষতিপূরণ দিবার আজ্ঞা করিতে হইবে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিবার সময়ে, এই এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।—

(ক) যোতের মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপন্নের মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই পরিমাণের প্রতি;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি ও তাহার ফল যত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রতি;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিশ্রম ও মূলধন লাগে, তৎপ্রতি;

(ঘ) ঐ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে ভূম্যধিকারী কোনরূপ খাজানা হ্রাস বা ক্ষমা করিলে বা রায়তকে অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, তৎপ্রতি; এবং

(ঙ) ভূমি হাসিল করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যতকাল

অবধারিত খাজানায় উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইলে, ভূম্যধিকারী ও রায়ত সম্মত হইলে, আদালত এইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন যে, সম্পূর্ণরূপে নগদ টাকায় প্রদত্ত না হইয়া, উহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য কোনরূপে প্রদত্ত হইবে।

ইমারত করিবার ও অন্য কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণের কথা।

ইমারত করিবার ও অন্য কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিবার কথা।

৮৪ ধারা। কোন যোতের ভূম্যধিকারী প্রার্থনা করিলে, যদি কোন দেওয়ানী আদালতের হৃদ্বোধ জন্মে যে, ঐ ভূমিতে ইমারত করিবার নিমিত্ত ঐ ভূমির ব্যবহার ধরিয়া উক্ত যোতের অথবা উহা যে মহালের অন্তর্গত সেই মহালের হিতকর কোন যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত কার্য্যের নিমিত্ত, কিম্বা কোন ধর্ম্ম, শিক্ষা বা দানসংক্রান্ত কার্য্যের নিমিত্ত উক্ত ভূম্যধিকারী ঐ যোত বা তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করিতে অভিলাষী,

এবং যদি কালেক্টর সাহেবের স্যার্টিফিকেটক্রমে আদালত ঐ কার্য্য যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারেন,

তবে আদালত যে যে নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন, সেই সেই নিয়মে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক ঐ যোত গ্রহণের অনুমতি করিয়া প্রজার প্রতি এই আদেশ দিতে পারেন যে, প্রজাকে পূরা ক্ষতিপূরণ দিবার শর্ত্ত সমেত আদালত

যে যে শর্ত্তের অনুমোদন করেন, সেই শর্ত্তে প্রজা ভূম্যধিকারীর নিকট উক্ত সমস্ত যোতে বা তাহার উক্ত অংশে প্রজার যে স্বার্থ থাকে, তাহা বিক্রয় করিবেন।

কোর্ফা বিলি করিবার কথা।

কোর্ফাবিলির নিয়মের কথা।

৮৫ ধারা। (১) রেজিষ্টরী করা নিদর্শনপত্রক্রমে না হইয়া [অর্থাৎ বিনা রেজিষ্টরি দলীলে] কোন রায়ত কোর্ফা বিলি করিলে, যদি ভূম্যধিকারীর সম্মতি না লইয়া ঐ কোর্ফা পাট্টা করা যায়, তবে উহা উক্ত ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) কোন রায়তের প্রদত্ত কোর্ফা পাট্টা নয় বৎসরের অধিক মিয়াদ সৃষ্টি করিবার মর্ম্মের হইলে, উহা রেজিষ্টরী করণার্থ গ্রহণ করা যাইবে না।

(৩) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে রেজিষ্টরী করা নিদর্শনপত্রক্রমে কোন রায়ত স্বীয় ভূম্যধিকারীর সম্মতি না লইয়া কোর্ফা পাট্টা দিয়া থাকিলে ঐ কোর্ফা পাট্টা এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি নয় বৎসরের অধিক কাল সিদ্ধ থাকিবে না।

ইস্তফা ও পরিত্যাগ করিবার কথা।

ইস্তফা করিবার কথা।

৮৬ ধারা। (১) কোন রায়ত পাট্টা বা অন্য নিয়মপত্রক্রমে অবধারিত কালের নিমিত্ত বাধ্য না থাকিলে, কোন কৃষিবৎসরের শেষে আপন যোত ইস্তফা করিতে পারিবে।

(২) কিন্তু ইস্তফা করিলেও যদি সে ইস্তফা করিবার অন্যূন তিন মাস থাকিতে ইস্তফা করিবার

অভিপ্রায়ের নোটিস আপন ভূম্যধিকারীকে না দিয়া থাকে, তবে ইস্তফা করিবার তারিখের পরবর্ত্তী কৃষি-বৎসরের নিমিত্ত ঐ রায়ত উক্ত যোতের খাজানা সম্বন্ধে ভূম্যধিকারীকে ক্ষতি-নিষ্কৃতি দিতে দায়ী থাকিবে।

[ক্ষতি নিবারণের জন্য যাহা দিতে হয়, তাহাকে "ক্ষতি নিষ্কৃতি" বলে।]

(৩) কোন রায়ত আপন যোত ইস্তফা করিয়া থাকিলে, নিম্নলিখিত স্থলে, যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, [তাবৎ] (২) প্রকরণের কার্য্যপক্ষে আদালত এই অনুমান করিবেন যে উক্ত নোটিস ঐরূপেই দেওয়া হইয়াছিল, অর্থাৎ,

(ক) যদি রায়ত ইস্তফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরে সেই ভূম্যধিকারীর স্থানে সেই গ্রামে নূতন যোত লয়;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইস্তফা করা হয়, সেই বৎসর শেষ হইবার অন্যূন তিন মাস থাকিতে যদি রায়ত ইস্তফা করা যোত যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামে আর বাস না করে;

(৪) রায়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা তাহার কোন অংশ যে দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন স্থানে থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিস জারী করাইতে পারিবে।

(৫) কোন রায়ত আপন যোত ইস্তফা করিলে, ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাস করণার্থ লইতে পারিবেন।

(৬) কোন যোত রেজিষ্টরী করা নিদর্শনপত্র-ক্রমে সুরক্ষিত দায়ের অধীন [অর্থাৎ রেজিষ্টরি দলীলের দ্বারা দায়সংযুক্ত] থাকিলে, ভূম্যধিকারী ও দায়ধারীর সম্মতি না লইয়া যোত ইস্তফা করা গেলে ঐ ইস্তফা সিদ্ধ হইবে না।

(৭) পূর্ব্ব প্রকরণে যে স্থলের বিধান আছে সেই স্থল ছাড়া, যে বন্দোবস্তক্রমে কোন রায়ত ও তদীয় ভূম্যধিকারী সমস্ত যোত বা তাহার কিয়দংশ ইস্তফা করিবার বিধান করেন, এই ধারার কোন কথায় সেই বন্দোবস্তের কোন বিঘ্ন হইবে না।

[যেখানে দায়সংযোগ নাই, সেখানে যোত ইস্তফা সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রজা যেমন ইচ্ছা, তেমন নিয়ম করিতে পারেন তাহাতে আইনে বাধিবে না।]

৮৭ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা যেমন দেনা হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ত্যাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষিবৎসরে ঐরূপ ত্যাগ করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই বৎসর অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

পরিত্যাগের কথা।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন

যোতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, তিনি উক্ত যোত পরিত্যক্ত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে উদ্যত এই কথা লিখিয়া কালেক্টর সাহেবের আফিসে নির্দ্দিষ্ট পাঠে নোটিস দাখিল করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, কালেক্টর সাহেব সেই প্রকারে ঐ নোটিস প্রচার করাইবেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা, দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হইলে, ছয় মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে রায়ত ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন যোত পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই আদালতের এইরূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে, যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে ও বাকী খাজানা দিবার সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্ত্ত ন্যায্য বোধ করেন, সেই শর্ত্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৪) সমস্ত যোত বা তাহার কোন অংশ রেজিষ্টরী করা নিদর্শনপত্রক্রমে কোর্ফা বিলি করা গিয়া থাকিলে, ভূম্যধিকারী এই ধারামতে উক্ত যোতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যে রায়ত ঐ যোতের চাষ করিতে বিরত হইয়াছে, সেই রায়ত যে খাজানা দিত, সেই খাজানায় ও সেই রায়তের স্থানে পাওনা সমুদয় বাকী খাজানা কোর্ফা পাট্টাদার দিবেন, এই নিয়মে কোর্ফা

পাট্টার মিয়াদের অবশিষ্ট কালের নিমিত্ত কোর্ফা পাট্টা-দারকে সমস্ত যোতে দিবার প্রস্তাব করিবেন। কোর্ফা-পাট্টাদার যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, ভূম্যধিকারী কোর্ফ পাট্টা অসিদ্ধ করিয়া ঐ যোতে প্রবেশ করিতে ও (১) ও (২) প্রকরণের বিধানমতে উহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে বা নিজে চাষ করিতে পারিবেন।

প্রজাস্বত্ব বিভাগের কথা।

ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা প্রজাস্বত্বের বিভাগ ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধে সিদ্ধ না হইবার কথা।

৮৮ ধারা। ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতিক্রমে না হইলে [অর্থাৎ বিনা লিখিত সম্মতিতে] মধ্যস্বত্বের বা যোতের বিভাগ বা তৎসম্বন্ধে দেয় খাজানার বণ্টন ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধে সিদ্ধ হইবে না।

উচ্ছেদের কথা।

ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না হইবার কথা।

৮৯ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে কোন প্রজাকে তদীয় মধ্যস্বত্ব বা যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

ভূম্যধিকারীর ভূমি মাপিবার স্বত্বের কথা।

৯০ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী এই ধারার [বিধান মানিয়া] ও কোন চুক্তি থাকিলে তাহার বিধান মানিয়া স্বয়ং কিম্বা এতদর্থে তাঁহার স্থানে ক্ষমতা-

প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা, লাখেরাজ ভূমি ছাড়া, আপন মহালের বা মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এই নিয়ম খাটিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ শিকস্তী পয়স্তী হেতুক বৎসর বৎসর পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে বৎসর বৎসর আবাদী ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং দেয় খাজানা আবাদী ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী, ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া [অর্থাৎ আপোশে হস্তান্তর ছাড়া] অন্য প্রকারে খরিদার হন, এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) ঐ মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক, উক্ত দশ বৎসর শেষ মাপের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে।

৯১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্ব্ব ধারামতে যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাহিলে, ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে দেওয়ানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজা উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির সীমা দেখাইয়া দিবেন।

প্রজা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে, আদালতের এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

(২) যদি কোন প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কার্য্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির সীমার ও মাপের যে মানচিত্র [অর্থাৎ নক্সা] বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা, বিপরীত দর্শান না গেলে, পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

৯২ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কর্ম্মচারীর আজ্ঞাক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, তাহা একর [ইংরেজী মাপ;—এক একরে তিন বিঘার কিছু উপর হয়।] অনুসারে হইবে। কিন্তু উক্ত আদালত বা রাজস্ব কর্ম্মচারী অন্য কোন বিশেষ নিয়মে মাপ করিবার আজ্ঞা করিলে এই বিধি খাটিবে না।

মাপের নিয়মের কথা।

(২) উভয় পক্ষের স্বত্ব একর ছাড়া অন্য স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, একরের মাপ উক্ত

মোকদ্দমার বা কার্য্যানুষ্ঠানের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

[মামলা মোকদ্দমাতে সরকারী মাপ "একর" হিসাবেই হইবে। কিন্তু পক্ষদের মধ্যে অন্য মাপ চলিত থাকিলে, মোকদ্দমাতে সেই একরের মাপ ভাঙ্গানি করিয়া চলিত মাপের হিসাবেই লেখা যাইবে।]

(৩) কোন স্থানে যে বা যে যে মাপের নিয়ম প্রচলিত আছে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় তদন্ত লইবার পর তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

[কোথায় কি রকম মাপের চলন আছে, সরকার হইতে তাহার তদন্ত হইয়া সেই মাপ ধার্য্যের নিয়ম হইবে। অন্য নিয়মের মাপ চলিত আছে, সরকারের ধার্য্য মাপ চলিত নাই, এ কথা যিনি বলিবেন, তাঁহাকেই তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। সেই বিপরীত প্রমাণ যাবৎ না দর্শান হয় তাবৎ সরকার বাহাদুরের ধার্য্য মাপই ঠিক বলিয়া ধরা যাইবে।]

কার্য্যাধ্যক্ষের কথা।

কেন সহাধিকারিগণ একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ করিতে পারিবার কথা।

৯৩ ধারা। কোন মহালের বা মধ্যস্বত্বের কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে তাহার সহাধিকারীদের মধ্যে যদি কোন বিবাদ থাকে, এবং সেই কারণে

(ক) সাধারণের অসুবিধা, কিম্বা

(খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টর

সাহেবের, এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে ঐ মহালে বা মধ্যস্বত্বে যাহার কোন স্বার্থ থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে,কেন উক্ত সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না, তাহার কারণ দর্শাইবার আদেশসূচক নোটিস তাঁহাদের সকলের উপর জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা মধ্যস্বত্বের সহাধিকারী যে স্বার্থের দাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাঁহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহাধিকারী হইলে তাঁহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের [৭] আইনমতে রেজিষ্টরী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

[মহালের বা মধ্যস্বত্বের সরিকদের মধ্যে যদি কার্য্যাধ্যক্ষতা অর্থাৎ আদায় তহসীল আদি বিষয় কার্য্যের কর্তৃত্ব লইয়া বিবাদ হয়, তাহা হইলে সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ অর্থাৎ এজমালী কর্ম্মকর্ত্তা বাহালের জন্ম জেলায় জজ সাহেবের কাছে দরখাস্ত হইতে পারিবে।

যে স্থলে ঐ সরিকান্-বিবাদে সর্ব্বসাধারণ লোকের অসুবিধা হয়, সে স্থলে কালেক্টর সাহেব ঐ দরখাস্ত করিতে পারিবেন, আর যে স্থলে ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বের হানি কিম্বা স্বত্বহানির সম্ভাবনা হয়, সে স্থলে সেই মহালে বা মধ্যস্বত্বে যাহার স্বার্থ আছে, এরূপ কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

এজমালী কর্ম্মকর্ত্তা কেন বাহাল হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য জজ সাহেব সকল সরিকের উপর নোটিশ দিতে পারিবেন।

ফলত মহালে বা মধ্যস্বত্বে যাহার প্রকৃতপক্ষে দখল নাই,

অথবা মহালে যাহার ৭ আইন মতে অংশের পরিমাণে নামজারী নাই, এরূপ সরিক ব্যক্তি ঐ দরখাস্ত করিতে পারিবেন না।]

কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

৯৪ ধারা। যদি পূর্ব্ব ধারামত নোটিস জারী হইবার পর এক মাসের মধ্যে উক্ত সহাধিকারিগণ পূর্ব্বোক্তরূপ কারণ দেখাইতে না পারেন, তবে জিলার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবাব আদেশসূচক আজ্ঞা দিতে পারিবেন; এবং ঐ আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে যে কোন সহাধিকারী উপস্থিত হন নাই, ঐ আজ্ঞার নকল তাঁহার উপর জারী করা যাইবে।

আজ্ঞা পালিত না হইলে কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৯৫ ধারা। পূর্ব্ব ধারামত আজ্ঞা হইবার পর এক মাসের অন্যূন যে সময় জিলার জজ সাহেব এতদর্থে ধার্য্য করিয়া দেন, সেই সময়ের মধ্যে অথবা উক্ত ধারার আদেশমতে উক্ত আজ্ঞা জারী করা হইয়া থাকিলে, ঐরূপ জারী করিবার পর এক মাস মধ্যে যদি সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত না করেন, এবং জিলার জজ সাহেবের অবগতি নিমিত্ত ঐ নিয়োগের সম্বাদ না দেন, তবে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক বন্দোবস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, জিলার জজ সাহেবকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া না গেলে, তিনি

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ উক্ত মহালের

বা মধ্যস্বত্বের কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার লইতে সম্মত হন, সেই স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ দ্বারা ঐ মহালের বা মধ্যস্বত্বের কার্য্যাধ্যক্ষতা হইবার আদেশ দিতে পারিবেন ; কিম্বা

(খ) যে কোন স্থলে [অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রেই] এক জন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

পূর্ব্বধারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে কার্য্যকরণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৯৬ ধারা। কোন স্থানের অন্তর্গত যে সকল মহালের ও মধ্যস্বত্বের নিমিত্ত পূর্ব্বধারার (খ) প্রকরণমতে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়, সেই সকল মহালের ও মধ্যস্বত্বের কার্য্যাধ্যক্ষতা করণার্থ উক্ত স্থানের নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ; এবং কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ নিযুক্ত করা গেলে, জিলার জজ সাহেব উক্ত প্রকরণমতে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন মহাল সম্বন্ধে যদি জজ সাহেব সহাধিকারিগণের এক জনকে কার্য্যাধ্যক্ষ স্বরূপ নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন, তবে এই বিধি খাটিবে না।

[কতকটা স্থান ব্যাপিয়া কার্য্যাধ্যক্ষতা করিবার জন্য সরকার হইতে এক এক জন ম্যানেজার বাহাল হইতে পারিবে। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডে বিষয় না দিয়া জজ সাহেব যে স্থলে এজমালী কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিবেন, সে স্থলে যে ম্যানেজারের এলেকার ভিতর ঐ বিষয় পড়ে সেই ম্যানেজারকেই নিযুক্ত করিতে হইবে, অন্য ব্যক্তি নিযুক্ত হইতে পারিবে না। তবে মহালের কোন সরিককে এজমালী কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিলে তাহাতে বাধা হইবে না।]

৯৭ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ ৯৫ ধারামতে কোন মহালের বা মধ্যস্বত্বের কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করেন, সেই স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের যে সমস্ত বিধান স্থাবর সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্পর্কীয় হয়, সেই সমস্ত বিধান, উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে খাটিবে।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে খাটিবার কথা।

৯৮ ধারা। (১) জিলার জজ সাহেব উচিত বোধ করিলে সময়ে সময়ে যেরূপ আদেশ করেন, ৯৫ ধারামতে নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ পারিশ্রমিক স্বরূপ সেইরূপ অবধারিত বেতন, কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষরূপে তিনি যে টাকা আদায় করেন, সেই টাকার সেইরূপ শতকরা, অথবা অংশতঃ এক প্রকারে ও অংশত অন্য প্রকারে [অর্থাৎ কতক বেতন, কতক শতকরা] প্রাপ্ত হইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষের প্রতি যে যে বিধান বর্ত্তিবে তাহার কথা।

(২) জিলার জজ সাহেব যেরূপ জামিন দিবার আদেশ করেন, উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ যথাবিধি আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার সেইরূপ জামিন দিবেন।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে স্বত্বাধিকারীরা সংসৃষ্টভাবে যে সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিতেন, তিনি জিলার জজ সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে কার্য্যাধ্যক্ষতা নিমিত্ত সেই সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, এবং সহাধিকারীরা ঐরূপ কোন ক্ষমতানুসারে

কার্য্য করিবেন না, [অর্থাৎ সরিকদের সকল ক্ষমতাই লোপ হইবে, আর সেই কার্য্যাধ্যক্ষ সকল সরিকের স্বরূপ হইয়া সকল ক্ষমতাই চালাইবেন।]

(৪) তিনি জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞানুসারে লভ্য লইয়া কার্য্য করিবেন ও তাহা বণ্টন করিয়া দিবেন।

[মুনাফার টাকায় জজ সাহেব যাহা করিতে বলিবেন, এবং যাহাকে যেমন বাঁটয়ারা করিয়া দিতে বলিবেন, কার্য্যাধ্যক্ষ সেইরূপই করিবেন।]

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন এবং সহাধিকারিদিগকে বা তাঁহাদের কোন ব্যক্তিকে উক্ত হিসাব দেখিতে ও উহার নকল লইতে দিবেন।

(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ের ও যে পাঠের আজ্ঞা করেন, তিনি সেই সময়ে ও সেই পাঠে আপনার হিসাব পাস করিবেন।

(৭) ভূস্বামীরা ১০৩ ধারামতে যে কোন প্রার্থনা করিতে পারিতেন, তিনি সেই প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(৮) জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।

সহাধিকারিগণকে কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

৯৯ ধারা। কোন মহাল বা মধ্যস্বত্ব কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতাধীনে স্থাপন করা গেলে, কিম্বা ৯৫ ধারা-মতে তন্নিমিত্ত একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা গেলে, যদি জিলার জজ সাহেবের এইরূপ হৃদ্বোধ জন্মে যে, সাধারণের

অসুবিধা বা ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি বিনা, সহাধি-কারিদের দ্বারা সংসৃষ্টভাবে কার্য্যাধ্যক্ষতা চলিবে, তবে তিনি যে কোন সময়ে সহাধিকারিদিগকে উক্ত মহালের বা মধ্যস্বত্বের কার্য্যাধ্যক্ষতাভার প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

[জজ সাহেব যখন বুঝিবেন যে সরিকদের হাতে বিষয় ছাড়িয়া দিলে সাধারণের অসুবিধা কি ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, তখন সরিকদের হাতে আবার বিষয় ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।]

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০০ ধারা। হাইকোর্ট সময়ে সময়ে পূর্ব্ব কএক ধারামত কার্য্যাধ্যক্ষদের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

---

১০ অধ্যায়।

স্বত্বের লিখন ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি

["স্বত্বের লিখন" ১০২ ধারাতে ব্যক্ত হইয়াছে।]

জরীপ করিবার ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১০১ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এবং পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে ঐরূপ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া, এইরূপ আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক

কোন স্থানের ভূমি সম্বন্ধে জরীপ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করা যায়।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতি পূর্ব্বে গ্রহণ না করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,—

(ক) যে স্থলে ভূম্যধিকারী কিম্বা ভূম্যধিকারীদের বা প্রজাদের অনেকাংশ লোকে উক্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশমত টাকা আমানত করেন, বা তজ্জন্য জামিন দেন, সেই স্থলে ;

(খ) যে স্থলে ঐরূপ লিখন প্রস্তুত করিলে, সাধারণতঃ প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে গুরুতর বিবাদ আছে বা হইবার সম্ভাবনা, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে, সেই স্থলে।

(গ) যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ যাহার মালিক বা কার্য্যাধ্যক্ষ এরূপ কোন মহালের বা মধ্যস্বত্বের মধ্যে উক্ত স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই স্থলে ; এবং

(ঘ) যে স্থলে উক্ত স্থানসম্বন্ধে রাজস্ব ধার্য্য [অর্থাৎ সরকার বাহাদুরের মালগুজারি বন্দোবস্ত] হইতেছে, সেই স্থলে।

(৩) এই ধারামতে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজকীয় গেজেটে দেওয়া গেলে তাহাই উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তাহার কথা।

১০২ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে যে যে বিশেষ কথা লিখিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় তাহা নির্দ্দেশ করা যাইবে, ও অন্য বৃত্তান্ত ব্যতীত বা তদতিরিক্ত নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতকগুলি তন্মধ্যে থাকিতে পারিবে, অর্থাৎ—

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম ;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী, কি মোকররী হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত, কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত, কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত, কি কোর্ফা রায়ত ; এবং তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী হইলে, তিনি কায়েমি মধ্যস্বত্বাধিকারী কি না, এবং তাঁহার মধ্য স্বত্ব থাকিতে তাঁহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারে কি না ;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা ;

(ঘ) তদীয় ভূম্যধিকারীর নাম ;

(ঙ) দেয় খাজনা ;

(চ) চুক্তিক্রমে কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি প্রকারান্তরে হউক, যে প্রকারে উক্ত খাজানা ধার্য্য হইয়া থাকে, তাহা।

(ছ) খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, যে সময়ে ও ক্রমে [অর্থাৎ যেমন যেমন ক্রম অবলম্বনে] বৃদ্ধি হয় তাহা।

(জ) যদি প্রজাস্বত্বের কোন বিশেষ নিয়ম ও অনুষঙ্গ থাকে তাহা।

১০৩ ধারা। ভূস্বামী বা মধ্যস্বত্বাধিকারী প্রার্থনা করিলে ও যত টাকা খরচ দিবার আদেশ হয়, তাহা আমানত করিলে বা তজ্জন্য জামিন দিলে, এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে কোন রাজস্ব-কর্ম্মচারী মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা তাহার অংশ সম্বন্ধে পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

ভূস্বামীর বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর প্রার্থনামতে রাজস্বকর্ম্মচারীর বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

১০৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে যদি ইহা দেখা যায় যে, যে প্রজা যে ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতেছেন, তদতিরিক্ত বা তন্ন্যূন ভূমি ভোগ করিতেছেন না, এবং যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা খাজানা ধার্য্য করণার্থ প্রার্থনা না করেন, তাহা হইলে উক্ত কর্ম্মচারী প্রজার দেয় খাজানা ও যে ভূমি সম্বন্ধে ঐ খাজানা দেয় হয়, তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

খাজানা লিপিবদ্ধ বা ধার্য্য করিবার সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) যদি ইহা দেখা যায় যে, প্রজা যে ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতেছেন, তদতিরিক্ত বা তন্ন্যূন ভূমি ভোগ করিতেছেন, অথবা যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা খাজানা ধার্য্য করণার্থ প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে, অথবা ১০১ ধারার (২) প্রকরণের (ঘ) দফার স্থল হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী প্রজার ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন।

(৩) এই ধারামতে খাজানা ধার্য্য করিতে হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, উক্ত কর্ম্মচারী বর্ত্তমান খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন এবং খাজানা বাড়াইবার বা কমাইবার বিষয়ে এই আইনে দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

লিখন প্রকাশ করিবার কথা।

১০৫ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী এই অধ্যায়মতে কোন লিখন সম্পূর্ণ করিলে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ও নির্দ্দিষ্ট কাল ধরিয়া ঐ লিখনের পাণ্ডুলেখ্য [অর্থাৎ খশড়া] ঐ স্থানে প্রকাশ করাইবেন, এবং উক্ত কালমধ্যে ঐ লিখনের কোন লেখা সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারী উক্ত লিখন চূড়ান্তরূপে স্থির করিয়া ফেলিবেন ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উহা ঐ স্থানে প্রকাশ করাইবেন; এবং উক্ত লিখন যে এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা গিয়াছে, ঐরূপ প্রকাশ করণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

লিখনের লেখাসম্বন্ধে বিবাদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০৬ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে উক্ত লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে এই অধ্যায়মতে ধার্য্য করা খাজানার কথা ছাড়া কোন লেখার শুদ্ধতাসম্বন্ধে অথবা রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ লিখন হইতে কোন কথা বাদ দিলে বা দিবার প্রস্তাব করিলে তাহার

ঔচিত্য সম্বন্ধে বিবাদ উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ বিবাদ শ্রবণ করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

রাজস্ব কর্ম্মচারীর যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহার কথা।

১০৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে খাজানা ধার্য্য করিবার সমুদায় আনুষ্ঠানিক কার্য্যে রাজস্ব কর্ম্মচারী দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধি মানিয়া উক্ত কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন, এবং ঐরূপ আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীলের কথা।

১০৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীল শুনিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বিশেষ জজ বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

(২) এই অধ্যায়মত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিষ্পত্তির উপর বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে, এবং আপীল সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা উক্ত আপীল সম্বন্ধে যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ জজ হাইকোর্টের অধীন আদালত হইলে যেরূপ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাধীনে ১০৬ ধারামত

কোন মোকদ্দমায় তাঁহার নিষ্পত্তির উপর হাইকোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

কিন্তু দ্বিতীয় [অর্থাৎ খাশ] আপীলে যদি হাই-কোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা ধরিয়া কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের খাজানা ধার্য্য হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট ঐ মধ্যস্বত্বের বা যোতের নিমিত্ত নূতন খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধার্য্য করিবার বেলা একই লিখনের মধ্যে সেই শ্রেণীর অন্যান্য মধ্যস্বত্বের বা যোতের খাজানা ১০৪ ধারা মতে যেরূপ নির্ণীত বা ধার্য্য হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া চলিবেন।

লিখনের যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ না থাকে তাহা অনুমানসিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবার কথা।

১০৯ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিখন প্রস্তুত করা যায়, তাহাতে যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, ইহা পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

(২) উক্ত লিখনের যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

যে সময়ে খাজানা ধার্য্য করণ ফলবৎ হইবে, তাহার কথা।

১১০ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন খাজানা ধার্য্য করা গেলে, উক্ত লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি উক্ত ধার্য্যকরণ ফলবৎ হইবে।

১১১ ধারা। ১০১ ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে,

লিখন প্রস্তুত করণ-কালে দেওয়ানী আদালতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বন্ধ থাকিবার কথা।

(ক) ঐ আজ্ঞা যে স্থান সম্পর্কে হয়, সেই স্থানের অন্তর্গত কোন প্রজার খাজানা পরিবর্ত্তন বা অবস্থা নিরূপণ নিমিত্ত কোন দেওয়ানী আদালত উক্ত লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন মোকদ্দমা বা প্রার্থনা গ্রহণ করিবেন না; এবং

(খ) কোন দেওয়ানী আদালতে ঐরূপ কোন খাজানা পরিবর্ত্তন করিবার কিম্বা ১০২ ধারার নির্দ্দিষ্ট বা উল্লিখিত কোন বিষয় নিরূপণ করিবার কোন কার্য্যানুষ্ঠান উপস্থিত থাকিলে, হাইকোর্ট যদি উচিত বোধ করেন, তবে তাহা কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীকে হস্তান্তর করিয়া দিতে পারিবেন।

১১২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি বুঝিতে পারেন যে, পশ্চাল্লিখিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা সাধারণের সুধারা বা স্থানীয় মঙ্গলার্থে আবশ্যক, তবে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত সমূদয় বা কোন ক্ষমতা এই অধ্যায়মতে কর্ম্মকারী কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীকে দিতে পারিবেন, যথা—

বিশেষ স্থলে বিশেষ বন্দোবস্তের অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) সমুদয় খাজানা ধার্য্য করিবার ক্ষমতা;

(খ) উক্ত কর্ম্মচারীর বিবেচনায় যদি বর্ত্তমান খাজানা রাখা, এই আইনে নির্দ্দিষ্ট থাকুক বা না থাকুক, এরূপ কোন কারণে অনুপযুক্ত বা অন্যায্য বোধ হয়, তবে খাজানা ধার্য্য করিবার সময়ে খাজানা কম করিবার ক্ষমতা।

(২) এই ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে সাধারণতঃ বা বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমা বা বিশেষ শ্রেণীর মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন বিশেষ স্থানের মধ্যে কার্য্য করা যাইতে পারিবে।

(৩) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই ধারামতে কার্য্য করিলে, রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রস্তুত খাজানা ধার্য্য করণের লিখন যত কাল মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব চূড়ান্তরূপে দৃঢ় না করেন, ততকাল ফলবৎ হইবে না।

ধার্য্য করা খাজানা যত কাল অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, তাহার কথা।

১১৩ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের খাজানা ধার্য্য করা গেলে ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষ সাধন কিম্বা পরে মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমি পরিমাণ পরিবর্ত্তন হেতুক না হইলে মধ্যস্বত্বের বা দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত যোতের বেলা পনের বৎসর, এবং দখলীস্বত্বশূন্য যোতের বেলা ১১২ ধারামত কোন স্থলে কিম্বা ১০৪ ধারামত ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে খাজানা ধার্য্য করা হইয়া থাকিলে পাঁচ বৎসর, উক্ত খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

উক্ত পনের ও পাঁচ বৎসর কাল উক্ত লিখন চূড়ান্ত-রূপে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে।

১১৪ ধারা। ১০১ ধারার [২] প্রকরণের [ঘ] দফার স্থল ভিন্ন কোন স্থলে এই অধ্যায়-মতে কোন আজ্ঞা করা গেলে, এই অধ্যায়ের বিধান কোন স্থলে সফল করিতে গবর্ণমেণ্টের যে সমুদয় খরচ পড়ে, তাহা; কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত খরচের যে অংশ দিবার আদেশ করেন, সেই অংশ, ঐ স্থানের ভূম্যধি-কারী ও প্রজারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক স্থলে সমুদয় ভাবগতিক বিবেচনায় যেরূপ হারহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারহারীমতে দিবেন; এবং কোন ব্যক্তির খরচের হারহারীমতে যে অংশ তদ্রূপে দিতে হয়, তাহা গবর্ণমেণ্ট তাঁহার দেয় বাকী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠানের যে খরচ পড়ে তাহার কথা।

১১৫ ধারা। কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে ১০২ ধারার (খ) প্রকরণের লিখিত বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে পর ৫০ ধারামত অনু-মান ঐ প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে খাটিবে না।

লিখন প্রস্তুত হইয়া থাকিলে, মোকররী খাজানা সম্বন্ধীয় অনু-মান না খাটিবার কথা।

১১ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

খামার জমী সংরক্ষণের কথা।

১১৬ ধারা। ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বঙ্গদেশে খামার, নিজ বা নিজ যোত নামে এবং বেহারে জেরাত, নিজ, সের বা কামাত নামে যে ভূমি খ্যাত, কএক সনের মিয়াদী পাট্টাক্রমে কিম্বা সন বসন পাট্টাক্রমে সেই ভূমি ভোগ করা গেলে, ৫ অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব জন্মিবে না এবং ৬ অধ্যায়ের কোন কথাই তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না।

[৬ অধ্যায়ে দখলীস্বত্বহীন রায়তের স্বত্ব প্রভৃতির কথা আছে।]

ভূস্বামীর নিজ জমী জরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

১১৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে এইরূপ আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন নির্দ্ধারিত স্থানে ইহার পূর্ব্ব ধারার মর্ম্মানুযায়ী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া যে সকল জমী থাকে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী তাহা জরীপ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন।

ভূস্বামী বা প্রজার প্রার্থনামতে নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর ক্ষমতার কথা।

১১৮ ধারা। ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া কোন জমী কথিত হইলে, উক্ত জমীর ভূস্বামীর বা কোন প্রজার প্রার্থনামতে ও খরচের যত টাকা আবশ্যক হয়, তিনি সেই টাকা আমানত করিলে, কোন রাজস্ব কর্ম্ম-

চারী এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে বিধি প্রণয় করেন, সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে, উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, ইহা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৯ ধারা। কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে, ১০৫ অবধি ১০৯ পর্য্যন্ত সমুদয় ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি।

১২০ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজ যোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী, এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রাম্যাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের নিজ, নিজ যোত কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩

সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পূর্ব্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না, এই কথার প্রতি এবং অন্য যে কোন প্রমাণ উপস্থিত করা যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

---

১২ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

[অর্থাৎ খাজানা আদায়ের নিমিত্ত ফসল আটক করিবার বিধি।]

যে যে স্থলে ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে, তাহার কথা।

১২১ ধারা। কোন রায়তের বা কোর্ফা রায়তের [নিকট] ভূম্যধিকারীর বাকী খাজানা পাওনা হইলে ও এক বৎসরের অধিক কাল পাওনা হইয়া না থাকিলে [যে তারিখে খাজানা পাওনা হইয়াছে সেই অবধি এক বৎসর মধ্যে] এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী কোন জামিন না লইয়া থাকিলে উক্ত ভূম্যধিকারী আইনমতে অন্য যে প্রতিকার পাইতে পারেন তদতিরিক্ত দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া

এই প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে, উক্ত আদালত ঐ কৃষকের দখলে যাহা আছে,

[এই ধারার মর্ম্ম এই যে, যোতের উৎপন্ন যে পর্য্যন্ত মলাই কি গোলাজাত না হয়, সে পর্য্যন্ত যেখানেই কেন থাকুক না, এক বৎসরের বাকীর জন্য আটক করা যাইতে পারে। প্রজার কাছে যদি খাজানার জামিন লওয়া হইয়া থাকে, তবে উৎপন্ন আটক করা চলিবে না। ঘরাও আটকও চলিবে না, এই অধ্যায়ের বিধান মতে আদালতে দরখাস্ত করিয়া আটক করিতে হইবে। ৭ আইন মতে যাঁহার নাম জারী নাই, তিনি ফসল আটকের দরখাস্ত করিতে পারিবেন না। পূর্ব্ব বৎসরে যে খাজানা ছিল, তাহা অপেক্ষা বেশি খাজানার দাবি থাকিলে, সে বেশির জন্য আটক চলিবে না, তবে লেখাপড়া থাকিলে কি আইনমতে বেশি খাজানা ধার্য্য কি সাব্যস্থ হইয়া থাকিলে, সে বেশির জন্য আটক করা চলিবে। যে স্থলে ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতি লইয়া যোত কোরফা বিলি হইয়াছে, সে স্থলে সে ভূমির উৎপন্নও আটক হইবে না।]

(ক) এরূপ যে কোন শস্য বা ভূমির অন্য উৎপন্ন ঐ যোতে কাটা বা তোলা না হইয়া থাকে, ও

(খ) এরূপ যে কোন শস্য বা ভূমির অন্য উৎপন্ন উক্ত যোতে জন্মিয়াছে, এবং কাটা বা তোলা গিয়া ঐ যোতে কিম্বা (ক্ষেত্রেই হউক বা বাটীতেই হউক) খামার বা শস্য মাড়াই প্রভৃতি করিবার স্থানে, রাখা হইয়াছে,

তাহা [অর্থাৎ (ক) যে ফসল কাটা হয় নাই, কিম্বা কাটা হইয়াছে কিন্তু জড় করা হয় নাই, কিম্বা (খ) যাহা কাটিয়া জড় করা হইয়াছে, কি খামারে তোলা হইয়াছে, এরূপ ফশল] ক্রোক করিয়া উক্ত বাকী খাজানা আদায় করেন।

কিন্তু

(১) ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমত অর্থকরণানুযায়ী ভূম্যধিকারীর বা কার্য্যাধ্যক্ষের কিম্বা ঐ ভূম্যধিকারীর বা কার্য্যাধ্যক্ষের বন্ধকগ্রহীতার নাম ও যে ভূমি সম্বন্ধে বাকী খাজানা পাওনা হয়, সেই ভূমিতে তাঁহার স্বার্থের পরিমাণ যদি উক্ত আইনের বিধানমতে রেজিষ্টরী করা না হইয়া থাকে, তবে তৎকর্ত্তৃক ; কিম্বা

(২) পূর্ব্ব কৃষিবৎসরে যোঁতের নিমিত্ত দেয় খাজানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা দিতে হয় এবং যাহা লিখিত চুক্তিতে কিম্বা এই আইনমত বা এতদ্দারা রহিত করা কোন আইনমত কার্য্যানুষ্ঠানক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা আদায়ের নিমিত্ত ; কিম্বা

(৩) যোতের যে কোন অংশ প্রজা ভূম্যধি-কারীর লিখিত সম্মতি লইয়া কোর্ফা বিলি করিয়াছে, সেই অংশের উৎপন্ন সম্বন্ধে,

এই ধারামতে দরখাস্ত করা যাইবে না।

১২২ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামত প্রত্যেক দরখাস্তে এই এই বিশেষ কথা [অর্থাৎ নিম্ন লিখিত বৃত্তান্ত] লিখিত থাকিবে,—

যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।

(ক) যে যোত সম্বন্ধে বাকী খাজানার দাওয়া হয়, তাহা এবং তাহার সীমা ; অথবা যাহাতে তাহা চেনা যায়, এরূপ অন্যান্য বৃত্তান্ত ;

(খ) প্রজার নাম ;

(গ) যে কালের [অর্থাৎ যত দিনের] বাকী খাজানার দাওয়া হয়, তাহা ;

(ঘ) যত টাকা বাকী খাজানা এবং তাহার উপর সুদের দাওয়া থাকিলে, সেই সুদ এবং পূর্ব্ব কৃষি বৎসরে প্রজার দেয় খাজানা অপেক্ষা অধিক টাকার দাওয়া করা গেলে, যে চুক্তি [অনুসারে] বা, স্থলবিশেষে, [অর্থাৎ যেখানে চুক্তি হয় নাই, সেখানে] আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে [অর্থাৎ আদালতঘটিত যে কার্য্যের দ্বারা] ঐ টাকা দেয়, তাহা ;

(ঙ) যে উৎপন্ন ক্রোক করিতে হইবে, তাহার ভাব [অর্থাৎ কি রকম জিনিস] ও আনুমানিক মূল্য ;

(চ) যে স্থানে উহা [অর্থাৎ ঐ উৎপন্ন] পাওয়া যাইবে তাহা [অর্থাৎ সেই স্থানের পরিচয়, যেমন, জমী, কি খামার কি গোলবাড়ী ইত্যাদি] কিম্বা উহা চিনিবার নিমিত্ত অন্য যে যে বৃত্তান্ত প্রচুর হয়, [অর্থাৎ অন্য যে বৃত্তান্তের দ্বারা যথেষ্টরূপ জানিতে পারা যায়] তাহা ; এবং

(ছ) উহা জমীতে থাকিলে বা সংগ্রহ করা না গিয়া থাকিলে, যে সময়ে উহা কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, সেই সময়।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দ্দিষ্টমতে আবেদনপত্রে [অর্থাৎ আরজীতে যেরূপ স্বাক্ষর করিতে ও সত্য পাঠ লিখিতে হয়, ঐ দরখাস্তে সেইরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্য পাঠ লিখিতে হইবে।

১২৩ ধারা। (১) দরখাস্তকারী পূর্ব্ব কএক ধারামত দরখাস্ত দাখিল করিবার সময়ে দরখাস্তের কার্য্য নিমিত্ত সাক্ষ্যস্বরূপ [অর্থাৎ দরখাস্তের পোষকতা করিবার জন্য প্রমাণ স্বরূপ] কোন দলীল আবশ্যক বিবেচনা করিলে, তাহা উক্ত আদালতে দাখিল করিতে পারিবেন।

দরখাস্ত পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা করিতে [অর্থাৎ তাহার এজেহার লইতে] পারিবেন, ও যত দূর সাধ্য কম বিলম্ব করিয়া [অর্থাৎ খুব সত্বর] দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবেন, কিম্বা তাহার পোষণার্থ [অর্থাৎ পোষকতার জন্য] অধিকতর সাক্ষ্য দিবার [অর্থাৎ বাচনিক বা দলীলী প্রমাণ দিবার] নিমিত্ত দরখাস্তকারীর প্রতি অনুমতি দিতে পারিবেন।

(৩) আদালতে (২) প্রকরণমতে কোন দরখাস্ত অবিলম্বে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে, যদি উচিত বোধ করেন, [তবে] দরখাস্তের লিখিত শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কিম্বা দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবার অপেক্ষায় [অর্থাৎ ক্রোকের প্রার্থনা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ শস্য স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৪) যে সময়ে উৎপন্ন শস্য কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, তাহার অনেক কাল পূর্ব্বে এই ধারামতে ঐ শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা গেলে, আদালত যত কাল উচিত বোধ করেন, তত কাল ঐ

আজ্ঞাজারীকরণ স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং উচিত বোধ করিলে ক্রোকের আজ্ঞা জারী হইবার অপেক্ষায় ঐ শস্য স্থানান্তর করা নিষেধ করিয়া আর এক আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কথা।

১২৪। পূর্ব্ব ধারামতে কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য করা গেলে, আদালত তল্লিখিত উৎপন্ন শস্যাদি, অথবা ঐ শস্যাদির যে অংশ উচিত বোধ করেন, সেই অংশ [অর্থাৎ আদালতের বিবেচনা মতে সমস্ত শস্য কিম্বা কতক শস্য] ক্রোক করিবার নিমিত্ত একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিবেন: এবং ঐ শস্যাদি যেখানে থাকে, উক্ত কর্ম্মচারী সেই স্থানে গিয়া আপনি ঐ শস্যাদি লইয়া, অথবা আপনার পক্ষে তাহা অন্য কোন ব্যক্তির জিম্মায় রাখিয়া, এবং হাইকোর্ট সেই মর্ম্মের যে বিধি করেন, তদনুসারে ক্রোকের বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ঐ উৎপন্ন শস্যাদি ক্রোক করিবেন।

কিন্তু যে উৎপন্ন শস্যাদির ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যায় না, [অর্থাৎ যে শস্যাদি পচিয়া যায় কি নষ্ট হইয়া যায়, যেমন ফল ফুলরি ইত্যাদি] সেই শস্যাদি কাটিবার বা সংগ্রহ করিবার সময়ের পূর্ব্বে বিশ দিনের ন্যূন কোন সময়ে [অর্থাৎ কাটিবার কি তুলিবার উপযুক্ত যখন হইবে তাহার অন্তত পক্ষে ২০ দিন থাকিতে যদি ক্রোক করান না যায়, তবে] এই ধারামতে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

১২৫ ধারা। (১) ক্রোককারী কর্ম্মচারী ক্রোক করিবার সময়ে পাওনা বাকী খাজানার ও ক্রোক করিবার খরচের দাবীপত্র [অর্থাৎ বাকীর এবং খরচার] লিখিয়া বাকীদারের উপর জারী করিবেন এবং যে যে হেতুতে ক্রোক করা যায়, তাহা দর্শাইয়া ঐ [তলবের] সঙ্গে [বাকীর এবং খরচার] এক হিসাব দিবেন।

দাবীপত্র ও হিসাব জারী করিবার কথা।

(২) যে স্থলে ক্রোককারী কর্ম্মচারী এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে, বাকীদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোককৃত সম্পত্তির মালিক, [যেমন, কোরফাদার কি সরিক প্রজা যাহার নাম ভূম্যধিকারীর শেরেস্তায় জারি নাই,]

সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপরও দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল জারী করিবেন।

(৩) দাবীপত্র ও হিসাব, সাধ্য হইলে, যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে, নিজ তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে ; [অর্থাৎ সাধ্যপক্ষে বাকীদারের হাতে দিয়া জারী করিতে হইবে] কিন্তু যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে, সেই ব্যক্তি পালাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিম্বা অন্য কারণে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে, তিনি সচরাচর যে বাটীতে বাস করেন, সেই বাটীর বহির্ভাগে কোন সুপ্রকাশ স্থানে উক্ত কর্ম্মচারী উক্ত দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল লাগাইয়া দিবেন।

১২৮ ধারা। ক্রোক করা দ্রব্য যেখানে থাকে, সেই স্থানে নীলাম করা যাইবে; কিম্বা যদি ক্রোককারী কর্ম্মচারীর এরূপ মত হয় যে, নিকটস্থ সাধারণের গমনাগমনের স্থানে নীলাম হইলে অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে নীলাম হইবে।

নীলাম হইবার স্থানের কথা।

১২৯ ধারা। (১) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন দ্রব্যের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে, তাহা কাটিবার বা তুলিবার ও সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে বিক্রয় করা যাইবে না।

ক্ষেত্রস্থ শস্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

(২) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন দ্রব্যের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না, সেই সকল ফসল প্রভৃতি কাটিবার বা তুলিবার পূর্ব্বে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে [অর্থাৎ যাহা তুলিলে নষ্ট হয় তাহা জমীতেই নীলাম হইবে]; এবং ক্রেতা নিজে কিম্বা এতদর্থে তাহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা [অর্থাৎ খরিদদার স্বয়ং বা তাহার তরফের লোক] উক্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া ঐ ফসল প্রভৃতির রক্ষা করিতে ও তাহা কাটিতে বা তুলিতে গেলে, যাহা কিছু আবশ্যক হয়, তাহা করিতে স্বত্ববান হইবেন।

১৩০ ধারা। নীলামকারক কর্ম্মচারী যেরূপ পরামর্শসিদ্ধ জ্ঞান করেন, সেইরূপ এক বা অধিক লাটে উক্ত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে; এবং ক্রোক ও নীলাম করিবার খরচা সমেত দাবীর টাকা উক্ত সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, তৎক্ষণাৎ অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে, তাহার কথা।

[নীলাম করিতে করিতে দাবি মায় খরচা শোধ হইবা মাত্র নীলাম বন্ধ হইয়া বাকী ফশলের ক্রোক খোলাসা হইবে।]

১৩১ ধারা। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, যদি নীলামকারক কর্ম্মচারীর বিবেচনায় তাহার উপযুক্ত মূল্য ডাক না হয়, এবং ঐ সম্পত্তির মালিক অথবা তাঁহার পক্ষে কার্য্য করিতে ক্ষমতা-প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পরদিন পর্য্যন্ত কিম্বা নীলামের স্থানে হাট হইয়া থাকিলে, পরবর্ত্তী হাটের দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করেন, তবে সেই দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখা যাইবে ও সেই দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে কোন মূল্য দিবার প্রস্তাব হউক না কেন, [অর্থাৎ মুলতুবি নীলামে যে দামেই হউক না কেন, বিনা ওজরে] বিক্রয় কার্য্য সম্পূর্ণ করা যাইবে।

বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।

১৩২ ধারা। প্রত্যেক লাটের মূল্য নীলামের সময়ে কিম্বা নীলামকারক কর্ম্মচারী তৎপরে যত শীঘ্র দিবার আদেশ করেন দেওয়া যাইবে, এবং ঐরূপে টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি পুনর্ব্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।

[নীলামের কর্ম্মচারী যখন দিতে বলিবেন, মূল্যের টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে। না দিলে আবার নীলাম হইবে।]

১৩৩ ধারা। সমস্ত ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলে, নীলামকারক কর্ম্মচারী ক্রেতাকে এক সার্টিফিকেট দিবেন। ক্রেতা যে সম্পত্তি ক্রয় করিলেন, এবং যে মূল্য দিলেন, ঐ সার্টিফিকেটে তাহা লেখা থাকিবে।

ক্রেতাকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

১৩৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তি প্রত্যেক নীলামে যে টাকা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে নীলামকারক কর্ম্মচারী ক্রোকের ও নীলামের যে খরচ পড়ে, তাহা দিবেন [অর্থাৎ আগে কাটিয়া রাখিবেন]। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে বিধি প্রণয়ন করিবেন, সেই বিধির নির্দ্দিষ্ট খরচের হারানুসারে উক্ত খরচ ধরা যাইবে।

নীলামের উৎপন্ন টাকা যেরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার কথা।

(২) যে বাকী খাজনার জন্য ক্রোক হয়, নীলামের দিন পর্য্যন্ত তাহার সুদ সমেত সেই বাকী খাজানা শোধ

করিতে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ করা যাইবে; এবং কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হয়, সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

কোন কোন ব্যক্তিদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

১৩৫ ধারা। এই আইনমত সম্পত্তি নীলামকারক কর্ম্মচারীদিগকে এবং তাঁহাদের নিযুক্ত বা অধীন সকল ব্যক্তিকে নিষেধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা উক্ত কর্ম্মচারীদের নীলাম করা কোন সম্পত্তির নিজে বা অন্যের দ্বারা ক্রয় করিবেন না।

নীলামের পূর্ব্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

১৩৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত ক্রোক করিবার পরে এবং ক্রোক করা সম্পত্তির নীলাম হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে যদি বাকীর, কিম্বা ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক বাকীদার না হইলে তিনি, [অর্থাৎ বাকীদার ছাড়া অন্য ব্যক্তি মালিক হইলে, সেই মালিক] যে আদালত ক্রোকের আজ্ঞা দেন, সেই আদালতে কিম্বা ক্রোককারী কর্ম্মচারীর হস্তে ১২৫ ধারামতে জারী করা দাবীপত্রের নির্দ্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেলে পর যে সকল খরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আমানত করেন, তবে উক্ত আদালত কিম্বা স্থলবিশেষে উক্ত কর্ম্মচারী তাহার রসীদ দিবেন, এবং ঐ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

(২) ক্রোককারী কর্ম্মচারী ঐরূপ আমানত পাইলে উহা তৎক্ষণাৎ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যিনি বাকীদার নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির এরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেলে, যে বাকী খাজনার নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বাকী খাজনার জন্য পরবর্ত্তী কোন দাওয়া হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন।

[স্বয়ং বাকীদার না হইয়াও কোরফাদার প্রভৃতি ফসলের মালিক যদি নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য দাবির টাকা আমানত করিয়া রসীদ পায়, তাহা হইলে "আর কোন ব্যক্তি সেই বাকী খাজনার দায়ে সে ফশল ক্রোক করিতে পারিবে না। কখন কখন এমন ঘটিতে পারে যে, যে ব্যক্তি খাজনার দাবি করিয়া ফশল ক্রোক করাইলেন, আদৌ তাঁহার কোন স্বত্বই নাই, সে খজানা তিনি পাইতে পারেন না। এমত ক্ষেত্রে স্বয়ং বাকীদার না হইয়াও ফশলের মালিক যদি টাকা আমানত করে তাহা হইলে সে পরিমাণ বাকীর দায় হইতে তাহার ফশল সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইবে।]

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের বৈধতার প্রতিবাদ করিয়া এবং তজ্জন্য হানিপূরণ পাইবার দাওয়া করিয়া দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আমানত করিবার তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদালত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আমানতী টাকা হইতে তাঁহার পাওনা টাকা দিবেন।

[আমানতের তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে যদি উৎপন্নের মালিক অন্যায় ক্রোক বলিয়া আপত্তি এবং ক্ষতিপূরণের নালিশ না করে, তবে ঐ এক মাস গতে ক্রোকের দরখাস্তকারী আপন পাওনা টাকা পাইবেন।]

(৫) কোন অধস্তন প্রজা [অর্থাৎ কোরফা বা পেটাও প্রজা] এই ধারামতে টাকা আমানত করিলে, ভূম্য-

ধিকারী তাহা লইয়াছেন বলিয়া কেবল এই কারণে তিনি তাঁহার প্রজার যোত বা তাহার কোন অংশ পেটাও বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

[কোরফা প্রজার আমানতী টাকা লইলেই যে কোরফা বিলিতে ভূম্যধিকারী সম্মতি দিয়াছেন, এমন কথা বলা চলিবে না।]

পেটাও প্রজা আপন পাট্টা দাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

১৩৭ ধারা। (১) ঊর্দ্ধতন প্রজার ত্রুটিহেতুক যে কোন অধস্তন প্রজার সম্পত্তি এই অধ্যায়মতে বৈধভাবে ক্রোক করা যায়, তিনি [অর্থাৎ সেই অধস্তন প্রজা] পূর্ব্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দিতে হয়, সেই খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং উক্ত ভূম্যধিকারী বাকীদার না হইলে [অর্থাৎ তিনি নিজে সেই মূল বাকীদার না হন, তাহা হইলে তিনি তাহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে ঐরূপে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং [ঐরূপ কাটিয়া লইতে লইতে] যাবৎ বাকীদার পর্য্যন্ত না পঁহুছে, তাবৎ এইরূপ চলিবে।

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্ব্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, এই ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন অংশ কাটিয়া লন নাই, বাকীদারের স্থানে তাহা আদায় করণার্থ তাঁহার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার যে স্বত্ব

আছে; এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই স্বত্বের বিঘ্ন হইবে না।

[আপন পাওনা কাটিয়াও লইতে পারে, কর্ত্তব্যের দাবিতে নালিশও করিতে পারে।]

উর্দ্ধতন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিরোধের কথা।

১৩৮ ধারা। ভূমি পেটাও বিলি করা গেলে, যদি একই সম্পত্তি ক্রোককারী ঊর্দ্ধ-তন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে এই অধ্যায়মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে ঊর্দ্ধতন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব প্রবল হইবে।

[রাইয়ৎ যদি আপন কোরফাদারের নিকট আপন পাওনা খাজানা আদায়ের জন্য সেই কোরফা জমীর ফসল আটক করে, আবার জমীদারও যদি সেই রাইয়তের খাজানা বাকীর জন্য সেই জমীরই ফসল আটক করে, তাহা হইলে জমীদারের আটকই প্রবল গণ্য হইবে। এই রূপ সর্ব্বত্রই উপরওয়ালার আটক অগ্রগণ্য হইবে।]

যে সম্পত্তি আটক আছে, তাহা ক্রোক করিবার কথা।

১৩৯ ধারা। এই অধ্যায়মতে দত্ত ক্রোকের আজ্ঞা এবং ক্রোকের বিষয়ীভূত সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় করণার্থ কোন দেওয়ানী আদালতের দত্ত আজ্ঞা, এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, উক্ত ক্রোকের আজ্ঞা প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত অজ্ঞাক্রমে ঐ সম্পত্তি নীলাম করা গেলে, নীলামের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত যে টাকা আদালত আটক বা বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দেন, সেই আদালতের অনুমতি বিনা ১৩৪ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

[একই সম্পত্তি যদি বাকী খাজানার জন্য এই অধ্যায়মতে আটক হয় আবার অপর দেন-ডিক্রীতেও ক্রোক হয়, তাহা হইলেই বাকী খাজানার আটকই অগ্রগণ্য হইবে। তাহার পর বাকী খাজানার নীলামে যাহা পণ ফাজিল হইবে, সেই পরিমাণ টাকা আবার সেই দেন ডিক্রীর টাকা আদালতের অনুমতির অপেক্ষায় আটক রাখিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইলে ১৩৪ ধারা মতে ফসলের মালিক সেই উদ্বৃত্ত টাকা পাইবে।]

অন্যায় ক্রোকের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার কথা।

১৪০ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন আজ্ঞা করেন, তাহার উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু যে স্থলে ১২১ ধারামতে দরখাস্ত করিবার অনুমতি [অর্থাৎ অধিকার] নাই, সেই স্থলে ঐ ধারামতে দরখাস্ত হওয়াতে যাহার সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কয়েক স্থলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্রোক করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

১৪১ ধারা। (১) স্থানবিশেষে কি কোন শ্রেণীর মোকদ্দমায় কৃষিকার্য্যের বিশেষ ভাব কিম্বা কৃষকদিগের বিশেষ অভ্যাসবশতঃ ভূম্যধিকারীর পক্ষে এই অধ্যায়মতে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিয়া খাজানা আদায় করা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মতে দুঃসাধ্য বোধ হইলে ঐ গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে আদেশ প্রচার করিয়া ভূম্যধিকারী যে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রোক করণার্থে এই অধ্যায়মতে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিবার অধিকারী হইতেন,

তাহা স্বয়ং কি তদীয় কর্ম্মকারক দ্বারা ক্রোক করিবার জন্য তাঁহাকে ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

কিন্তু তদ্রূপ ক্ষমতাক্রমে যে প্রত্যেক ব্যক্তি উৎপন্ন দ্রব্য ক্রোক করেন, তিনি ১২৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন এবং হাইকোর্ট বিধি প্রণয়ন করিয়া যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে যে দেওয়ানী আদালতের ঐ উৎপন্ন দ্রব্য ক্রোক করণার্থ দরখাস্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকে, সেই দেওয়ানী আদালতে অবিলম্বে নোটিস দিবেন। ঐ আদালত সাধ্যমতে বিলম্ব না করিয়া ক্রোক করা ঐ উৎপন্ন দ্রব্য জিম্মায় লইবার নিমিত্ত এক জন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিবেন।

(২) আদালতে কোন কর্ম্মচারী এই ধারামতে ক্রোক করা কোন উৎপন্ন দ্রব্য আপন জিম্মায় লইলে, তাহার পরবর্ত্তী কার্য্য তিনি ১২৪ ধারামতে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রোক করিলে যেরূপে হইত, সর্ব্বতোভাবে সেই রূপেই অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করিয়া থকিলে যে কোন সময়ে উহা রহিত করিতে পারিবেন।

হাইকোর্টের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৪২ ধারা। হাইকোর্ট এই অধ্যায়মত সকল মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত করণার্থে সময়ে সময়ে এই আইন সম্মত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১৩ অধ্যায়।

বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক বিধি।

ভূম্যধিকারী ও প্রজার মোকদ্দমায় বর্ত্তাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক আইন পরিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।

১৪৩ ধারা। (১) হাইকোর্ট সময়ে সময়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদনক্রমে এই আইনসম্মত বিধি প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন যে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিশেষ কোন অংশ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা বলিয়া কোন মোকদ্দমার প্রতি কিম্বা ঐরূপ বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে না, কিম্বা ঐ বিধির নির্দ্ধারিত পরিবর্ত্তন সহকারে বর্ত্তিবে।

(২) ঐরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাধীনে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন ঐরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে।

[প্রজাভূম্যধিকারীঘটিত মোকদ্দমা মামলার কার্য্যপ্রণালী দেওয়ানী কার্য্যবিধি অনুসারে হইবে। তবে সরকার বাহাদুর এ নিয়মের অন্যথা করিতে পারিবেন।]

আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বিচারাধিপত্যের কথা।

১৪৪ ধারা। (১) যে মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্পর্কে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার দখল পাইবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে দেওয়ানী আদা-

লতের ক্ষমতা থাকে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা বলিয়া যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহার হেতু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের কার্য্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূম্যধিকারীর, বা প্রজার প্রার্থনামতে আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, যে মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্পর্কে প্রার্থনা উপস্থিত করা যায়, সেই মধ্যস্বত্ব বা যোতের দখল পাইবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

[যোত কি মধ্যস্বত্ত্বের দখল পাইবার মোকদ্দামা যে দেওয়ানী আদালতের এলাকায় রুজু হইতে পারে অর্থাৎ যে এলাকাতে যোত বা মধ্যস্বত্ব থাকে, প্রজা ভূম্যধিকারীঘটিত সকল মোকদ্দমারই নালিশের কারণ সেই আদালতের এলাকায় উদ্ভব হওয়া জ্ঞান করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রজা ভূম্যধিকারীঘটিত সকল মোকদ্দামাই এবং সকল দরখাস্তই সেই এলাকাতেই দাখিল হইতে পারিবে।]

নায়েব ও গোমস্তাদের স্বীকৃত মোক্তার হইবার কথা।

১৪৫ ধারা। কোন ভূম্যধিকারীর যে কোন নায়েব বা গোমস্তা ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তিনি ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার বা প্রার্থনার কার্য্যপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের অর্থমত উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বীকৃত মোক্তার বলিয়া গণ্য হইবেন।

যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে বা উপস্থিত থাকে, কিম্বা প্রার্থনা করা যায়, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত ভূম্যধিকারী উপস্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে।

[দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৬ ধারায় পরিচিত কর্ম্মচারী অর্থাৎ স্বীকৃত মোক্তারের কথা আছে। এই স্বীকৃত মোক্তারেরা মোকদ্দমার পক্ষদের স্বরূপ হইয়া কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু মূল মালিক আদালতের এলাকার মধ্যে উপস্থিত থাকিলে ঐ স্বীকৃত মোক্তারগণের দ্বারা সকল কার্য্য হইতে পারে না। প্রজা ভূম্যধিকারীঘটিত মোকদ্দমায় এবং আদালত সম্পর্কীয় কার্য্য লিখিত ক্ষমতা-বিশিষ্ট নায়েব ও গোমস্তারা স্বীকৃত মোক্তার বলিয়া গণ্য হইবে, এবং মূল মালিক আদালতের এলাকার মধ্যে উপস্থিত থাকিলেও আদালত সম্পর্কীয় সকল কার্য্য করিতে পারিবে।]

মোকদ্দমার বিশেষ রেজিষ্টরের কথা।

১৪৬ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত বিশেষ বৃত্তান্ত উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টরে না লিখিয়া বিশেষ এক রেজিষ্টরে লিখিতে হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়ে সময়ে যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত ঐ বিশেষ রেজিষ্টর রাখিবেন।

[আদালতের যে বহীতে প্রজা ভূম্যধিকারীঘটিত মোকদ্দমা জমা করিতে হইবে, এ ধারাতে তাহারই বিধান করা হইয়াছে।]

খাজানার ক্রমিক মোকদ্দমার কথা।

১৪৭ ধারা। কোন ভূম্যধিকারী কোন রায়তের বিরুদ্ধে তাহার যোতের কোন খাজানা আদায় করিবার মোক-

দ্দমা উপস্থিত করিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালীবিষয়ক আইনের ৩৭৩ ধারার বিধান মানিয়া, পূর্ব্ব মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি তিন মাস গত না হইলে পর তাহার বিরুদ্ধে ঐ যোতের কোন খাজানা আদায় করিবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না।

[রাইয়তের বিরুদ্ধে বাকী-খাজানার মোকদ্দমা একবার রুজু হইবার পর সেই রুজুর তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে আর বাকী-খাজনার মোকদ্দমা রুজু করা চলিবে না। তবে আরজীর দোষে যে মোকদ্দমা দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৩৭৩ ধারা মতে উঠাইয়া লওয়া হয়, সে মোকদ্দমা পুনর্ব্বার রুজুর পক্ষে এ বাধা হইবে না।]

খাজানার মোকদ্দমায় কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪৮ ধারা। খাজানা আদায় করিবার মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে।—

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১২১ অবধি ১২৭ পর্য্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও ৩০৫ ধারা ও ৩২০ অবধি ৩২৬ পর্য্যন্ত ধারা ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় খাটিবে না।

(খ) আবেদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ কথার অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও নাম ও পরিমাণ ও সীমা লিখিতে হইবে, অথবা বাদী পরিমাণ বা সীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্ত্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

[বাকী খাজনার আরজীতে জমীর ঠিকানা, পরিমাণ এবং চৌহদ্দী, দিতে হইবে। পরিমাণ এবং চৌহদ্দী দিতে না পারিলে জমী যাহাতে

চেনা যায়, এরূপ বিবরণ দিতে হইবে। ইহা ছাড়া সচরাচর দেওয়ানী মোকদ্দমার আরজীতে যাহা থাকে, তাহাও দিতে হইবে]

(গ) কেবল ইস্যু ধার্য্য করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নিমিত্ত সমন দেওয়া যাইবে।

(ঘ) সমন জারী করিতে হইলে যদি হাইকোর্ট বিধিক্রমে সাধারণতঃ কিম্বা কোন স্থানের নিমিত্ত বিশেষ করিয়া আদেশ করেন, তবে অন্য কোন প্রকারে জারী করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্ত্তে প্রতিবাদীর নামে শিরোনামা দিয়া ও ভারতবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩য় খণ্ড মতে রেজিষ্টরী করিয়া পত্রদ্বারা ডাকযোগে সমন পাঠাইয়া তাহা জারী করা যাইতে পারিবে।

ঐরূপে পত্রদ্বারা সমন পাঠান গেলে, ও ঐ পত্র নিয়মিতরূপে রেজিষ্টরী করিয়া ডাকে দেওয়া গিয়াছে ইহার প্রমাণ হইলে, উক্ত সমন যথাবিধি জারী হইয়াছে বলিয়া আদালত অনুমান করিতে পারিবেন।

(ঙ) আদালতের অনুমতি বিনা বর্ণনাপত্র দাখিল করা যাইবে না।

[লিখিত জবাব দিতে হইলেই আদালতের অনুমতি আবশ্যক। এজেহার করিয়া বাচনিক জবাব দিতে অনুমতি চাই না।]

(চ) আপীলের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের

১৮৯ ধারায় সাক্ষিদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা খাটিবে।

[সাক্ষীর জোবানবন্দীর সকল কথা বিচারক লিখিবেন না, কেবল সারমর্ম্ম টুকু লিখিবেন।]

(ছ) বাকী খাজনার নিমিত্ত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে ঐ ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(জ). দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩২ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও কোন ভূম্যধিকারী বাকী খাজানার যে ডিক্রী পান, সেই ডিক্রী যাঁহাকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায়, তাঁহার প্রতি ভূম্যধিকারীর ভূমিগত স্বার্থ না বর্ত্তিয়া থাকিলে, তিনি ঐ ডিক্রী জারী করিবার দরখাস্ত করিবেন না।

[বাকী খাজনার ডিক্রী হস্তান্তর করা চলিবে না, হস্তান্তর করিলেও তাহা জাল হইতে পারিবে না। তবে যাঁহার হাতে সম্পত্তি গিয়াছে, তাঁহার বরাবর হস্তান্তর হইতে পারিবে, তিনি জারিও করিতে পারিবেন।]

তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাকা দেনা আছে স্বীকার করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।

১৪৯ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, খাজানা নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে বাদীর নিকট নহে, তৃতীয় [অর্থাৎ বাদী ছাড়া অপর] কোন ব্যক্তির নিকট ঐ খাজানা দিতে হইবে, তবে আদালত যাবৎ

প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন; অন্যথা [অর্থাৎ বিনা টাকা আমানতে প্রজার জবাব গ্রহণ করিলে, কেন সে জবাব গ্রহণ করিলেন, তাহার] বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে, আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস অবিলম্বে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন।

(৩) ঐ তৃতীয় ব্যক্তি নোটিস প্রাপ্ত হইবার তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থ আজ্ঞা না পাইলে, বাদীর প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে [অর্থাৎ বাদীকে] বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

(৪) বাদীকে (৩) প্রকরণমতে যে টাকা দেওয়া যায় তাঁহার স্থানে তাহা আদায় করিয়া লইবার স্বত্ব কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ স্বত্বের বিঘ্ন হইবে না।

ভূম্যধিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।

১৫০ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, খাজনার বাবদ তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে পাওনা টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার দাওয়া হইয়াছে, তবে আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ দেনা স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে

অস্বীকার করিবেন; অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

টাকার কিয়দংশ দিবার বিধানের কথা।

১৫১ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিতে [অর্থাৎ দাখিল করিতে] দায়ী হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে পশ্চাল্লিখিতরূপ [অর্থাৎ কতক টাকা দাখিলের] আজ্ঞা করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত ঐ টাকার যুক্তিসিদ্ধ যে অংশ দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উত্তর গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

আদালতের রসীদ দিবার কথা।

১৫২ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিলে, আদালত প্রতিবাদীকে রসীদ দিবেন; এবং বাদী বা স্থল বিশেষে তৃতীয় ব্যক্তি রসীদ দিলে, তাহাতে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে উক্ত বাকী খাজানার নিমিত্ত নিষ্কৃতি [অর্থাৎ বাকী খাজানা পরিশোধ] হইত, ঐরূপে যে রসীদ দেওয়া যায়, তাহাতেও [অর্থাৎ আদালতের রসীদেও] সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে নিষ্কৃতি [অর্থাৎ পরিশোধ গণ্য] হইবে।

খাজানার মোকদ্দমায় আপীলের কথা।

১৫৩ ধারা। কোন স্থলে ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় বিরুদ্ধ-দাওয়াবিশিষ্ট পক্ষদের মধ্যে [অর্থাৎ যে যে পক্ষদের মধ্যে বিরোধ হয়, তাহাদের] ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত কিম্বা ভূমি-

গত কোন স্বার্থসংক্রান্ত কোন প্রশ্নের, কিম্বা কোন প্রজার খাজানা বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন করিবার স্বত্বসংক্রান্ত কোন প্রশ্নের, কিম্বা প্রজার বৎসর বৎসর দেয় খাজানার পরিমাণ বিষয়ক প্রশ্নের, নিষ্পত্তি না হইলে ;

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডিশ্যনাল জজ কিম্বা সবর্ডিনেট জজ ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন এবং মোকদ্দমায় দাওয়ার টাকা এক শত টাকার অধিক না হয়, কিম্বা

(খ) যে স্থলে এই ধারামতে চূড়ান্ত বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়,

সেই স্থলে বাকী খাজানা পাইবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, ঐ মোকদ্দমায় প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না। [অর্থাৎ বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মুন্সেফের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে পঞ্চাশ টাকা দাবি পর্য্যন্ত একেবারেই আপীল হইবে না। এবং এক শত টাকার ঊর্দ্ধ দাবি না হইলে আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে, উক্ত বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারকের আইনমতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে ক্রুটি করিয়াছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে গিয়া বেআইনীমতে

বা গুরুতর অনিয়মসহকারে কার্য্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা সম্বন্ধে এই ধারা খাটে, কোন মোকদ্দমায় পূর্ব্বোক্তরূপ কোন বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারক তদ্রূপ ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, জিলার জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার নথী তলব করিতে পারিবেন; এবং যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী যে তারিখ অবধি ফলবৎ হইবে তাহার কথা।

১৫৪ ধারা। কৃষিবৎসরের প্রথম আট মাস [অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের] মধ্যে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই মোকদ্দমায় এই আইনমতে খাজানা বৃদ্ধি করিবার ডিক্রী হইলে, সামান্যতঃ পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা ফলবৎ হইবে; এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে [অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের পর] যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সামান্যতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্ত্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি ফলবৎ হইবে; কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী ফলবৎ হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরবর্ত্তী করিয়া সেই তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা হইবে না।

[যে সনের বৈশাখ অবধি অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা রুজু হইবে, যদি বাদীর ডিক্রী হয়, তবে তাহার পর সন হইতে বৃদ্ধি খাজানা আদায় হইবে। আর পৌষ অবধি চৈত্র মাসের মধ্যে রুজু হইয়া ডিক্রী হইলে পর সনের পর সন হইতে অর্থাৎ মধ্যে এক সন বাদ দিয়া বৃদ্ধি খাজানা আদায় হইবে। কিন্তু বিশেষ

কারণ থাকিলে সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি খাজানা আদায়ের নিয়ম আরও অধিক কাল আদালত পিছাইয়া দিতে পারিবেন। অর্থাৎ প্রজাকে আরও বেশী দিনের জন্য বৃদ্ধি খাজানার দায় হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারিবেন।]

সম্পত্তি দণ্ড হইবার প্রতিকারের কথা।

১৫৫ ধারা। (১) (ক) কোন প্রজা এরূপে ভূমি ব্যবহার করিতেছে, যাহাতে তাহা প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী হয়,

(খ) কিম্বা এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ হইলে, ভূম্যধিকারীর সহিত তাঁহার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে,

এই হেতু ধরিয়া কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে বিশেষ অপব্যবহার [অর্থাৎ যোতের অনুপযোগী করিয়া অন্যায় রূপে ভূমি ব্যবহার] বা নিয়মভঙ্গের আপত্তি হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া যদি ভূম্যধিকারী প্রজার উপর নির্দ্দিষ্ট প্রকারে নোটিস জারী করিয়া থাকেন, এবং যে অপব্যবহার বা নিয়মভঙ্গ ঘটে, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূম্যধিকারী ঐ প্রতিকার করিবার নিমিত্ত প্রজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত অপব্যবহার বা নিয়মভঙ্গের যুক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজা যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে, নতুবা নহে।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর

অনুকূলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে অপব্যবহার বা নিয়মভঙ্গ জন্য যুক্তিসিদ্ধমতে বাদীকে যে ক্ষতি-পূরণ দেয় হয়, তাহার টাকার পরিমাণ এবং আদালতের বিবেচনায় উক্ত অপব্যবহার বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকার যোগ্য কি না এই কথা প্রকাশ থাকিবে, এবং প্রতি-বাদী যে সময়ের মধ্যে ঐ টাকা বাদীকে দিতে পারি-বেন, ও উক্ত অপব্যবহার বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন, উক্ত ডিক্রীতে সেই সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে যে সময় নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়ে সময়ে বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ের বা (স্থলবিশেষে) বর্দ্ধিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতিবাদী ডিক্রীর লিখিত ক্ষতিপূরণের টাকা দেন, এবং অপ-ব্যবহার বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের হৃদ্বোধমতে সেই অপব্যবহার বা নিয়মভঙ্গের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

[প্রজা যদি আপন যোতে এমন কোন কাজ করে যে, সে কাজের দরুণ যোতের ভূমি অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, অর্থাৎ যে জন্য যোত বিলি হইয়াছে, সে কাজ আর তাহাতে হইতে না পারে,

কিম্বা পাট্টাকবুলাতির যে নিয়ম ভগ্ন করিলে উচ্ছেদের সর্ত্ত থাকে, প্রজা যদি সেই নিয়ম ভগ্ন করে,

তাহা হইলেও আপোশে প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না। নালিশ করিয়া উচ্ছেদ করিতে হইবে। অধিকন্তু ঐ নালিশ করিবার পূর্ব্বে প্রজার উপর নোটিশ জারি করিতে হইবে, নহিলে নালিশ গ্রাহ্য হইবে না। ঐ নোটিশের দ্বারা প্রজাকে জানাইতে হইবে যে যোতের সম্বন্ধে তুমি অমুক অন্যায় কাজ করিয়াছ, কিম্বা তুমি পাট্টাকবুলতির অমুক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, এবং সে নিয়ম ভঙ্গের জন্য উচ্ছেদের শর্ত্ত আছে। প্রজার দোষ যদি কোন রকমে সারিবার উপায় থাকে, তাহা হইলে সেই নোটিশে সেই দোষ সারিয়া দিবার জন্য প্রজার উপর আদেশ করিতে হইবে, এবং প্রজার দোষে যে ক্ষতি হইয়াছে, সেই ক্ষতি পূরণের বাবত সঙ্গত রকম দাবিও করিতে হইবে। সেই নোটিশ পাইয়াও বিবেচনা মত সময়ের মধ্যে প্রজা যদি সেই নোটিশের মর্ম্মমতে কাজ না করে, তখন উচ্ছেদের নালিশ চলিবে। যে ফারমে এই বিষয়ের নোটিশ লিখিতে হইবে, তাহা সরকার হইতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে।

আদালত যদি উচ্ছেদের মোকদ্দমায় ডিক্রী দেন, তাহা হইলে প্রজার কৃতকার্য্য জন্য বিবেচনা মত বাদী কত টাকা ক্ষতি পূরণ পাইতে পারেন, এবং প্রজার দোষ সারিবার মত বটে কি না, তাহা ডিক্রীতে লেখা থাকিবে। ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা কত দিনের মধ্যে দিতে হইবে, এবং সারিবার মত দোষ হইলে কত দিনের মধ্যে সেই দোষ সারিয়া দিতে হইবে, তাহাও সেই ডিক্রীতে লেখা থাকিবে। যদি বিশেষ কারণ থাকে, তাহা হইলে সময়ে সময়ে আদালত ঐ ডিক্রীর মেয়াদ বাড়াইয়া দিতে পারিবেন। প্রজা যদি ঐ হুকুম মত কাজ করে, তবে আর ঐ উচ্ছেদের ডিক্রীজারি হইবে না।]

যে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায়, শস্য বপনার্থে প্রস্তুত ভূমি-সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা।

১৫৬ ধারা। যে প্রত্যেক রায়তকে কোন যোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে [অর্থাৎ উচ্ছেদ বিষয়ে সকল রাইয়তেরই প্রতি] নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে।—

(ক) উক্ত রায়ত ঐ যোতের অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্ব্বে শস্য বপনবা রোপণ করিয়া থাকিলে, তিনি ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে, হয় উক্ত শস্য রক্ষা ও সংগ্রহ করণার্থ ঐ ভূমি দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিতেপারিবেন, নয় উচ্ছেদের ডিক্রীজারী-কারী আদালতের আন্দাজমত [উচ্ছেদ করিবার সময়ে] ঐ শস্যের [উচ্ছেদের সময়ে যে] মূল্য [হইতে পারে, তাহা] ভূম্যধিকারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রায়ত আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্ব্বে আপন যোতের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বপন বা রোপণ না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আন্দাজমতে উক্ত ভূমি তদ্রূপে প্রস্তুত করিতে তাঁহার যে পরিশ্রম ও মূলধন লাগিয়াছে, তাহার মূল্য ও ঐ মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ সুদ তিনি উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূম্যধিকারী কোন রায়তের উচ্ছেদ নিমিত্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করিলে পর [অর্থাৎ মোকদ্দমা রুজুর পর] উক্ত রায়ত স্থানীয় রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারামতে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিম্বা তজ্জন্য টাকা পাইতে স্বত্ববান্ হইবেন না।

(ঘ) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তকে কোন ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি দখলে রাখিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি ব্যবহার

ও দখল করণার্থ উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালত যে খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রায়ত ঐ ভূম্যধিকারীকে সেই খাজানা দিবেন।

উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।

১৫৭ ধারা। বাদী কোন অনধিকার প্রবেশকারীকে [অর্থাৎ প্রজা ভিন্ন অপরকে] উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত বোধ করেন, তবে বিকল্পে [অর্থাৎ হয় উচ্ছেদ, না হয়] এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর দখলে যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিমিত্ত সে [অনধিকারী ব্যক্তি] আদালতের নির্ণেয় [অর্থাৎ যে খাজানা ধার্য্য করিয়া দেন সেই] উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়। তাহা হইলে আদালত ঐরূপ প্রতিকার দিতে পারিবেন।

প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ নিরূপণ করিবার প্রার্থনার কথা।

১৫৮ ধারা। (১) কোন ভূমির দখল পাইবার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদালত সেই ভূমির ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রর্থনামতে, নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) ভূমির অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা ;

(খ) তাহার প্রজা থাকিলে, ঐ প্রজার নাম ও বর্ণনা ;

(গ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি মধ্যস্বত্বাধিকারী কি মোকররী হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য কোর্ফা রায়ত, এবং মধ্যস্বত্বাধিকারী হইলে, তিনি কায়েমি মধ্যস্বত্বাধিকারী কি না ও তাঁহার মধ্যস্বত্ব থাকিতে তাঁহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কি না ; এবং

(ঘ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাঁহার যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনায় ইহার মধ্যে কোন বিষয় স্থানীয় তদন্ত বিনা সন্তোষজনকরূপে নিরূপণ করা যাইতে না পারে, তবে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩৯২ ধারামতে প্রণীত বিধিক্রমে যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে তদর্থে ক্ষমতা দেন, তিনি উক্ত আইনের ২৫ অধ্যায়-মতে স্থানীয় তদন্ত লন।

(৩) এই ধারামত কোন প্রার্থনার উপর যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা ডিক্রীর তুল্য ফলবৎ হইবে ও তাহার উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

---

১৪ অধ্যায়।

বাকি খাজানার নিমিত্ত ডিক্রীমত বিক্রয়ের বিধি।

১৫৯ ধারা। কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত তাহার বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় করা গেলে, "সংরক্ষিত স্বার্থ" বলিয়া এই অধ্যায়ে যে যে স্বার্থ নির্দ্দেশ করা গেল সেই সেই স্বার্থ মানিয়া কিন্তু "দায়" বলিয়া এই অধ্যায়ে যে যে স্বার্থ নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া, ক্রেতা ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত গ্রহণ করিবেন।

দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।

কিন্তু

(ক) তদর্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেল সেই স্থল না হইলে এই অধ্যায়ের অর্থমত রেজীষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ঐরূপে অসিদ্ধ করা যাইবে না।

(খ) অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যায়ের আদেশমতে কার্য্য করিতে হইবে।

[বাকী খাজানার নীলাম হইলে খরিদদার সেই বাকী পড়া ভূমির "সংরক্ষিত স্বার্থ" নষ্ট করিতে পারিবেন না, কেবল "দায়" নষ্ট করিতে পারিবেন। কোন্ কোন্ স্বত্বকে "সংরক্ষিত স্বার্থ' বলে, তাহা ১৬০ ধারায় আছে। 'দায়' কাহাকে বলে, তাহা ১৬১ ধারার (ক) প্রকরণে আছে। ইহারই মধ্যে আবার ১৬১ ধারার (খ) প্রকরণে কতকগুলি দায়কে "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" বলা আছে। বাকী খাজানার নীলাম খরিদদার এই রেজিষ্টরী করাও বিজ্ঞাপিত দায়" সচরাচর নষ্ট করিতে পারিবেন। ১৬৪ ধারা মতে যদি ঐ "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" রহিত করিবার ক্ষমতা তিনি প্রাপ্ত হন। তবেই ১৬৭ ধারা মতে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া সে দায় রহিত করিতে

পারিবেন। ফলে যে কোন প্রকার দায় রহিত করিতে গেলেই ঐ ১৬৭ ধারা মতে চলিতে হইবে।]

সংরক্ষিত স্বার্থের কথা।

১৬০ ধারা। নিম্নলিখিত স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য হইবে।—

(ক) যে কোন অধীন মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে, তাহা; [বাকী খাজানার নীলামেও নষ্ট হইবে না।]

(খ) যে কোন অধীন মধ্যস্বত্ব কোন চলিত কিয়ৎকালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উক্ত বন্দোবস্তের মিয়াদ পর্য্যন্ত অবধারিত খাজানা দায়ী মধ্যস্বত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা। [অর্থাৎ সরকারী বন্দোবস্তের মেয়াদী মধ্যস্বত্ব মেয়াদতক নষ্ট হইবে না।]

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কারখানা, কিম্বা অন্যরূপ স্থায়ী ইমারতাদি নির্ম্মিত হইয়াছে কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুষ্করিণী, খাল, ভজনালয়, শ্মশান বা গোরস্থান করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাট্টাই স্বত্ব;

(ঘ) দখলীস্বত্ব;

(ঙ) আদালত ৬ অধ্যায়মতে কিম্বা কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী ১০ অধ্যায়মতে যে খাজানা ধার্য্য করেন, সেই খাজানা দিয়া দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের পাঁচ বৎসর কাল ভোগ করিবার স্বত্ব;

(চ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যাহা ন্যায্য ও যুক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা

দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব ; এবং

(ছ) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় হয়, সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাঁহার স্বত্ব-গত পূর্ব্বাধিকারী যাহা [অর্থাৎ যে স্বত্ব] সৃষ্টি করিতে প্রজাকে স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়া অনুমতি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

১৬১ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে,

"দায়" ও "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" শব্দের অর্থ।

(ক) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে "দায়" শব্দ ব্যবহৃত হইলে, প্রজা আপন মধ্যস্বত্বের বা যোতের উপর কিম্বা তাহাতে আপন স্বার্থ সঙ্কোচ করিয়া যে কোন দাওয়া [যেমন বন্ধক ইত্যাদি], পেটাও প্রজা-স্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব [অর্থাৎ চলাচলের স্বত্ব, জল-সেচনের স্বত্ব ইত্যাদি, যাহাকে ইংরেজীতে "ইজ্‌মেণ্ট" বলে,] বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ও যাহা পূর্ব্ব ধারার অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা বুঝাইবে।

(খ) দেনা বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে যে মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্বন্ধে "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" এই কথা ব্যবহৃত হইলে, যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করা গিয়াছে, এবং যাহার নকল বাকী খাজানা পাওনা হইবার পূর্ব্বে অন্যূন তিন মাস থাকিতে পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ভূম্যধিকারীর উপর

জারী করা গিয়াছে, সেই নিদর্শনপত্রক্রমে যে কোন দায় সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, সেই দায় বুঝাইবে।

[পূর্ব্বে রেজিষ্টরী দলীলেরদ্বারা যে স্বাক্ষ সংযোগ করা যায়, তাহা যদি খাজানা বাকী পড়িবার অন্তত তিন মাস এই আইনের ১৭৬ ধারা-মতে ভূম্যধিকারীকে জানান হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে দায়কে "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" বলা যাইবে।]

মধ্যস্বত্বের বা যোতের নীলাম হইবার প্রার্থনা-পত্রের কথা।

১৬২ ধারা। কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৩৫ ধারামতে ডিক্রীজারীক্রমে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত ক্রোক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, তিনি উক্ত মধ্যস্বত্বের বা যোতের অন্তর্গত ভূমি যে পরগণায়, মহালে ও গ্রামে অবস্থিতি ও উহার নিমিত্ত যে বার্ষিক খাজানা দিতে হয় ও ঐ ডিক্রীক্রমে মোট যত টাকা আদায় করিতে হইবে, তৎপ্রদর্শক বর্ণনাপত্র দাখিল করিবেন।

ক্রোকের আদেশ ও নীলামের ঘোষণাপত্র একই সময়ে বাহির করিতে হইবার কথা।

১৬৩ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, ডিক্রীদার ইহার পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত প্রার্থনা করিলে, আদালত যদি উক্ত আইনের ২৪৫ ধারামতে ঐ প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া প্রার্থিতমতে ডিক্রীজারী হইবার আজ্ঞা করেন, তবে ক্রোকের আদেশ ও ঐ আইনের ২৮৭ ধারার আদেশ-

মত ঘোষণাপত্র একই সময়ে বাহির করিবেন। [অর্থাৎ বাকী খাজানার জন্য বাকী পড়া ভূমির ক্রোক ও নীলামী ইস্তাহার একই সঙ্গে বাহির হইবে।]

(২) ঐ ঘোষণাপত্রে উক্ত আইনের ২৮৭ ধারার উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দ্দেশ করিবার অতিরিক্ত এই এই কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

(ক) "মধ্যস্বত্ব" বা "মোকররী-হারে-ভোগকারী-প্রজার-যোত" হইলে, [নীলামে] যে টাকা ডাক হইবে, তাহাতে যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায়, তবে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত, প্রথমে "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে; নতুবা [অর্থাৎ "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" সম্বলিত নীলামে যদি যায় খরচা ডিক্রীর টাকা পরিশোধ না হয়, তবে] ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলাম করা যাইবে, ঐ দিনের নোটিস যথাবিধি দিতে হইবে; এবং

(খ) দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত যোত হইলে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত বিক্রীত হইবে।

(৩) উক্ত [দেওয়ানী কার্য্যবিধি) আইনের ২৮৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ ঘোষণা করা যাইবে ও যে মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রীত হইবার আজ্ঞা হয়, তদন্তর্গত ভূমির কোন সুপ্রকাশ স্থানে উহার নকল

লটকাইয়া দিয়া উহা প্রকাশ করা যাইবে। তদ্ভিন্ন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়ে সময়ে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারেও উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

(৪) উক্ত আইনের ২৯০ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, ডিক্রীমত খাতকের [অর্থাৎ দেনাদারের] লিখিত সম্মতি বিনা ন্যূনকল্পে ত্রিশ দিন গত না হইলে উক্ত বিক্রয় হইবে না। যে মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় হইবার আজ্ঞা হয় তদন্তর্গত ভূমির উপর ঐ ঘোষণাপত্রের নকল লটকাইয়া দিবার তারিখ অবধি ঐ সময় গণনা করিতে হইবে।

রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা।

১৬৪ ধারা। (১) কোন মধ্যস্বত্ব বা মোকররী হারে ভোগকৃত যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন, পূর্ব্ব ধারামতে দেওয়া গেলে, উহা রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে; এবং নীলামের খরচা সমেত ডিক্রী ও খরচার টাকা দিতে যাহাতে কুলায় ততটাকা ডাক হইলে, উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত ঐরূপ দায় সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলাম খরিদার উক্ত মধ্যস্বত্বের বা যোতের উপর রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ভিন্ন যে কোন দায় থাকে, তাহা ১৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

১৬৫ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামতে যে কোন মধ্যস্বত্ব বা মোকররী হারে ভোগকৃত যোত নীলামে চড়ান যায়, তন্নিমিত্ত যত টাকা পর্য্যন্ত ডাক হয় তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ডিক্রীর ও খরচার টাকা দিতে যদি না কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় করিতে চাহেন, তবে নীলামকারী কর্ম্মচারী নীলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে নূতন ঘোষণা [অর্থাৎ ছানি ইস্তাহার জারী করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান হইবে যে, নীলাম স্থগিত করিবার তারিখ অবধি পনের দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, ঐ ঘোষণাপত্রে নির্দ্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলাম খরিদদার ১৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উক্ত মধ্যস্বত্বের বা যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৬৬ ধারা। (১) ১৬৩ ধারামতে কোন দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত

সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

যোতের নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত উহা নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলাম খরিদদার ইহার পরবর্ত্তী ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৬৭ ধারা। (১) কোন খরিদদার পূর্ব্ব কএক ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ঐ দায় অসিদ্ধ করিতে চাহিলে, বিক্রয়ের তারিখ অথবা তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ, এই দুই তারিখের মধ্যে যে তারিখ শেষে হয় সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন যে, উক্ত কালেক্টর সাহেব, ঐ দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মর্ম্মের নোটিস দায়ধারীর উপর জারী করুন।

পূর্ব্ব কএক ধারামত দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) এতদর্থে রেবিনিউ বোর্ড যে ফী ধার্য্য করেন উক্ত নোটিস জারী করিবার নিমিত্ত সেই ফী ঐরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন নোটিস জারী করিবার দরখাস্ত এই ধারার নির্দ্দিষ্টমতে কোন কালেক্টর সাহেবের নিকট করা গেলে, তিনি তদনুসারে নোটিস জারী করাইবেন,

এবং যে তারিখে ঐ নোটিস জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত দায় অসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৪) কোন মধ্যস্বত্ব কি যোত সম্পর্কে, প্রাপ্য বাকী টাকার নিমিত্ত উহা ডিক্রীজারীক্রমে [অর্থাৎ বাকী] বিক্রয় করা গেলেও [বাকী খাজানার জন্য বাকী পড়া নীলাম হইলেও] ঐ মধ্যস্বত্বের বা যোতে ১৬০ ধারার (গ) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট প্রকারের কোন সংরক্ষিত স্বার্থ থাকিলে, খরিদদার যদি এই অধ্যায়মতে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, তবে তিনি ঐ সংরক্ষিত স্বার্থের বিষয়ীভূত ভূমির খাজানা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা করিতে পারিবেন ["সংরক্ষিত স্বার্থ" নষ্ট করিতে পারিবেন না।] ভূমি যে খাজানায় ভোগ করা হইতেছে, তাহা যে সময়ে পাট্টা দেওয়া যায়, সেই সময়ে উপযুক্ত খাজানা ছিল না [অর্থাৎ কম খাজানায় বিলি হইয়াছিল] ইহার প্রমাণ হইলে, আদালত যত টাকা উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন ঐ খাজানা বৃদ্ধি করিয়া তত টাকা করিতে পারিবেন।

উত্তম কৃষিযোগ্য ভূমির খাজানার সহিত সমান অবধারিত খাজানায় যে ভূমি বার বৎসরের অধিক কাল ভোগ হইয়া আসিতেছে, সেই ভূমির প্রতি এই প্রকরণ বর্ত্তিবে না।

দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত যোত পূর্ব্ব কএক ধারামতে মধ্যস্বত্ব বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

১৬৮ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত যোতের কিম্বা বিশেষ

কোন শ্রেণীর দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত যোতের বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত নীলামে চড়াইবার পূর্ব্বে রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে; এবং ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতেও পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে, ঐ স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত যোত, কিম্বা, স্থলবিশেষে, উক্ত বিশেষ শ্রেণীর দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত যোত এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব কথেক ধারামত নীলামের কার্য্যপক্ষে সর্ব্বতোভাবে মধ্যস্বত্বের ন্যায় গণ্য হইবে।

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক বিধির কথা।

১৬৯ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয় আইনের ২৯৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত বিধি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ—

(ক) ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রী-দারের যে খরচ হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা দেওয়া যাইবে।

(খ) তাহার পর যে ডিক্রীজারী করাতে নীলাম হয়, সেই ডিক্রীক্রমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি

নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকে, ঐ উদ্বৃত্ত টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খাজানা দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও উদ্বৃত্ত থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় [অর্থাৎ নীলামসিদ্ধ] করণাবধি দুই মাস অতীত হইলে, ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীমত খাতক (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া ডিক্রীদারের কোন টাকা পাইবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উত্থাপন করিলে, আদালত ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন এবং ঐ নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলে, কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই মধ্যস্বত্ব বা যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবার কথা।

১৭০ ধারা। (১) কোন মধ্যস্বত্বের বা যোতের দেনা বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে ঐ মধ্য স্বত্ব বা যোত ক্রোক করা গেলে, তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্য্যন্ত ধারা খাটিবে না।

(২) ঐরূপ কোন ডিক্রীজারীক্রমে কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলাম হইবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি নীলাম খরিদদারের ডাক গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে ডিক্রীমত খরচা ও নীলাম করিবার খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া না যায়, কিম্বা আদালতের বাহিরে ডিক্রীর টাকা শোধ করা হইয়াছে, এই হেতু দেখাইয়া যদি

ডিক্রীদার, উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত মুক্ত করণার্থ [অর্থাৎ ক্রোক খোলশার] দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত মধ্য-স্বত্ব বা যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) ডিক্রীমত খাতক কিম্বা যে ব্যক্তির ঐ মধ্য-স্বত্ব বা যোতে এরূপ স্বার্থ থাকে, যাহা নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে তিনি এই ধারামতে আদালতে টাকা দিতে পারিবেন।

নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোন কোন স্থলে উক্ত মধ্য-স্বত্ব বা যোতের বন্ধকী-ঋণ হইবার কথা।

১৭১ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই মধ্যস্বত্ব বা যোতে যদি কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে, যাহা ঐরূপ নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে,

(ক) ঐরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শতকরা ২৲ টাকা সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তজ্জন্য উক্ত মধ্যস্বত্ব বা যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে;

(খ) বাকী খাজানার দায় ছাড়া উক্ত মধ্যস্বত্বের বা যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা তাঁহার বন্ধক অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ সুদ সমেত শোধ করা না হয়, তাবৎ তিনি প্রজার বন্ধক গ্রহীতাস্বরূপ [অর্থাৎ গিরবি-দার হইয়া] উক্ত মধ্যস্বত্বের বা যোতের দখল লইতে ও উহা দখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) ঐরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার পাইবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

অধস্তন প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

১৭২ ধারা। বাকীদার ঊর্দ্ধতন প্রজার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীক্রমে এই অধ্যায়মতে কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং নীলাম হইলে যে অধস্তন প্রজার স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে পারে; সেই অধস্তন প্রজা নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দিলে, তাঁহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতিকারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে তাঁহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি ঐরূপে প্রদত্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং উক্ত ভূম্যধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনিও ঐরূপে তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে ঐরূপ কর্ত্তিত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্য্যন্ত না পঁহুছে, তাবৎ এইরূপ চলিবে।

নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীমত খাতকের না পারিবার কথা।

১৭৩ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালীবিষয়ক আইনের ২৯৪ ধারায় প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, যে ডিক্রীজারীক্রমে এই অধ্যায়মতে কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার আদালতের অনুমতি বিনা ঐ মধ্যস্বত্ব বা যোত ডাকিতে বা ক্রয় করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপে যে মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলাম হয়, ডিক্রীমত খাতক তাহা ডাকিবেন না বা ক্রয় করিবেন না।

(৩) ঐরূপে যে মধ্যস্বত্ব বা যোত নীলাম হয় ডিক্রীমত কোন খাতক স্বয়ং বা অন্য ব্যক্তির দ্বারা তাহা ক্রয় করিলে, আদালত উচিত বোধ করিলে ডিক্রীদারের কি ঐ নীলামে স্বার্থযুক্ত অন্য ব্যক্তির প্রার্থনামতে আদেশ করিয়া ঐ নীলাম অন্যথা করিতে পারিবেন; এবং ঐ প্রার্থনা ও আদেশের খরচ ও পুনর্ব্বার নীলাম কালে মূল্য যত টাকা কম হয় তত টাকা ও ঐ নীলামের সমস্ত খরচা ডিক্রীমত খাতক-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে। [অর্থাৎ ছানি নীলামে দেনাদার কম সমনের দায়ী হইবে।]

ডিক্রীমত খাতক কর্ত্তৃক নীলাম অন্যথা করণার্থ প্রার্থনার কথা।

১৭৪ ধারা। (১) কোন মধ্যস্বত্ব বা যোত, উহার [অর্থাৎ ঐ মধ্যস্বত্বের বা যোতের] দেনা বাকী খাজানার নিমিত্ত বিক্রয় করা গেলে, বিক্রয়ের তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে যে কোন সময়ে ডিক্রীমত খাতক ডিক্রীদারকে দিবার জন্য, খরচা সুদ্ধ ডিক্রীক্রমে প্রাপ্য সমুদয় টাকা, ও খরিদদারকে দিবার জন্য খরিদের টাকার শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে টাকা [ধরতা সমেত] আদালতে গচ্ছিত করিয়া দিলে, ঐ বিক্রয় অন্যথা হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) ঐ ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত টাকা গচ্ছিত করা গেলে, আদালত ঐ বিক্রয় অন্যথাকরণ সূচক আজ্ঞা

করিবেন এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৫ ধারার বিধান [অর্থাৎ খরিদদারকে পণের টাকা সুদ সমেত ফেরত দিবার বিধান] তদ্রূপে অন্যথাকৃত বিক্রয়ের [অর্থাৎ নীলাম রদের] প্রতি বর্ত্তিবে।

কিন্তু যদি ডিক্রীমত খাতক দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১৩ ধারামতে [অর্থাৎ নীলাম বেদাঁড়া হওয়া বলিয়া], আপন মধ্যস্বত্ব বা যোতের বিক্রয় অন্যথা করণার্থে প্রার্থনা করেন, তবে তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিবার অধিকারী হইবেন না।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১৩ ধারা এই অধ্যায় মত কোন নীলামের প্রতি বর্ত্তিবে না।

দায়স্বষ্টিকারী কোন কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৭৫ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ ভাগে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, কোন মধ্যস্বত্ব বা যোতের উপর যাহাতে দায় স্বষ্টি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং উক্ত রেজিষ্টরী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিষ্টরী করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকট রেজিষ্টরী

করণার্থ উপস্থিত করা যায়, তবে তাহা ঐ আইনমতে রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত গৃহীত হইবে।

[বে-রেজিষ্টরী দায় সংযোগের দলীল এই আইন জারির তারিখ অবধি এক বৎসর মধ্যে রেজিষ্টরী হইতে পারিবে। চারিমাস মধ্যে রেজিষ্টরী আফিশে দাখিল হয় নাই বলিয়া, তামাদি হইবে না।]

ভূম্যধিকারীকে দায়ের নোটিস দিবার কথা।

১৭৬ ধারা। কোন মধ্যস্বত্বের কি যোতের প্রজার সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে ঐ মধ্যস্বত্বের কি যোতের উপর কোন দায় সৃষ্টি হয়, কোন কার্য্যকারক এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র রেজি-ষ্টরী করিলে উক্ত প্রজার প্রার্থনামতে কিম্বা যে ব্যক্তির অনুকূলে ঐ দায় সৃষ্টি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনামতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে ফী ধার্য্য করেন, তাহা তাঁহার স্থানে পাইলে, নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ভূম্যধিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল জারী করাইয়া তাঁহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবেন।

দায় সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা প্রসারিত না করিবার কথা।

১৭৭ ধারা। যে ব্যক্তি আইনমতে প্রকারান্তরে দায় সৃষ্টি করিতে পারিতেন না, এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাঁহার উহা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা হইল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

১৫ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

চুক্তিক্রমে আইন অন্যথা করিবার সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

১৭৮ ধারা। (১) এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বা পরে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন চুক্তি হইলে, তাহার [অর্থাৎ সেই চুক্তির],

কোন কথাক্রমে

(ক) ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করণপক্ষে চির কালের নিমিত্তে কোন বাধা হইবে না, [অর্থাৎ কস্মিন্ কালেও রাইয়তের দখলীস্বত্ব জন্মিবে না, এমন চুক্তি আইন মতে সিদ্ধ হইবে না,] কিম্বা

(খ) ঐ চুক্তির তারিখে যে দখলীস্বত্ব বিদ্যমান থাকে তাহা রহিত হইবে না, কিম্বা

(গ) এই আইনের বিধানানুসারে না হইলে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার অধিকার হইবে না, [অর্থাৎ এই আইন মতে কার্য্য করিয়া প্রজার উচ্ছেদ হইতে পারে ত হইবে, নহিলে উচ্ছেদ হইবে না।] কিম্বা

(ঘ) প্রজার এই আইনের বিধানমতে উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব রহিত কি সীমাবদ্ধ [অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকার সঙ্কুচিত করা অর্থাৎ কমাইয়া দেওয়া] হইবে না।

(২) ১৮৮০ সালের জুলাই মাসের ১৫ তারিখের পর ও এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, ভূম্যধিকারী

ও প্রজার মধ্যে কোন চুক্তি হইয়া থাকিলে, উহার কোন কথাক্রমে [অর্থাৎ সেই চুক্তিতে দখলী স্বত্ব লাভের নিষেধ থাকিলেও] কোন রায়তের এই আইন অনুসারে ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবার বাধা হইবে না।

(৩) এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন চুক্তি হইলে, উহার কোন কথাক্রমে,

(ক) রায়তের এই আইন অনুসারে ভূমিতে দখলী-স্বত্ব লাভ করিবার বাধা হইবে না ;

(খ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের ২৩ ধারার বিধান-মতে ভূমি ব্যবহার করিবার স্বত্ব, রহিত কি সীমাবদ্ধ হইবে না ;

(গ) ৮৬ ধারার বিধানমতে রায়তের আপন যোত পরিত্যাগ করিবার স্বত্ব রহিত হইবে না ;

(ঘ) স্থানীয় প্রথানুসারে রায়তের আপন যোত হস্তান্তর কিম্বা চরমপত্র বা উইল,ক্রমে দান করিবার [স্বত্ব যদি থাকে, তাহা হইলে যুক্তির দ্বারা সে] স্বত্ব রহিত হইবে না ;

(ঙ) এই আইনের বিধান প্রবল মানিয়া ও তদনু-সারে দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের কোর্ফা বিলি করিবার স্বত্ব রহিত হইবে না ;

(চ) ৩৮ ধারা মতে কি ৫২ ধারামতে রায়তের খাজানা কমাইবার প্রার্থনা করিবার স্বত্ব রহিত হইবে না ;

(ছ) ৪০ ধারামতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজার খাজানা নগদান্ করণের প্রার্থনা করিবার স্বত্ব রহিত হইবে না ; কিম্বা

(জ) বাকী খাজানার টাকার উপর দেয় সুদ সম্বন্ধীয় ৬৭ ধারার বিধানের ব্যতিক্রম হইবে না।

কিন্তু এই বিধান হইল যে,

(১) অকর্ষিত পতিত ভূমি হাসিল [অর্থাৎ আবাদ যোগ্য] করণার্থে সরল অভিপ্রায়ে পাট্টা দেওয়া গেলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ পাট্টার শর্ত্ত কি নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না। কিন্তু যে স্থলে ঐ পাট্টার স্পষ্ট [অর্থাৎ নির্দ্দেশ করা] মিয়াদ শেষ হইলে কি হইবার পর পাট্টাদার ৫ অধ্যায়মতে পাট্টার লিখিত জমীতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবার অধিকারী হন, সেই স্থলে ঐ পাট্টার কোন কথাক্রমে তাঁহার ঐ স্বত্বলাভ করিবার বাধা হইবে না।

(২) ভূম্যধিকারী আপন চাকর কি বেতনভোগী মজুর দ্বারা অকর্ষিত পতিত ভূমি হাসিল করিয়া, পরে ঐ ভূমি কি উহার কিয়দংশ কোন রায়তকে জমা করিয়া দিলে, যে তারিখে তাহাকে ঐ ভূমি কি উহার কিয়দংশ প্রথম জমা করিয়া দেওয়া হয়, সেই তারিখ অবধি ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কোন চুক্তির যে শর্ত্তক্রমে কোন রায়তের পক্ষে ঐ ভূমিতে কি উহাব কিয়দংশে দখলীস্বত্ব লাভ করিবার বাধা হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই শর্ত্তের ব্যাঘাত হইবে না।

(৩) কোন বাগাত জমীতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত কর্ষণসাপেক্ষ [অর্থাৎ চাষী] ফসলের আবাদ করিবার চুক্তি হইলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ চুক্তির শর্ত্ত কি নিয়মের ব্যাঘাত হইবে না।

কায়মি মোকররী পাট্টার কথা।

১৭৯ ধারা। যে স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে কোন ভূস্বামীর বা কায়েমি মধ্যস্বত্বাধিকারীর ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়,

সেই নিয়মানুসারে কায়েমী মোকররী পাট্টা দিতে ঐ ভূস্বামী বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর বাধা হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

[জমীদার, ও পত্তনিদার, মোকররীদার ও অন্যান্য চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারীরা মোকররা বন্দোবস্ত করিতে ও মোকররা পাট্টা দিতে পারিবেন।]

১৮০ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন রায়ত

উঠবন্দী, চর ও দেয়াড়া জমীর কথা।

(ক) দেশের যে অংশে উঠবন্দী প্রণালী প্রচলিত আছে, তথায় সামান্যতঃ [অর্থাৎ সে অঞ্চলের চলনমতে] ঐ প্রণালী অনুসারে যে জমী জমা করিয়া দেওয়া হয়, এবং ঐ সময়ে দেওয়া হইয়াছে, [অর্থাৎ যে সময়ে তর্ক উঠিবে, তখন যদি উঠবন্দী নিয়মে বিলি থাকে] তাহা ভোগ করিলে, কিম্বা

(খ) যে প্রকারের জমী চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত তাহা ভোগ করিলে,

(ক) [প্রকরণের বর্ণিত] স্থলে সামান্যতঃ উঠবন্দী প্রণালী অনুসারে ভোগকৃত এবং ঐ সময়ে ঐ প্রণালীর অনুসারে ভোগকৃত জমীতে এবং

(খ) [প্রকরণের বর্ণিত] স্থলে চর বা দেয়াড়া জমীতে,

যাবৎ ক্রমাগত উহা [ঐ জমী] বার বৎসর ভোগ না করে তাবৎ দখলী স্বত্বলাভ করিবে না, এবং যাবৎ ঐ জমীতে দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহার ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার যোতের নিমিত্ত সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে [অর্থাৎ ভূম্যধিকারীর এক্তারমত খাজানার বন্দোবস্ত হইতে পারিবে।]

(২) উঠবন্দী প্রণালী অনুসারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে, ঐ প্রণালী অনুসারে তাহাদের ভোগকৃত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের প্রতি [এই আইনের] ৬ অধ্যায় খাটিবে না।

(৩) ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে কিম্বা দেওয়ানী আদালতের জিজ্ঞাসাক্রমে কালেক্টর সাহেব নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে, কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

চাকরাণ তালুক সম্বন্ধে না খাটিবার কথা।

১৮১ ধারা। এই আইনের কোন কথায় কোন ঘাটওয়ালী বা অন্য চাকরাণ তালুকের কোন অনুষঙ্গের ব্যাঘাত হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যে চাকরাণ তালুক হস্তান্তর করিতে কিম্বা চরমপত্র বা উইলক্রমে দান করিতে পারা যাইত না, তাহা হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইবে না।

বাস্তু ভূমির কথা।

১৮২ ধারা। কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোতের অংশ না হইয়া [অর্থাৎ যোতের অন্তর্গত নহে, এমত] বাস্তুভূমি ভোগ করিলে, ঐ বাস্তুভূমির প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ দেশাচার বা প্রথা দ্বারা নিয়মিত হইবে এবং ঐ দেশাচার বা প্রথা প্রবল মানিয়া কোন রায়তের ভোগকৃত ভূমি সম্বন্ধে এই আইনের যে সকল বিধান খাটে তদ্দারা নিয়মিত হইবে।

[বাস্তুভূমি সম্বন্ধে যেখানে যেমন দেশাচার বা প্রথা আছে, সেই মতেই চলিতে হইবে। এ আইনের দ্বারা সেই দেশাচার বা প্রথার অন্যথা হইবে না।]

১৮৩ ধারা। কোন দেশাচার কিম্বা প্রথা বা দেশাচারানুগত স্বত্ব এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হইলে, অথবা এই আইনের বিধানক্রমে স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমান অনুসারে পরিবর্ত্তিত বা রহিত না হইলে, এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

উদাহরণ।

(১) ভূম্যধিকারীর অনুমতি বিনা রায়ত আপন যোত বিক্রয় করিতে পারে এই প্রথা এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত নহে; এবং এই আইনের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা যায় নাই। সুতরাং উক্ত প্রথা কোন স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

(২) কোর্ফা রায়ত কোন কোন অবস্থায় দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশাচার বা প্রথা এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত নহে, এবং এই আইনের বিধানদ্বারা স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার বা প্রথা কোন স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

---

১৬ অধ্যায়।

মিয়াদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি।

১৮৪ ধারা। (১) এই আইনের ৩য় তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা তত্তজ্জন্য ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত করিতে ও করিতে হইবে; এবং

৩য় তফসীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনার মিয়াদের কথা।

ঐরূপ মিয়াদকালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা করা যায় তাহা মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা গেলেও [অর্থাৎ প্রতিবাদী তামাদির আপত্তি না করিলেও] অগ্রাহ্য হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা উপস্থিত করিলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত বারিত হইত এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা করিবার স্বত্ব পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

ভারতবর্ষীয় মিয়াদবিষয়ক আইনের কিয়দংশ ঐ মোকদ্দমা প্রভৃতিতে না খাটিবার কথা।

১৮৫ ধারা। (১) ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৭,৮ ও ৯ ধারা ইহার পূর্ব্ব ধারার লিখিত মোকদ্দমা বা প্রার্থনা সম্বন্ধে খাটিবে না।

[তামাদী সম্বন্ধে এই আইনের কার্য্যপক্ষে নাবালক, সাবালক, এবং সজ্ঞান ও পাগল তুল্য।]

(২) এই অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাধীনে ভারতবর্ষীয় মিয়াদবিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের বিধানপূর্ব্ব ধারার লিখিত সমুদয় মোকদ্দমা, আপীল ও প্রার্থনা সম্বন্ধে খাটিবে।

---

১৭ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

ফসল বেআইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা।

১৮৬ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য যে কোন আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইন অনুসারে না হইয়া [অর্থাৎ বে-আইনী করিয়া] যদি কোন ব্যক্তি

(ক) কোন প্রকার যোতের ফসল ক্রোক করে, কিম্বা ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে ক্রোক করা যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিয়মিত-রূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বলপূর্ব্বক বা গোপনে স্থানান্তর করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন যোতের ফসল কাটিতে, সংগ্রহ করিতে, সঞ্চিত করিতে, স্থানান্তর করিতে কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা লইয়া কার্য্য করিতে বাধা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,

তবে সেই ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমত যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণের লিখিত কোন কার্য্য করিতে সহায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারীদের কর্ম্মকারক ও প্রতিনিধিদের কথা।

ভূম্যধিকারীর কর্ম্ম-কারক দ্বারা কার্য্য করিবার কথা।

১৮৭ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই আইনমতে কোন ভূম্যধি-কারীর উপস্থিত হইবার বা প্রার্থনা করিবার বা কোন কার্য্য করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদা-লত বা কর্ত্তৃপক্ষ প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, ভূম্য-ধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থে ক্ষমতা-প্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারকও ঐ সকল কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

[ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরযুক্ত ক্ষমতাপত্র থাকিলে, ভূম্যধিকারীর কর্ম্ম-চারী আপন মুনিবের তুল্য হইয়া আদালতে ও সরকারী কার্য্যকারকদের নিকট হাজির হইতে, দরখাস্ত করিতে ও কার্য্য করিতে পারিবেন। স্বয়ং ভূম্যধিকারীকে হাজির হইতে হইবে না। তবে যে স্থলে আদালত বিশেষ করিয়া খোদ ভূম্যধিকারীকে হাজির হইতে আদেশ করিবেন, সে স্থলে অবশ্য নিজেই হাজির হইতে হইবে।]

(২) এই আইনে যে প্রত্যেক [অর্থাৎ যে সকল] নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, ভূম্যধিকারীর পক্ষে তাহার জারী স্বীকার করিতে [অর্থাৎ রসীদ দিতে] বা তাহা লইতে পূর্ব্বোক্ত মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারকের উপর তাহা জারী করা গেলে, কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিজ ভূম্যধিকারীর উপর তাহা জারী করা যাইত কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে যেরূপ ফল হইত, এই আইনের কার্য্যপক্ষে [সেই কর্ম্মচারীর উপর জারী করিলেও] সেইরূপ ফল হইবে।

(৩) কর্ম্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাহাকে ক্ষমতা দিবার নিদর্শনপত্র ছাড়া যে প্রত্যেক দলীল এই আইনের আদেশমতে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত বা সার্টিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা তদর্থে ক্ষমতাপত্রপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সার্টিফিকেটযুক্ত হইতে পারিবে।

এজমালী ভূম্যধিকারী-দের একত্রে বা সাধারণ কর্ম্মকারকের দ্বারা কার্য্য করিবার কথা।

১৮৮ ধারা। দুই বা তদধিক ব্যক্তি এজমালী ভূম্যধিকারী হইলে, যাহা কিছু করিতে এই আইনমতে ভূম্যধি-কারীর প্রতি আদেশ বা অনুমতি আছে, তাহা তাঁহারা উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া করিবেন, কিম্বা তাঁহাদের উভয়ের বা সকলের পক্ষে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন

কর্ম্মকারক করিবেন। [পৃথক্ পৃথক্ রূপে কেহ কিছু করিতে পারিবেন না।]

এই আইনমত বিধির কথা।

কার্য্যপ্রণালী ও কর্ম্মচারীদের ক্ষমতা ও নোটিস জারীকরণ সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

১৮৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া

(১) রাজস্ব কর্ম্মচারীদের উপর এই আইনের দ্বারা বা এই আইনমতে যে কোন কর্ম্মের ভার অর্পিত হয়, সেই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ, তাঁহাদের যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধান করণার্থ এই আইনসঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। এবং ঐ বিধি দ্বারা ঐরূপ কোন কর্ম্মচারীর প্রতি,

(ক) মোকদ্দমার বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন এরূপ কোন ক্ষমতা, ও

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা, ও বঙ্গদেশের জরীপ করণ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনমত কোন কার্য্যকারক যে কোন ক্ষমতনুসারে কার্য্য করিতে পারেন এরূপ কোন ক্ষমতা, ও

(গ) জমীর শক্তি বুঝিয়া দেখিবার নিমিত্ত, কোন ভূমির ফসল কাটিবার ও ঝাড়িবার ক্ষমতা, ও উৎপন্ন শস্যাদি ওজন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন। এবং

(২) যে স্থলে এই [আইন] কিম্বা অন্য কোন আইন দ্বারা নোটিস জারী করিবার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে, সেই স্থলে এই আইনমত নোটিস জারী করিবার প্রণালী নির্দ্দেশ করণার্থ এই আইনসঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১৯০ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত বিধি করিবার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত বিধির পাণ্ডুলেখ্য যে ব্যক্তিদের তদ্দ্বারা স্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা [অর্থাৎ যাঁহাদের হিতাহিত লক্ষ্য করিয়া ঐ বিধি করা যায়,] তাঁহাদের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন।

বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্য্য-প্রণালীর কথা।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বা হাইকোর্টের প্রণীত বিধি হইলে, উক্ত গবর্ণমেণ্টের বা কোর্টের বিবেচনায় সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদিগকে [অর্থাৎ যাহাদের হিতাহিত তাহাদিগকে] সংবাদ দিবার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকারে ঐ বিধি প্রকাশ করা যাইবে; অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে, তাহা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে।

কিন্তু ঐরূপ প্রত্যেক পাণ্ডুলেখ্য রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলেখ্যের সহিত একটী নোটিস প্রকাশ করা যাইবে ; প্রকাশ করণের তারিখের পর এক মাস অতীত হইবার পূর্ব্বে না হয়, উক্ত পাণ্ডুলেখ্য এরূপ যে তারিখে বা যে তারিখের পর বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে, ঐ নোটিসে সেই তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৪) ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে উক্ত পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন বিধি রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, ঐ প্রকাশ করণই উক্ত বিধি যথানিয়মে প্রণীত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

(৬) যে কর্ত্তৃপক্ষের এই আইনমতে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আছে, সেই কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত বিধি প্রণয়নার্থ, অনুমোদনের প্রয়োজন থাকিলে অনুমোদন লইয়া, সময়ে সময়ে তদ্রূপ প্রণীত বিধি সংশোধন, পরিবর্দ্ধন কি রহিত করিতে পারিবেন।

যে যে জিলায় কিয়ৎকালীন বন্দোবস্ত থাকে
[অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই]
তৎসম্বন্ধীয় বিধানের কথা।

যে জিলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই সেই জিলায় যে ভূমি ভোগ হয় তৎসম্বন্ধে না খাটিবার কথা।

১৯১ ধারা। যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কখন হয় নাই, কোন মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত ভূমি সেই মহালের মধ্যে থাকিলে, এই আইনের কোন কথাক্রমে রাজস্বের কিয়ৎকালীন বন্দোবস্তের মিয়াদ ফুরাইলে, খাজানা বৃদ্ধির বাধা হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষ গবর্ণমেণ্টের স্থানে চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিবার, বা বন্দোবস্ত দৃঢ় করিবার ক্ষমতা পাইয়া বন্দোবস্তীর কার্য্যানুষ্ঠান মধ্যে বন্দোবস্তের মিয়াদ অতীত হইবার পর বিশেষ কোন হারে খাজানা দিয়া ভোগ করিবার স্বত্ব স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকিলে, স্বতন্ত্র কথা।

রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত হইলে খাজানা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবার কথা।

১৯২ ধারা। যাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী ভূমির অন্তর্গত নহে, এরূপ কোন ভূমি বিনা খাজানায় কিম্বা বিশেষ কোন খাজানায় ভোগ করিবার স্বত্ব ঐ ভূমির প্রজাকে দেওয়া গেল বলিয়া ভূম্যধিকারী পাট্টা দিলে কিম্বা অন্য কোন চুক্তি করিলে, এবং পাট্টা বা চুক্তি বলবৎ থাকিতে

(ক) ভূমির রাজস্ব উক্ত ভূমির সম্বন্ধে প্রথম দেয় হইলে কিম্বা

(খ) তৎসম্বন্ধে ভূমির রাজস্ব পূর্ব্বে দেয় থাকিলেও ভূমির রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করা গেলে, উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তিতে প্রকারান্তরের কথা সত্ত্বেও কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আজ্ঞাক্রমে এই আইনের বিধান অনুসারে উক্ত ভূমির উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবেন।

গোচারণ প্রভৃতি স্বত্বের কথা।

১৯৩ ধারা। বাকী খাজানা আদায় করণার্থ মোকদ্দমায়, এই আইনের যে সকল বিধান খাটে, গোচারণ, বনকর, জলকর প্রভৃতি কোন স্বত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, তাহা আদায় করিবার মোকদ্দমাতেও যতদূর সম্ভব, সেই সকল বিধান খাটিবে।

গোচারণ ও বনকর প্রভৃতি স্বত্বের কথা।

ভূম্যধিকারীর অবশ্য পালনীয় নিয়ম সংরক্ষণের কথা।

১৯৪। কোন ভূস্বামী কিম্বা কায়েমি মধ্যস্বত্বাধিকারী নির্দ্ধারিত কোন বিধি কি নিয়ম পালন করিবার নিয়মে [অর্থাৎ শর্ত্তে] আপন মহাল কি মধ্যস্বত্ব ভোগ করিলে, যে ব্যক্তি ঐ মহাল কি মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত ভূমি দখল করেন, এই আইনের কোন কথাক্রমে তিনি এরূপ কোন কার্য্য করিবার অধিকারী হইবেন না, যাহাতে উক্ত বিধি বা নিয়মের লঙ্ঘন ঘটিতে পারে।

ভূম্যধিকারীর অবশ্য পালনীয় নিয়ম এই আইনক্রমে প্রজার লঙ্ঘন না করিতে পারিবার কথা।

[জমীদার বা মধ্যস্বত্বাধিকারী যে চুক্তিতে বা নিয়মে আবদ্ধ থাকেন, সেই মহালে বা তালুকে যাহারা ভূমি দখল করে, সকলেই সেই চুক্তি বা নিয়মে বাধ্য থাকিবে। এমন কাজ কেহ করিতে পারিবে না, যাহাতে সেই চুক্তির বা নিয়মের অন্যথা হয়।]

বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

১৯৫ ধারা। এই আইনের কোন কথা-ক্রমে—

বিশেষ আইনসংরক্ষণের কথা।

(ক) এই আইনের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া যে কোন আইন রহিত করা হয় নাই, সেই আইনের নির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত-কার্য্যকারকদের ক্ষমতার ও কর্ম্মের,

(খ) গবর্ণমেণ্টের মহালের কিম্বা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বা রাজস্ব, কর্ত্তৃপক্ষদের অধ্যক্ষতাধীন মহালের খাজানা-আদায়ের কার্য্যপ্রণালীর বিধান করণার্থ কোন আইনের,

(গ) গবর্ণমেণ্টের বাকীরাজস্বের নিমিত্ত নীলাম দ্বারা প্রজাস্বত্ব ও দায় অসিদ্ধ করণ সংক্রান্ত কোন আইনের,

(ঘ) মালগুজারী মহালের বাটওয়ারা সংক্রান্ত কোন আইনের,

(ঙ) পত্তনী মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধীয় কোন আইন যতদূর পর্য্যন্ত তদ্রূপ মধ্যস্বত্বের সহিত সম্পর্ক রাখে ততদূর ঐ আইনের, কিম্বা

(চ) এই আইনের দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে যে বিশেষ বা স্থানীয় অন্য আইন রহিত করা না যায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

আইনের অর্থকরণের কথা।

১৯৬ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এই আইন প্রচলিত হইবার পর যে প্রত্যেক আইন প্রণয়ন করেন, তাহা প্রবল মানিয়া এই আইন পাঠ করিতে হইবে।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কর্ত্তৃক অতঃপর প্রণীত আইন প্রবল মানিয়া এই আইন পাঠ করিতে হইবার কথা।

প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ।)

যে যে আইন রহিত হইল।

বঙ্গদেশে প্রচলিত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যত দূর রহিত করা গেল।
৭৯৩ সালের ৮আইন।	সুবেজাৎ বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জমীদার ও হজুরীতালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারীদিগের সহিত সরকারের মালগুজারীর অর্থে দশসনী বন্দোবস্তের বিষয়ের যে সকল আইন ইংরেজী ১৭৮৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ও ২৫ নবেম্বর এবং ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ও তাহার পর যে যে তারিখে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার আইন।	৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬৪ ও ৬৫ ধারা
১৮০৫ সালের ১২ আইন।	এইক্ষণে মেদিনীপুর জিলাভুক্ত পটাশপুর কামদিচৌর ও বগ্রা পরগনা সুদ্ধ কটক জিলার বন্দোবস্ত ও সরকারী রাজস্ব আদায় করণার্থ আইন।	৭ ধারা।
১৮১২ সালের ৫ আইন।	ভূমির মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এইক্ষণে চলন আছে তাহার কোন কোন দাঁড়া শুধরিবার ও সারিবার নিমিত্তে আইন।	২, ৩, ৪, ২৬ ও ২৭ ধারা।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যত দূর রহিত করা গেল।
১৮১২ সালের ১৮ আইন।	ইংরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারার মর্ম্ম সুস্পষ্ট ও বিবরণ করিয়া লিখিবার ও ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৩ ও ৪ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের ৩ ও ৪ ধারা রদ ও রহিত করিবার ও ঐ সকল ধারার লিখিত দাঁড়া সকলের পরিবর্ত্তে নূতন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে আইন।	হেতুবাদ এবং ২ ও ৩ ধারা।
১৮২৫ সালের ১১ আইন।	চরের কি কোন নদী কি সমুদ্র স্থান ত্যাগ করণ প্রযুক্ত যে ভূমি পাওয়া যায় সেই ভূমির দাওয়ার নিষ্পত্তি যে যে হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবেক সেই সেই হুকুম প্রকাশ করিবার নিমিত্তে আইন।	৪ ধারার ১ প্রকরণে "এবং ঐ বৃদ্ধি হওয়া জমী যদি কোন প্রধান দখলীকারের পেটাও কোন দখলীকারের দখলের ভূমিতে সংলগ্ন হয়" এই এই কথা সুদ্ধ প্রকরণের শেষ পর্য্যন্ত।

বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যত দূর রহিত করা গেল।
১৮৬২ সালের ৬ আইন।	১৮৫৯ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন বঙ্গদেশের মধ্যে খাজানা আদায় করণের আইন সংশোধন করিবার আইন) সংশোধন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৭ সালের ৪ আইন।	মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রচলিত ১৮৬২ সালের ৬ আইনের ব্যাখ্যা ও সংশোধন করিবার এবং কোন কোন বিচার করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৯ সালের ৮ আইন।	ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে মোকদ্দমা হয় তাহার কার্য্যপ্রণালী সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭৯ সালের ৮ আইন।	বন্দোবস্তী কার্য্যকারকদের ক্ষমতা নির্দ্ধারিত ও সীমাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যত দূর রহিত করা গেল।
১৮৫৯ সালের ১০ আইন।	ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গালাদেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।